উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৬ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 2 September 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 106 JAL

বাম আন্দোলনকে কটাক্ষ সুকান্তর

পাঁচের পাতায়

ক্ষমা চাওয়াতেও উদ্ধত মোদি, অভিযোগ

সাতের পাতায়

পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত ১১

ঝাড়খণ্ড পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা চলাকালীন মৃত্যু হল ১১ পরীক্ষার্থীর। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে চড়া রোদে তাঁদের দৌড়োতে হয়েছে বিভিন্ন শহরে। অসুস্থ হয়েছেন অজস্র পড়ুয়া। বিজেপি এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু, জানার চেষ্টা চলছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বিচার ব্যবস্থাকেই দূষলেন রাষ্ট্রপতি

ধর্ষণের মতো সংবেদনশীল ঘটনায় কেন দেরিতে বিচার হবে? কেন মামলা মাসের পর মাস ঝুলে থাকবে? রবিবার বিচার বিভাগের দুইদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এমনই প্রশ্ন তুললেন। তাঁর মন্তব্য, 'ধর্ষণের মতো মামলায় বহু দেরিতে যখন বিচার মেলে, তখন বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষ।' তাঁর প্রশ্ন, বিচার পেতে কতদিন অপেক্ষা করবে মানুষ?

বিস্তারিত সাতের পাতায়

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিবাদমুখর কলকাতা। মিছিলে শামিল সাধারণ মানুষ থেকে টালিগঞ্জের শিল্পীরা। রবিবার। ছবি : আবির চৌধুরী ও পিটিআই

বাইরের টোটো শহরে নিষিদ্ধ

ন্যূনতম ভাড়া ধার্য হল ১৫ টাকা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনই প্রশাসন জলপাইগুড়ি শহরে বাইরের টোটো ঢোকা বন্ধ করল। রবিবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে টোটো নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও পুরকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা দেখা যায়। টোটোগুলিতে পুরসভার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। অন্যদিকে পুরসভা এবং পাহাড়পুর, পাতকাটা, অরবিন্দ এবং খড়িয়া অঞ্চল ছাড়া বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটো শহরে ঢোকার চেষ্টা করলেই সেগুলিকে আটকে দেওয়া হয়। ছুটির দিনে শহরে টোটোর সংখ্যা এদিন এমনিতেই কম ছিল। ধরপাকড়ের জেরে এদিন রাস্তায় টোটোর সংখ্যা আরও কমে যায়। টোটো নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পদক্ষেপে সাধারণ মানুষ বেশ খুশি। অন্যদিকে, টোটোয় চাপলেই এদিন থেকে ন্যূনতম ভাড়া ১৫ টাকা কার্যকর হয়েছে। এই ভাড়া নিয়ে বাসিন্দারা অখুশি।

ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী বললেন, 'যে সমস্ত টোটোর রেজিস্ট্রেশন নেই সেগুলিকে এদিন শহরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপর থেকে শহরের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় টোটোর নথিপত্র খতিয়ে দেখা হবে। রেজিস্ট্রেশন না থাকলে নিয়ম মেনে সেগুলিকে জরিমানা করা হবে।' শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে তাঁরাও সমানভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'এদিন থেকেই শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও পুরসভার কর্মীরা বাইরের টোটোগুলির শহরে ঢোকা বন্ধ করছেন। তবে প্রথম দিন কাউকে জরিমানা করা হয়নি। কোনও টোটো বাজেয়াপ্তও করা হয়নি। তবে সোমবার থেকে টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কার্যকর হবে।'

সম্প্রতি টোটো সংগঠন এবং পুলিশকে নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক করেছিল। পাঁচ হাজার টোটোকে শহরের রাস্তায় চলার অনুমতি দেওয়া হবে বলে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শহরের পাশাপাশি শহর সংলগ্ন চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোকে পুরসভা রেজিস্ট্রেশন দেবে বলে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যেই পুরসভায় ওই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন করা টোটোগুলির চালকদের নম্বর প্লেটের পাশাপাশি পুরসভা তাঁদের একটি করে পরিচয়পত্র দিয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এদিন থেকেই টোটো চলাচলের নিয়ম কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য শেষ দিন হিসেবে চলতি মাসের ৯ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে টোটোচালকদের জন্য একটি নিয়মাবলি তৈরি করে পুরসভার তরফে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে টাঙানো হয়েছে। সেখানে কোন কোন এলাকার টোটো শহরে ঢুকতে পারবে তার উল্লেখ যেমন রয়েছে, একইভাবে অতিরিক্ত যাত্রী বহন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় টোটো চালালে কত টাকা জরিমানা হবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়মাবলিতে বলা হয়েছে, ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখের মধ্যে বিনা রেজিস্ট্রেশনের টোটো ধরা পড়লে প্রশাসন দু'দিনের জন্য সেই টোটো বাজেয়াপ্ত করবে। ৯ তারিখের পর বিনা রেজিস্ট্রেশনে টোটো ধরা পড়লে চালককে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। ডিএসপি (ট্রাফিক)-কে এদিন সকাল থেকে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে। বাইরে থেকে আসা রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোগুলিকে এদিন পান্ডাপাড়া বৌবাজার, গোশালা মোড়, বিডিও অফিস মোড়, শিরীষতলা, গোমস্তাপাড়া সহ শহরে ঢোকার সাত-আটটি মুখে আটকে দেওয়া হয়। ধরপাকড় অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন টোটোচালকদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা ছিল।

এদিন থেকে টোটোর ন্যূনতম ভাড়া ১৫ টাকা কার্যকর হওয়ায় শহরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। শহরের বাসিন্দা রিতা ঘোষ বলেন, 'থানা মোড় থেকে কদমতলা এক কিলোমিটার রাস্তাও নয়। সেক্ষেত্রে ১৫ টাকা ভাড়া মেনে নেওয়া যায় না। অন্য সমস্ত শহরের ন্যূনতম টোটোভাড়া এখনও ১০ টাকাই রয়েছে। টোটোভাড়া নিয়ে পুরসভার এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।' সমস্যা মেটাতে পুরসভা যাতে সঠিক পদক্ষেপ করে সেজন্য দাবি জোরালো হয়েছে।

খুশি-অখুশি

- টোটোগুলিতে পুরসভার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়
- টোটো নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পদক্ষেপে খুশি শহরের মানুষ
- টোটোয় চাপলেই এদিন থেকে ন্যূনতম ভাড়া ১৫ টাকা কার্যকর হয়েছে
- এই ভাড়া নিয়ে বাসিন্দারা অখুশি, বিষয়টি পুনর্বিবেচনায় তাঁদের আর্জি

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

পান্ডাপাড়া বৌবাজার এলাকায় টোটোর রেজিস্ট্রেশন যাচাই করছেন পুলিশ ও পুরকর্মীরা। রবিবার।

খোঁজাখুঁজি

অর্ধেক আকাশটিকে ভালোবাসিনি আমরা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কয়েক বছর আগে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করা বেসরকারি-অরাজনৈতিক সংগঠন নাগরিক মঞ্চ নারী শ্রমিকদের উপর এক সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় ধরা পড়ে ভদ্রেশ্বরের একটি চটকলে মহিলা শ্রমিকদের জন্য কোনও পৃথক শৌচাগার নেই। একাধিক চটকলেই মহিলা শ্রমিকদের এই দুর্দশা। নর্দমার উপর পাঁচিল দিয়ে আড়াল তৈরি করে সেটিকেই মহিলা শ্রমিকদের শৌচাগার হিসাবে চালানো হয়। ফলে অনেক মহিলাই লোকলজ্জায় শৌচাগারে যেতে পারেন না। অনেকে নিরাপত্তার অভাবে একা যেতে ভয় পান। অথচ ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে, প্রতি সংস্থায় পঁচিশজন মহিলা শ্রমিক পিছু একটি মহিলা শৌচাগার রাখতে হবে।

শুধু শৌচাগার নয়। পোশাক পরিবর্তন করার আলাদা ঘর নেই। এমনকি মাতৃত্বকালীন ছুটিও নেই। ওই সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে একই কাজে একজন পুরুষ যা মজুরি পান, তার অনেক কমে এক নারীকে কাজ করানো হয়। প্রতিবাদ করতে গেলেই ছাঁটাই। অধিকাংশ নারী শ্রমিকের মাস্টার রোলেও নাম থাকে না।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, চা বাগানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ তাঁদের কম টাকায় কাজ করানো যায়। প্রতিবাদ? কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ বাগানে সর্দার আর ম্যানেজারই শেষকথা। তাঁদের কথাই আইন।

রাজস্থান সরকারের প্রচারক, উন্নয়নকর্মী ছিলেন ভানওয়ারি দেবী। মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় ভানওয়ারি দেবীকে ধর্ষিতা হতে হয়। এক বহুজাতিক সংস্থার মহিলা কর্মী ভালো মাইনে পেতেন। কর্মক্ষেত্রে গালভরা পদ ছিল তাঁর। চটকল বা চা বাগানের মহিলা শ্রমিকের থেকে তাঁর সামাজিক অবস্থান অনেক উঁচুতে। এই মহিলাকে নিত্যদিন ঊর্ধ্বতনের নানাবিধ অশ্লীল ইঙ্গিতের শিকার হতে হত। এমনকি কুপ্রস্তাবও এসেছিল তাঁর কাছে। অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মহিলা বাধ্য হন বহুজাতিক সংস্থার চাকরিটি ছেড়ে দিতে।

বেশ কয়েকবছর আগে একবার ছত্তিশগড় গিয়েছিলাম। বিজেপির রমণ সিং তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ওই সময় এক প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম, মাওবাদী ধরার নামে সিআরপিএফ জওয়ানরা ওই গ্রামের এগারোজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। পুলিশ ওই ধর্ষিতা আদিবাসী মহিলাদের কোনও অভিযোগ নেয়নি।

এরপর দশের পাতায়

বিতর্কে উত্তরবঙ্গ লবি

অভীকের বিরুদ্ধে পোস্ট চিকিৎসকের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সীমাহীন দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে যে শুধু কলকাতাতেই হইচই হচ্ছে তেমনটা নয়, উত্তরবঙ্গেও সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসছে। রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তরবঙ্গ লবির এক চিকিৎসকের একটি ভিডিও পোস্ট করে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এক চিকিৎসক। তাঁকে সমর্থন করেছেন অন্য চিকিৎসকরা। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে। এই লবিতে জলপাইগুড়ির এক চিকিৎসকের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুই প্রাক্তন পড়ুয়ার নামও রয়েছে। যাঁরা বর্তমানে কলকাতা এবং বর্ধমানে কর্মরত। তাঁদেরই একজন অভীক দে। একদা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাপুটে নেতা এমবিবিএস পাশ করে বর্ধমান মেডিকেলের রেডিওলজি বিভাগে কাজে যোগ দেন। সেখান থেকে বর্তমানে তিনি এসএসকেএমে সার্জারির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) হিসাবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য।

গত বছরের মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন হাতে অভীককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। ভিডিওতেই দেখা যায় অভীক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই সর্বত্র নিন্দার ঝড় ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিল চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন। পরীক্ষকই যেখানে পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন না, সেখানে অভীক কীভাবে মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে পরীক্ষা হলে ঘুরছেন সেই প্রশ্ন উঠেছিল।

সেই ভিডিও রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের তৈরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করেন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অরুণাভ সরকার। তিনি লিখেছেন, এই ধরনের লুম্পেনদের জন্যই আমাদের কলেজের বদনাম হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এদের কলেজ থেকে বয়কট করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। অরুণাভ সরকারের এই পোস্টকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, জলপাইগুড়ির এক চিকিৎসকের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ জমছিল। চিকিৎসকদের অনৈতিকভাবে বদলি করা, পরীক্ষা ক্ষেত্রকে কলুষিত করা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তরবঙ্গ লবির কয়েকজন চিকিৎসক যেভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তাতে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু ফের শাস্তিমূলক বদলির ভয়ে এতদিন কেউ মুখ খুলতে পারেননি।

আরজি করের ঘটনার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠছে। তরুণী চিকিৎসক হত্যার পরেই আরজি করে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকরা। কিন্তু কেন? সেই সমস্ত চিকিৎসকের ছবি তুলে ধরে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আর তার পরেই সরব হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষমাপ্রার্থনা কাকলির, সুখেন্দুর নয়া পোস্টে চর্চা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল কাকলি ঘোষদস্তিদারের মন্তব্য। শেষপর্যন্ত নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিজের ও দলের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করলেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু তৃণমূলের ওপর চাপ আরও বাড়ল একই দিনে আরেক দলীয় সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের পোস্টে।

বাস্তিল দুর্গের পতনের ছবি পোস্ট করে রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারের পতনের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, '১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে বিক্ষোভকারীরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল বাস্তিল দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের।' বাস্তিল দুর্গকে ইউরোপে রাজতন্ত্রের মধ্যযুগীয় শোষণের প্রতীক ধরা হত। জল্পনা চলছে, সেই শাসনের সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টানছেন সুখেন্দুশেখর।

কাকলির মন্তব্য, ক্ষমাপ্রার্থনা কিংবা সুখেন্দুশেখরের পোস্ট-কোনটি নিয়েই তৃণমূলের কেউ প্রতিক্রিয়া দেননি। গত শুক্রবার একটি টিভি চ্যানেলের শোয়ে বারাসতের মন্তব্য ঘিরে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে রবিবার কাকলি বলেন, 'আমি নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছি। ওই মন্তব্যে কারও আঘাত লেগে থাকলে আমি দুঃখিত।' তাঁর বক্তব্য, 'আমি সবসময় মেয়েদের সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি।'

ঠিক কী বলেছিলেন কাকলি যে, ক্ষমা চেয়ে বিড়ম্বনা এড়ানোর চেষ্টা করতে হল তাঁকে। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'ছাত্রীদের কোলে বসিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার একটা চল শুরু হয়েছিল। আমার ছেলেরা নিন্দা করেছিল বলে তাঁদের কম নম্বর দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আজ প্রথিতযশা চিকিৎসক। কিন্তু কোলে বসিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার চলটা যে এখানে এসে দাঁড়াবে, উৎকোচ নিয়ে পাশ করানো হবে বা কেউ মুখ খুললে তাঁর থিসিস আটকে দেওয়া হবে, এটা ভাবতে পারিনি।'

ওই শো'তেই মন্তব্যটির নিন্দা করেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল ও একই দলের কাউন্সিলার সজল ঘোষ। বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, কাকলির ওই মন্তব্য অসম্মানজনক ও নিন্দনীয়। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য মহিলা চিকিৎসকদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কারের দাবিও ওঠে। দলের কেউ তাঁর সমর্থনে দাঁড়াননি। কাকলি নিজেই ক্ষমা চেয়ে বিতর্ক ঠেকানোর চেষ্টা করলেন।

বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা শ্বশুরের, আটক স্বামী

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : খারাপ খবরের যেন বিরামই নেই। শ্বশুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তুলে এক বধূ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন। জোর করে পরপর দু'বার ওই বধূর গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে বলে ওই বধূর স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অসুস্থ ওই বধূ বর্তমানে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ওই মহিলার বক্তব্য, 'স্বামী বাড়িতে না থাকার সময় শ্বশুর বহুবার আমার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। বেশ কয়েকবার আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ঘটনার প্রতিবাদ করলে স্বামী ও শাশুড়ি আমাকে মারধর শুরু করেন। দু'বার আমার গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়।' দোষীদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় সেজন্য ওই বধূর ভাই দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ওই বধূর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে ওই বধূর স্বামীর দাবি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে তাঁর বক্তব্য। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, নয় বছর আগে ময়নাগুড়ি টেকাটুলি এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার সঙ্গে ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মাধবডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা পেশায় কৃষিজীবী এক তরুণের বিয়ে হয়।

এরপর দশের পাতায়

হাইড্রলিক জ্যাকে উঁচু হচ্ছে বাড়ি

অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ইটও নড়বে না, ছাদও অক্ষত থাকবে। কিন্তু দোতলা বাড়িটা নিজের জায়গা থেকে উঠে যাবে ৩ ফুট উঁচুতে। এটা পিসি সরকারের জাদু নয়। বাস্তবেই এমন ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকায়।

বর্ষায় ঘরে হাঁটুজল জমে। জাতীয় সড়ক তৈরি হতেই এই বিপত্তি। বাড়ির মালিক নির্মাল্য মজুমদার ভেবেছিলেন, বাড়িটাই ভেঙে ফেলবেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁজ পেলেন অত্যাধুনিক পদ্ধতির। প্রায় ১৫০টি হাইড্রলিক স্ক্রু জ্যাক দিয়ে বাড়ি উঁচু করার কাজ শুরু করেছেন তিনি। আর সেই বাড়ি উঁচু করার পদ্ধতি দেখতে এলাকাবাসীরা ভিড় জমাচ্ছেন। এ তো গেল বাড়ি লিফটিং। প্রায় ৭ বছর আগে গয়েরকাটায় লিফটিং নয়, আস্ত বাড়ি শিফটিং অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানোর দৃশ্য দেখেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ।

আপাতত মোহিতনগরে কাজে লেগে পড়েছেন হরিয়ানা থেকে আসা ১২ জন শ্রমিক। কীভাবে ওঠানো হচ্ছে আস্ত বাড়িটা? প্রথমে বাড়ির নীচের মাটি খুঁড়ে বসানো হয়েছে লিফটিং জ্যাকগুলো। বাড়ির পিলার, ভিতের নীচে মাপমতো দূরত্ব বজায় রেখে জ্যাকগুলো বসানো হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি জ্যাককে একটি লোহার হাতল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোলা হয়। সবক'টি জ্যাককে একসঙ্গে তুলতে গেলে ১৫০ জন প্রয়োজন। সাবধানে বাড়িটিকে না হেলিয়ে উঁচুতে তোলা হচ্ছে।

বাড়ির মালিক নির্মাল্য বলেন, 'জাতীয় সড়কের কাজ হওয়ায় রাস্তা অনেকটা উঁচু হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে কোনও নিকাশিনালা না থাকায় বৃষ্টি হলেই জল বাড়ি সহ ঘরে প্রবেশ করত। একদিন সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়ি লিফটিংয়ের পদ্ধতি দেখি। তারপর এই সিদ্ধান্ত নিই।' নির্মাল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করছেন এই কাজে।

আর সংস্থার তরফে সিন্টু কুমারের আশ্বাস, বাড়ির দেওয়ালে একটুও ফাটল ধরবে না। আপাতত ৩ ইঞ্চি হয়েছে আর ১৫-২০ দিনের মধ্যেই ৩ ফুট উঁচু হয়ে যাবে বাড়িটি।

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে বাড়ি তোলা হচ্ছে স্ক্রু জ্যাক দিয়ে।

একাদশেই মিলবে ট্যাবের টাকা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : আগে দেওয়া হত কেবল দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের। এবার একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু করেছে কোচবিহার জেলা শিক্ষা দপ্তর। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ট্যাব কেনার ১০ হাজার টাকা পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু করবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

জেলার প্রায় সমস্ত স্কুল একাদশ ও দ্বাদশ পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য বাংলা শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করছে। ইতিমধ্যেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের তরফে সেই তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল (মাধ্যমিক) বলেন, 'পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশমতো কাজ করতে তৈরি রয়েছি।'

২০২১ সাল থেকে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার ১০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু করে রাজ্য সরকার। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় পড়ুয়াদের ট্যাব দিতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সেই সমস্যা সমাধানে চলতি বছর একাদশ ও দ্বাদশ উভয় শ্রেণির পড়ুয়াদেরই ওই টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য আগামী বছর থেকে কেবল একাদশের পড়ুয়ারাই ট্যাব কেনার টাকা পাবে। একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একাংশ। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলা কনভেনার মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা সরকারের এই সিদ্ধান্ত পড়ুয়ারা যথেষ্ট উপকৃত হবে।'

সরকারের এই পদক্ষেপে বেজায় খুশি একাদশের পড়ুয়ারা। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার কোদালখেতি হরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মল্লিকা বর্মন বলে, 'ট্যাব কিনতে পারলে আমাদের লেখাপড়া করতে খুব সুবিধা হবে।' পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি বিপুল নন্দী, তুফানগঞ্জের হরিরধাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রণদীপ রায় এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এই সিদ্ধান্তে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।

কোচবিহার জেলায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৪২টি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর জানিয়েছে, জেলায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া যথাক্রমে ২৫ হাজার ৮০০ ও ২২ হাজার ৮০০ জন। সেই হিসেবে জেলার মোট ৪৭ হাজার ৬০০ জন পড়ুয়া এবছর ট্যাব কেনার টাকা পেতে চলেছে। কোচবিহার জেলার পড়ুয়াদের ট্যাব দিতে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

এক নজরে

- জেলায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৪২
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট পড়ুয়া ৪৭,৬০০ জন
- ট্যাব দিতে রাজ্যে খরচ ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
- ৫ সেপ্টেম্বর পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট প্রতি ১০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হবে

> পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশ মতো কাজ করতে তৈরি রয়েছি।
>
> -সমরচন্দ্র মণ্ডল কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

NOTICE FOR LENDING REGIMENTAL SHOP ON RENT

1. Location	:	Shivmandir Military Station
2. Size of Shop	:	89.81 Sqm
3. Rent & Allied Charges	:	Licence Fee-Rs 1930/- per month or as amended by Station Board of Officers
4. Electricity/ Water Charges	:	As per consumption
5. Eligibility	:	Only for War Widows/Ex-serviceman/Disabled Soldier/Spouses or Widows of Ex-Serviceman
6. Application Fee	:	Free, form can be collected from Reception at Main Entrance Gate, Shivmandir Military Station
7. Last Date of Submission of Application	:	27 Sep 2024 (6 PM)
8. Mode of Submission	:	By Post/By Hand
9. Contact No	:	Presiding Officer-9262393075 Member No 1-8899734783

Note :-
The allotment shall be made to the highest bidder (H1) for payment of rebate.

করিডর বন্ধ, শ্রমিক মহল্লায় তাণ্ডব হাতির

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ সেপ্টেম্বর : চা বাগানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হাতি চলাচলের প্রথাগত করিডর। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে দিগভ্রান্ত বুনোর দলের শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে ডুয়ার্সজুড়ে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বন দপ্তরও। শনিবার গভীর রাতে একটি দলছুট দাঁতাল নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনে হামলা চালিয়ে দুরমুশ করে দেয় ৩টি বাড়ি ও দোকানঘর।

গত রাতে হাতির তাণ্ডবে বাড়ি ভাঙা এতোয়া ওরাওঁয়ের অভিযোগ, 'রোজ হাতি আসছে। সমস্যা আরও বেড়েছে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাগানে ঢোকার মুখে একটি ভবন তৈরি হওয়ায় হাতি সোজা যেতে পারছে না। গ্রামে পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে ডুবে থাকে।'

বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'করিডরে বাধা পাওয়ার সমস্যাটি মূলত বড় হাতির পালের যাতায়াতের সময় বেশি ঘটছে।'

হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। ধরণীপুর চা বাগানে রবিবার।

শুধু ধরণীপুরই নয়। হাতির করিডর হিসেবে চিহ্নিত রেডব্যাংক, আমবাড়ি, দেবপাড়ার মতো একাধিক চা বাগানের ধারে বা রাস্তায় ভবন, বাড়ি, হোটেল, দোকান তৈরি হয়েছে। ওইসব স্থান দিয়ে যাতায়াতের সময় হাতির দলকে থমকাতে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। যে কারণে অন্য রুট খুঁজতে গিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'হাতি-মানুষ দ্বৈরথ উত্তরোত্তর বেড়ে চলার একটি অন্যতম প্রধান কারণ করিডরে দখলদারি। এ নিয়ে বন দপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। বহু বছর ধরে এ নিয়ে কোনও সমীক্ষা হচ্ছে না।'

ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনে একটি বিশাল দাঁতাল শনিবার রাত দুটোর দিকে ঢুকে একে একে নৈমি খেরোয়ার ও এতোয়া ওরাওঁ নামে দুই স্থানীয়র বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। নৈমির কথায়, 'বাকিতে এক বস্তা চাল ও আটা নিয়ে এসেছিলাম। ঘর ভেঙে হাতি সবকিছুই খেয়ে ফেলেছে। এখন কীভাবে চলবে জানা নেই।' ফ্রিডা বরা কুজুর নামে এক মহিলার দোকানের শাটার ভেঙে দিয়ে দাঁতালটি চিপস, গজা, গুটখা, আচার, মশলাপাতি সমস্ত কিছু সাবাড় করে যায়। দোকানে বর্তমানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি বিশ্বাস জরুরিকালীন ভিত্তিতে ত্রিপল সহ কিছু ত্রাণসামগ্রী দেন। বন দপ্তর জানিয়েছে, আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

মেখলি তৈরির জন্য হস্তচালিত যন্ত্র ঠিক করছেন এক শিল্পী। মেখলিগঞ্জে।

হারিয়ে যাচ্ছে মেখলি শিল্প

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : বাজারে বিকল্প এবং সহজলভ্য জিনিসের কাছে হেরে যাচ্ছে মেখলিশিল্প। পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে মেখলিকে সরকারি তরফে প্রচারের আলোয় আনার দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জবাসী। সত্তরোর্ধ্ব মেখলিশিল্পী শান্তিবালা রায় আক্ষেপ করে বলেন, 'দহগ্রামে বাপের বাড়িতে মা-কাকিমাদের কাছে এই কাজ শিখেছিলাম। এখনকার মেয়েদের এই কাজ করার মতো ধৈর্যই নেই। কেউ এই শিল্পকে বাঁচানোর কথা ভাবে না।'

মেখলিগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁদের অনেকের কলমেই বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে মেখলিশিল্প থেকে মেখলিগঞ্জ নামকরণের কথা। একসময় মেখলিগঞ্জে ব্যাপকমাত্রায় পাট চাষ হত। অতিরিক্ত পাট থেকে সুতো তৈরি করে বিভিন্ন জিনিস বানাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। এখনকার প্লাস্টিকের মতো সহজলভ্য বিকল্প জিনিস না থাকায় পাটের তৈরি জিনিস খুব সহজে এলাকায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সেসময় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মেখলা প্রদান একটি সম্মানের বিষয় ছিল। পাশাপাশি তৈরি হত পাপোশ, ব্যাগ, পর্দা, আসন প্রভৃতিও। আগে পাটের সঙ্গে রং ব্যবহার করা হলেও রঙের বদলে এখন বিভিন্ন রঙের উল ব্যবহার করা হয়। বাঁশ, কাঠ ব্যবহার করে মেখলিশিল্পের যন্ত্র তানাশাজ তৈরি করা হয়। নীচে বাঁশের খুট থাকে। সেখানে দ্যান্নেতের খাটি, ভোল্লোসের খাটির মতো চারটে বাঁশের লাঠি/কাটি ব্যবহার করা হয়। সেই যন্ত্রে পাটের তন্তু দিয়ে হাত দিয়ে মেখলি বোনেন শিল্পীরা।

একটা মেখলা তৈরি করতে পাট থেকে সুতো কাটা, তারপর জিনিসপত্র তৈরি করতে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত লেগে যায়। কিন্তু তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক মেলে, তাতে আর এখন সংসার চলে না মেখলি শিল্পীদের। গত ৩৬ বছর ধরে মেখলির কাজ করছেন দিপালী রায়। তিনি বলেন, 'এখন গ্রামাঞ্চলে বিয়ের মরশুম ছাড়া এই শিল্পের কদর নেই বললেই চলে। বাড়ির প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে জিনিস বানাই। ছোটবেলায় মায়ের কাছে এই কাজ শিখেছি।' মহকুমা প্রশাসনের তরফে তিনবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটা বাদ দিয়ে এই শিল্পকে বাঁচানোর তেমন চেষ্টা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। মেখলিশিল্পীদের কথায়, এখনই মেখলিশিল্পকে প্রচারের আলোয় না আনলে এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লোকসংস্কৃতির গবেষক শচীমোহন বর্মন বলেন, 'সরকারি প্রচেষ্টায় মুক্তচিন্তা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় ২০১৬ সালে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু কাজ হয়নি। একটা মাস্টারপ্ল্যান করে মেখলিশিল্পকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে সরকারকে।' মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল জানান, সরকার আয়োজিত শিল্পমেলাগুলোতে মেখলিশিল্পকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হবে।

ভাড়া

ব্যাংক অথবা অফিস ভাড়া দেওয়া হবে, 2100 বর্গফুট কার্পেট area। ১ম তলা ক্যানাল রোড, সিপাইপাড়া, পোঃ সাহুডাঙ্গি হাট। 7001417956. (C/112312)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয়-10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

●

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন সাক্ষাতে। M : 8370895152. (C/112281)

●

রেস্টুরেন্টের জন্য কুক & ওয়েটার চাই। মাহিনা+থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা - শিলিগুড়ি। (M) 8391068933. (C/112282)

●

Wanted an Assistant Teacher in English, M.A., preferably B.Ed. unreserved in maternity leave vacancy upto 03.02.2025. Apply to the President within 10 days with Xerox copy of all testimonials. Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya P.O. Khoribari, Dt. Darjeeling, Pin. 734427. Mob. 9434350411. (C/112278)

অ্যাফিডেভিট

আমি মানস ঘোষ, আমার পুত্রের নাম Manosiij Ghosh, আমার পুত্রের নাম Birth Certificate-এ ভুল করে Manosij Ghosh হয়েছে। Manosiij Ghosh এবং Manosij Ghosh একই ব্যক্তির নাম। শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Manosiij Ghosh নামে পরিচিত হল। (C/112278)

●

আমার ভোটার কার্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 29.08.24 E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Fulbala Roy W/o Goutam Roy হইলাম। Fulbala Roy ও Fulbala Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/111755)

●

আমার ভোটার কার্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 29.08.24 E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Gautam Roy S/o Anteswar Roy হইলাম। Gautam Roy ও Gautam Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/111754)

আজ টিভিতে

সুধা এবার নিজের অতীতের কথা জানাতে চলেছে ঠাম্মিকে। তেজ এবার কী করবে? **শুভ বিবাহ**- মহাসপ্তাহ- ২-৮ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

গুড মর্নিং আকাশে থাকছেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়। **আকাশ আটে** সকাল ৭টায়

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.০০ শক্তি, সন্ধ্যা ৭.৪০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.৪৫ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.২৫ কালী আমার মা, বিকেল ৪.৩৫ পথ ও প্রাসাদ, সন্ধ্যা ৭.২৫ সাথীহারা, রাত ১০.২৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধ্যা ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিসার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

সাথীহারা সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

ক্যাপ্টেন দুপুর ২.০৮ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স সুপারহিটসে**

কাই পো ছে দুপুর ১২.১১ মিনিটে **স্টার গোল্ড সিলেক্টে**

রাজ্য নেটবল দলে পলাশবাড়ির চার

চূড়ান্ত বাছাই পর্বে নির্বাচিত রাজ্য নেটবল টিম। রবিবার যুব সংঘের মাঠে।

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেটবলের সিনিয়ার দল গঠিত হল। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ির মরিচঝাঁপি যুব সংঘের মাঠে ২০২৪-'২৫ সালের জন্য রাজ্যের ১৩ জন খেলোয়াড়কে বেছে নেওয়া হয়। সেই ১৩ খেলোয়াড়ের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের চারজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তুহিন সরকার, ভাস্কর মণ্ডল, রাধিকা বর্মন এবং পিংকি বর্মন। চারজনই পলাশবাড়ির। দলে সুযোগ পাওয়ার পর রাধিকা বর্মন বললেন, 'এখন থেকে আরও ভালো করে নেটবলের অনুশীলন করব। জাতীয় স্তরে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে তো।'

আগামী ১ থেকে ৪ অক্টোবর নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে কর্ণাটকে আয়োজিত হবে সিনিয়ার ন্যাশনাল মিক্সড নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-'২৫। সেই খেলার জন্যই রাজ্য দলের বাছাই পর্ব করা হল পলাশবাড়িতে। এদিন রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের মোট ৩৬ জন খেলোয়াড় যুব সংঘের মাঠে ট্রায়াল দিতে আসেন। বিচারকের আসনে ছিলেন অরুণ বেরা, প্রকাশ দাস, কৃষ্ণা দাস, সোমনাথ ঘোষ এবং সরোজকুমার বসু।

এদিন ৩৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে বিভিন্ন পজিশনের জন্য ১৩ জনকে বেছে নেওয়া হয়। চূড়ান্ত পর্বে আলিপুরদুয়ারের চারজনের পাশাপাশি বাকিরা হলেন মুর্শিদাবাদের আশিস দাস, মৌসুমি মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগনার অনামিকা দত্ত, হুগলির আশুতোষ দত্ত, সংগীতা দাশগুপ্ত, পশ্চিম মেদিনীপুরের রাখি সেন, নন্দিতা দাস, দীপা দে এবং নদিয়ার দহিতা দে।

আলিপুরদুয়ার নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার জানান, কোনও কারণে কেউ যদি যেতে না পারেন, সেজন্য ১৩ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে আট জেলার খেলোয়াড় আসার কথা থাকলেও এদিন ৯টি জেলা থেকে ৩৬ জন খেলোয়াড় এসেছিলেন। নেটবলের একটি টিম গঠিত হয় ১২ জনকে নিয়ে। এই খেলায় একই দলের পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে খেলবেন। ১২ জনের দল হলেও মাঠে খেলেন সাতজন। তাঁদের মধ্যে চারজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ।

আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে সংখ্যায় বেশি খেলোয়াড় জায়গা পাওয়ায় কোচ সরোজকুমার বসু খুশি। সরোজের কথায়, 'এই জেলার চারজনই পলাশবাড়ির খেলোয়াড়। রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের খেলায় সবাই যেন ভালো পারফরমেন্স করতে পারে, সেজন্য এখন থেকে জোরদার প্রশিক্ষণ চলবে।'

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১/২০২৪, তারিখ : ২৯-০৮-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং:১; টেন্ডার নং : ০৩২৪৫৫৫৭এ

বর্ণনা	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার বকেয়া তারিখ
সেফটি ইকুইপমেন্ট স্ট্যান্ড সাইজ ২৪×১২×৩৬ ইঞ্চি স্টিলের তৈরি তিনটি শেলফ সহ, অ্যাঙ্গেল ৩৫×৩৫×৫ মিমি পুরু সেলফ ২২ গেজ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ঝুলানোর জন্য তিন পাশে ১৩টি হুক নিরাপত্তা সরঞ্জাম লেখা সহ।	৬ (ছয়) টি	০৯-০৯-২০২৪

দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের দরপত্রগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কিডনি চাই

মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9002368466. (C/112314)

কোলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রী ভৃগু
শিলিগুড়িতে প্রতি ইংরাজী মাসের ১-৭ হিলকার্ট রোড, ৮-১৪ আলিপুরদুয়ার
RATNA BHANDAR Jewellers Above the rest
7719371978

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/014/BDOKNT/24-25, WB/015/BDOKNT/24-25, WB/016/ BDOKNT/24-25, WB/017/ BDOKNT/24-25, WB/018/ BDOKNT/24-25, WB/019/ BDOKNT/24-25, Dated : 30-08-2024. For details please visit https://wbtenders.gov.in from 30-08-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মাটিয়ালী ব্লকে Tribal Development Department, Government of West Bengal এর অন্তর্গত ২টি বিদ্যালয়ে ৩ (তিন) টি আশ্রম হোস্টেল নির্মিত হয়েছে। উক্ত হোস্টেলের প্রতিটিতে ৩ (তিন) জন করে কর্মী নিয়োগ করা হবে। সমস্ত নিয়োগ হবে অস্থায়ী ভিত্তিতে (Contractual Basis)।
বিস্তারিত জানতে জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে (www.jalpaiguri.gov.in) বা সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. অফিসে, এস.ডি.ও. অফিসে ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
চেয়ারম্যান ও
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মাটিয়ালী সমষ্টি উন্নয়ন করণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তার কার্যালয়
কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদ জানবার জন্য নিকটবর্তী পৌরসভার কার্যালয়ে অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ব-ঘোষণা ক্যাম্প চলবে ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত। এই ক্যাম্প প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় চলবে। এই ক্যাম্পে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার নিজে এসে স্ব-ঘোষণাপত্রে তথ্য দিয়ে জমা করতে পারবেন। অনলাইনে জানবার জন্য দেখুন : https://uttardinajpur.nic.in

জেলা সমাহর্তা
উত্তর দিনাজপুর জেলা

তারিখ : ০১.০৯.২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। শরীর নিয়ে সারাদিন ঝামেলা থাকবে। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় লাভবান। **মিথুন :** ভিনরাজ্যে কোনও কাজের জন্যে যেতে হতে পারে। মায়ের যত্ন নিন। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু টাকা ধার করতে হবে। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকা দরকার। **সিংহ :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। পেটের রোগে সমস্যা বাড়বে। **কন্যা :** সন্তানের জন্য উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ। **তুলা :** দিনের প্রথম ভাগে ব্যবসা নিয়ে সমস্যা থাকলেও পরে তা মিটে যাবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ছেলের পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় খুশি। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। **ধনু :** কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিয়তে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মকর :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় মন্দাভাব কাটবে। **কুম্ভ :** মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই আজ সমস্যা হবে। **মীন :** হঠাৎ পুরোনো বন্ধুকে আজ কাছে পেয়ে আনন্দ। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১, ভাঃ ১১ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৬ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি, ২৮ শফর। সূঃ উঃ ৫।২২, অঃ ৫।৫৩। সোমবার, অমাবস্যা অহোরাত্র। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫২। শিবযোগ রাত্রি ৮।৬। চতুষ্পাদকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৯ গতে নাগকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৫৬ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১২।৫২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ২।৫৫ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। কৌষিকী বা কৌষি অমাবস্যা। আলোকামাবস্যা ব্রত। এই অমাবস্যা তিথিতে কুশ সংগ্রহে হরিশয়নের জন্য দোষ হইবে না। রাত্রি ৩।৪৬ গতে পরারুণোদয়ে করতোয়াস্নান, গঙ্গাস্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের দেওঘরে (৭৯তম) শুভাগমন স্মরণোৎসব ও অনুকূলাব্দা ৭৯তম বর্ষারিম্ভ। প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ময়নাগুড়ির পানবাড়িতে জলঢাকা নদীর ধারে জল খেতে হাতির পাল। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

উদ্যোগী পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ

পুজোর আগে ট্রাফিক ব্যবস্থার সংস্কার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগেই জেলার জাতীয় সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়ের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিল পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে পুলিশকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। রোড সাইন, ব্যারিয়ার, রিফ্লেক্টরের মতো বকেয়া কাজগুলি যেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দ্রুত করে ফেলে, সেকথাও বলা হয়েছে। রাস্তার কয়েকটি জায়গায় মেরামতির কাজও যেন পুজোর আগে শেষ করা হয়, সেকথাও বলা হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ির দশদরগা, ধূপগুড়ির ভেমটিয়া মোড় এলাকায় বেশি বেশি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এমনকি জেলার মহাকালধাম, ইস্টার্ন বাইপাস, জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া আসাম মোড় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে। পুজোর আগেই প্রস্তাবিত বকেয়া কাজগুলি করে ফেলতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ৩১ডি, জাতীয় সড়ক ৩১ নম্বর, জাতীয় সড়ক ৩১সি, এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ নম্বরেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে।

> জেলায় পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে ৩৫টি ব্ল্যাক স্পট রয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপথ**
> *জেলা পুলিশ সুপার*

চলতি বছর ১টি করে দুর্ঘটনা এবং ১ জনের মৃত্যু হয়েছে ইস্টার্ন বাইপাস, মহাকালধাম, গয়েরকাটা চৌপথি, ভেমটিয়া মোড় ও সাতখাইয়া এলাকার রাস্তায়। দুটি করে দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং দুজন করে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ভেমটিয়া মোড়ের মতো এলাকায়। আর ৩টি করে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং ৩ জন করে মারা গিয়েছেন দশদরগা, আসাম মোড় ও ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার রাস্তায়। জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসন থেকে এই ধরনের নতুন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে ২০টি জায়গাকে ব্ল্যাকস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'বৈঠক করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা রুখতে পুজোর আগে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, মহকুমা স্তরের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দশদরগার মতো জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সোমবারই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বেহাল রাস্তা সংস্কার নিয়েও চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপথ বলেন, 'জেলায় পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে ৩৫টি ব্ল্যাক স্পট রয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

মহালয়ার আগেই বেহাল রাস্তা মেরামত সহ ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানান।

ভুটকিরহাটে দোকানে আগুন

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : রোজকার মতো শনিবারও রাত দশটার সময় কীটনাশক ও চাষের কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকানটি বন্ধ করেছিলেন অসীম মজুমদার। তারপর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ খবর পান দোকানে আগুন লেগেছে। শনিবার রাতে রাজগঞ্জ ব্লকের ভুটকিরহাটের দোকান মালিকের দাবি, প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুটকিরহাটে অসীম মজুমদারের একটি কীটনাশক ও চাষের কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকান রয়েছে। দোকানের মালিক অসীম বলেন, 'রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বাজারের এক দোকানদার হারাধন সাহা আমার দোকানে আগুন লাগার বিষয়টি দেখতে পান। দোকান থেকে কিছুটা দূরে আমার বাড়ি। তিনি এসে আমাকে খবর দেন। দোকানঘরটি পাকা এবং শাটার বন্ধ থাকায় কিছু করার উপায় ছিল না। আমি দ্রুত সেখানে পৌঁছে শাটার খুলে দেখি, সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

> দোকানঘরটি পাকা এবং শাটার বন্ধ থাকায় কিছু করার উপায় ছিল না। আমি দ্রুত সেখানে পৌঁছে শাটার খুলে দেখি, সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।
>
> **অসীম মজুমদার,** *দোকান মালিক*

তিনি জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও শুধুমাত্র লাইট এবং একটি ফ্যান চালানো হয়। দোকান বন্ধ করার আগে সব ঠিকঠাকভাবে দেখে গিয়েছেন। তাহলে দোকানে আগুন লাগল কী করে? বললেন, 'দোকানে আগুন কীভাবে লাগল, বুঝে উঠতে পারছি না।' খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখছে তারা। মাঝিয়ালি পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত দত্ত বলেন, 'অনেক বছরের পুরোনো এবং ভুটকি বাজারের বড় দোকান। কীভাবে আগুন লাগল, বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

ছাত্র সংগঠন

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার জন্য কামতাপুর ছাত্র সংগঠন গঠিত হল। রবিবার ময়নাগুড়ির রাজারহাটে ছাত্র সংগঠনের ২৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। জেলা কমিটির ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার জন্য সভাপতি হিসেবে অপু বর্মন, উত্তর দিনাজপুরের জন্য সম্পাদক হিসেবে অজয় বর্মনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটিও গঠিত হয়েছে। অপু বললেন, 'সংগঠন থেকে পড়ুয়াদের সমস্যা নিয়ে জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।'

ধূপগুড়ির রাস্তায় টোটোর দাপট। ছবি : শুভাশিস বসাক

চোর সন্দেহে আটক

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : সাইকেল চোর সন্দেহে এক তরুণকে আটক করে রবিবার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ধূপগুড়ি ব্লকের পুরোনো শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। তবে ঘটনার সূত্রপাত এদিন নয়। স্থানীয়দের কথায়, প্রায় তিন মাস আগে মূল ঘটনাটি ঘটেছিল। ফালাকাটা ব্লকের এক তরুণ গত তিন মাস আগে পুরোনো শালবাড়ি এলাকায় একটি হোটেলে গিয়ে খাবার চায়। তরুণকে দেখে ভবঘুরে মনে হয়েছিল হোটেল মালিক প্রকাশ সরকারের। তিনি খাবার দেওয়ার আগে ওই তরুণকে স্নান করতে যেতে বলেন। সেই ব্যক্তি হোটেল মালিকের সাইকেল নিয়ে নদীতে স্নান করতে যায়। তারপর আর ফিরে আসেনি। এমনটাই অভিযোগ। রবিবার প্রায় তিন মাস পর তাকে এলাকায় ফের দেখা যায়। খবর যায় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। হোটেল মালিক প্রকাশ সরকার বলেন, 'ওই তরুণ এতদিন সাইকেলও ফেরত দেয়নি, দোকানে খাবার খেতেও আসেনি।'

প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার

নাগরাকাটা, ১ সেপ্টেম্বর : গ্রাম লাগোয়া ডোবার ধারে এসে আশ্রয় নিয়েছিল প্যাঙ্গোলিন। সেখানে গোরু বাঁধতে গিয়েছিলেন আনারুল হক। প্রথমে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে যান। পরে খবর দেন সুলকাপাড়ার সর্পপ্রেমী তরুণ ফরিদুল হককে। খুনিয়া রেঞ্জের হাতে প্যাঙ্গোলিনটিকে তুলে দেন। ঘটনাটি রবিবার দুপুরে নাগরাকাটার ছাড়টন্ডু বস্তির বর্মনপাড়ার।

টোটোর দাপটে লাটে উঠেছে ছোট গাড়ির ব্যবসা

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : শহর থেকে গ্রামের ছোট রুটে কমছে অটোরিকশা ও ম্যাটাডোর গাড়ির সংখ্যা। ফলে একপ্রকার ধরাশায়ী অটো ও ম্যাটাডোর ভ্যানচালকরা। ছোট গাড়ির চালকদের একটা অংশের দাবি, ছোট রুট যেমন ধূপগুড়ি থেকে কালীরহাট, ধূপগুড়ি থেকে গাদং বা খগেনহাট - সব জায়গাই টোটোয় ছেয়েছে। টোটোর এই বাড়বাড়ন্তে ধুঁকতে বসেছে ছোট গাড়ির ব্যবসা। ফাঁকা গাড়ি নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিতে হচ্ছে চালকদের।

ছোট গাড়িচালকদের অভিযোগ, বিভিন্ন রুটে দিনের পর দিন টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নিত্যযাত্রীরা দ্রুত নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য টোটোয় চেপে রওনা দিচ্ছেন। এদিকে ছোট গাড়িচালকরা যাত্রীর অপেক্ষায় নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও যাত্রী মিলছে না। বেশিরভাগ সময়ই এক-দুজন যাত্রী কিংবা ফাঁকা গাড়ি নিয়ে ধূপগুড়ি থেকে খগেনহাট অথবা ধূপগুড়ি থেকে ডাউকিমারি ছুটতে হচ্ছে। ফাঁকা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার ফলে তেলের টাকাও ঠিকমতো জোগাড় করতে পারছেন না ছোট গাড়িচালকরা। এতে অনেকেই ছোট গাড়ির ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ম্যাটাডোর ভ্যানচালক ভীম রায়ের কথায়, 'ছোট গাড়ি চালিয়ে সংসার চালানো এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট রুটে পারমিট সহ প্রচুর খরচ টানতে হিমসিম খাচ্ছি।'

একই দাবি করেছেন অপর চালক বিশ্বম্ভর রায়। তিনি বললেন, 'আগে যাত্রী হত। কিন্তু টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যাত্রীদের নিয়ে ছোট রুটেও তারাই ছুটছে। তার ওপর টোটোচালকদের নির্দিষ্ট কোনও স্ট্যান্ড না থাকায় তাঁরা রাস্তাঘাটে যেখানে যাত্রী পাচ্ছেন, সেখান থেকেই তাঁদের নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন।' এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন ম্যাটাডোর ভ্যানচালক সংসারের হাল ধরতে টোটোচালকের পেশায় ঝুঁকছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে ধূপগুড়ি থেকে কালীরহাট বা অন্যান্য রুটে টোটোর সংখ্যা বাড়ছে।

যদিও অটোরিকশা ও ম্যাটাডোর ভ্যানের সরকারিভাবে পারমিট রয়েছে। কিন্তু টোটোর ক্ষেত্রে একাধিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তারা দিব্যি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, সবটাই নজরে রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অভিযানও চালানো হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে ও জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলের নিষেধাজ্ঞা নিয়েও অভিযান চালানো হচ্ছে।

নদীতে ঝুঁকির পারাপার

সচেতনতার অভাবে বাড়ছে উদ্বেগ

বিদেশ বসু

মালবাজার, ১ সেপ্টেম্বর : ২০২২ সালে দশমীর সন্ধ্যায় এখানে হড়পায় ভেসে মৃত্যু হয়েছিল ৮ জনের। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নদীর জলস্রোতে ভেসে যাওয়ার সংখ্যাও প্রচুর। প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করে বোর্ড লাগানো হলেও হুঁশ ফেরেনি মানুষের।

এখনও অসতর্কভাবে মাল নদী পারাপার চলছেই। এমনকি নদীতে স্নান করতে নেমে যাচ্ছে শিশুরাও। এই ঘটনায় প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়ছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড় বলেন, 'মাল নদী এলাকার কোথায় বিপজ্জনকভাবে পারাপারের ঘটনা ঘটছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমরা সতর্কতামূলক বোর্ড লাগাব। ওখানে নজরদারিও রাখা হবে।'

মাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মাল নদী। নদীর দু'ধারে রয়েছে মাল শহর এবং মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাটাইগোল বস্তি, সোনগাছি চা বাগানের বাটাইগোল ডিভিশনের মতো এলাকাগুলি থেকে বহু মানুষ নদী পেরিয়ে মাল শহরে যাতায়াত করেন।

আবার উলটো পথেও যাতায়াত করেন অনেকে। হেঁটে নদী পারাপারের পাশাপাশি বাইক কিংবা গাড়ি করেও নদী পারাপার করা হয়। এছাড়া রবিবার মাল শহরে সাপ্তাহিক হাট বসে। এদিন বহু মানুষই নদী পেরিয়েই হাটে আসেন।

শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির বাসিন্দা সমীর রায়ের চিন্তা, 'পাহাড়ের বৃষ্টিতে হঠাৎই মাল নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। কিছু বোঝার আগেই প্রবল জলস্রোত এসে পড়ে। তাই নদী পেরোনো বরাবরই বিপজ্জনক।'

বাজার রোডের তরুণ পুরণ ঠাকুরের কথাতেও ধরা পড়ল একই উদ্বেগ। বললেন, 'মাল শহর এবং বাটাইগোল এলাকার যোগাযোগ ওতপ্রোত। ঘুরপথে মাল নদীর সেতু পেরিয়ে যাতায়াত করতে খরচ বেশি হলেও এইভাবে নদী পারাপার করা উচিত নয়।'

এদিকে, শুধুমাত্র পারাপার নয় শহরের এবং ওপারের বাটাইগোল এলাকার বহু বাসিন্দারাই নদীতে স্নান সহ অন্যান্য কাজ করে থাকেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, 'বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নজরদারি রাখা সম্ভব নয়। তার বদলে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।'

রবিবার সকালে মাল নদী পেরোচ্ছেন বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

> মাল নদী এলাকার কোথায় বিপজ্জনকভাবে পারাপারের ঘটনা ঘটছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমরা সতর্কতামূলক বোর্ড লাগাব। ওখানে নজরদারিও রাখা হবে।
>
> **নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড়**
> *পুলিশ আধিকারিক*

> পাহাড়ের বৃষ্টিতে হঠাৎই মাল নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। কিছু বোঝার আগেই প্রবল জলস্রোত এসে পড়ে। তাই নদী পেরোনো বরাবরই বিপজ্জনক।
>
> **সমীর রায়,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হুসেন হাবিবুর হাসান বলেন, 'আমরা কয়েকটি এলাকায় নদী পারাপার না করা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করব। বোর্ডও লাগানো হবে।' অন্যদিকে, মাল শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরির কথায়, 'আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

পাশে আছি... পুলিশ দিবসে প্রবীণদের বার্তা পুলিশকর্তার। ময়নাগুড়িতে। ছবি : অভিরূপ দে

প্রবীণদের নিরাপত্তায় জোর পুলিশের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ সেপ্টেম্বর : পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ও বেলাকোবায় নানা অনুষ্ঠান হল। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও ময়নাগুড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় পুলিশ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, ডিএসপি (ক্রাইম) রুদ্রনারায়ণ সাউ ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ অন্যরা। ময়নাগুড়ি লায়ন্স ক্লাব (সেবা)-এর সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। এরপর প্রবীণদের মধ্যে সিনিয়ার সিটিজেন কার্ড দেওয়া হয়। কার্ডে নাম, ঠিকানা সহ পুলিশের বিভিন্ন নম্বর রয়েছে। কোনও সমস্যা হলে সরাসরি ওই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করলে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। পুলিশের তরফে নিয়মিতভাবে প্রবীণদের খোঁজখবর নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সহ অন্য আধিকারিকরাও দিনটি পালন করেন। রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ি ও বেলাকোবা অঞ্চল কার্যালয় এলাকায় সাফাই অভিযান হয়। বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচার নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। পুলিশ দিবসে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার এবং মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা সহ দুই থানার পুলিশকর্মীদের সংবর্ধনা দেয় সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'সারা বছর মানুষের পাশে থাকতে পুলিশ অঙ্গীকারবদ্ধ।'

রেগুলেটেড মার্কেটে নেশার আসর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রাত হোক বা দিন, রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরে বসছে নেশার আড্ডা। দিনের আলোতেও চুটিয়ে নেশার আসর বসলেও হুঁশ নেই রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি (আরএমসি) কর্তৃপক্ষের। যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরে অনেক আগেই দোকানঘর ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, দোকানঘর নিলেও সেগুলি বন্ধ করে রাখছেন সেইসব ব্যবসায়ী। যে বিল্ডিংয়ে দোকানঘর দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে, ওই চত্বরেই তরুণরা মদের আড্ডা বসাচ্ছে। পুরো বিষয়টি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির নজরে থাকলেও তারা কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না, এমনটাই অভিযোগ।

ধূপগুড়ি শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার এই রেগুলেটেড মার্কেট চত্বর। সেখানেই দিনদুপুরে এমন মদের আসর বসলেও কেউ বাধা দিচ্ছে না। নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও এমন ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে কিছুই বলতে নারাজ। তবে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। টহলদারিও বাড়ানো হয়েছে। কোনওভাবেই মদের বা অন্যান্য নেশার আসর বরদাস্ত করা হবে না। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

> পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে পুলিশকেও জানানো হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
>
> **সুব্রত দে** *সচিব, জলপাইগুড়ি জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি*

জলপাইগুড়ি জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব সুব্রত দে বলেন, 'পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে পুলিশকেও জানানো হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

আসলে রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরের বিক্রি হওয়া দোকানগুলি অনেক ব্যবসায়ী ব্যবহার করছেন না। দোকান কিনে তাঁরা ভাড়া দেওয়ার আশায় রয়েছেন। কিন্তু ভাড়া না পাওয়ায় সেগুলি ফাঁকাই পড়ে থাকছে। আর ওই ফাঁকা বিল্ডিংগুলির বারান্দায় নিয়মিত নেশার আসর বসছে।

ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। মার্কেট চত্বরের ব্যবসায়ী প্রণবকুমার সাহা বলেন, 'দিনে ও রাতে বিল্ডিংয়ের একতলায় নিয়মিত নেশার আসর বসছে। এখানে অল্পবয়সি ছেলেরাই আসছে। একতলায় মদের বোতল ছড়িয়ে থাকছে। একই অভিযোগ করেছেন অপর বাসিন্দা তন্ময় পাল। তাঁর কথায়, 'দিনের আলোয় প্রকাশ্যেই মদের আসর বসছে। অবিলম্বে মার্কেট চত্বরে পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।'

ডামডিমে ফের গ্রন্থাগার চালুর আবেদন

বিদেশ বসু

ডামডিম, ১ সেপ্টেম্বর : দু'দশকের বেশি সময় আগে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে এবং মাল পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে ডামডিমে গ্রন্থাগার চালু হয়েছিল। গ্রন্থাগারটি একসময় নানা বয়সি পাঠকদের সমাগমে সমৃদ্ধ ছিল। গ্রন্থাগারটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এক মহিলা। যদিও পরবর্তীতে গ্রন্থাগারে বই কেনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ হয়। পরিচালক সেই মহিলার সাম্মানিক বরাদ্দও আর নেই। ফলে বন্ধই হয়ে রয়েছে ডামডিমের গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটি চালুর আবেদন উঠেছে স্থানীয় মহল থেকে।

তালাবন্ধ এই গ্রন্থাগার ফের চালুর দাবি উঠছে।

মাল পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ বলেন, 'এলাকায় গ্রন্থাগার সচল থাকা ভালো। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির স্তরে সার্বিক বিষয়টি খতিয়ে দেখব। গ্রন্থাগার নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

> এলাকায় গ্রন্থাগার সচল থাকা ভালো। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির স্তরে সার্বিক বিষয়টি খতিয়ে দেখব। গ্রন্থাগার নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।
>
> **সুশীলকুমার প্রসাদ** *সহ সভাপতি মাল পঞ্চায়েত সমিতি*

ডামডিম মোড় থেকে ডামডিম বাজার যাওয়ার পথের ধারে এলাকার একমাত্র গ্রন্থাগার রয়েছে। ২০০০ সাল নাগাদ গ্রন্থাগারটি চালু হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য বার্ষিক ৫৪০০ টাকা করে বরাদ্দ হত।

গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য সংগঠক হিসেবে চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা শিপ্রা ঘোষচৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মাসিক ৮০০ টাকা হিসেবে বাৎসরিক ৯৬০০ টাকা যৎসামান্য সাম্মানিক তার বরাদ্দ ছিল। এভাবেই প্রায় এক দশক চলেছিল। পরে সাম্মানিক এবং গ্রন্থাগারের জন্য বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ে মাসিক সাম্মানিক বৃদ্ধি হয়ে অল্প সময়ের জন্য দেড় হাজার টাকা হয়েছিল। তবে বহু বছর ধরে সাম্মানিক আর গ্রন্থাগারের বরাদ্দ অর্থ কিছুই আর মিলছে না। তবু এরপরও শিপ্রাদেবী বিনা পারিশ্রমিকেই গ্রন্থাগার চালু রেখেছিলেন। এক দফায় মাল শহরের জেলা বইমেলায় মাল পুরসভার তরফেও ডামডিমের গ্রন্থাগারকে বইমেলা থেকে বই কেনার জন্য ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য গ্রন্থাগার আর চালু নেই।

ডামডিমের বাসিন্দা টিংকু প্রধান বলেন, 'গ্রন্থাগারটি এলাকাবাসীদের স্বার্থেই ফের চালু করা দরকার।'

দুই স্কুল পড়ুয়া তনুশ্রী ঘোষ, নিকিতা বিশ্বাস জানায়, গ্রন্থাগার সচল থাকলে আমরাও ব্যবহার করতে পারব। বইপ্রেমীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে গ্রন্থাগার চালুর দাবি উঠছে সর্বত্র।

হাজার চৌযট্টি বনবস্তির যৌথ বন কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা।

উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানের ঝাঁপ বন্ধের মুখে

মাধ্যমিকে লাস্ট বয়। উচ্চমাধ্যমিকেও তথৈবচ। রাজ্যে স্কুল শিক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলার তকমা এমনই। চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য জেলার ফল খারাপ- শুধু এই সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়, সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। জেলার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুলের পরিকাঠামো দেখে যে কেউ শিউরে উঠবেন। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিক্ষা সংকট/১

সপ্তর্ষি সরকার

১ সেপ্টেম্বর : মাধ্যমিকে পাশের হারের নিরিখে সারা রাজ্যের তালিকায় সর্বশেষ জায়গাটা প্রায় পাকাপাকিভাবেই কবজা করে রেখেছে জলপাইগুড়ি জেলা। যারা ফেল করল তারা প্রায় সবাই কেরিয়ার নামের ইঁদুর দৌড় থেকে ছিটকে গেল শতযোজন দূরে। যারা টিকে থেকে উচ্চমাধ্যমিক নামের পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছাল তাদেরও দিনবদলের আশায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলাজুড়ে উচ্চমাধ্যমিকের ভাঙাচোরা পরিকাঠামো। কোথাও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই তো কোথাও ল্যাবরেটরির অভাব। আবার কোথাও চাইলেও মেলে না মনের মতো বিষয়।

যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে তাদের বড় বাধা ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান পড়ার সুযোগের অভাব। গড় মানের পড়ুয়াদের জন্যে কলা বিভাগে পড়ায় মন টানে না গ্রন্থন সেনগুপ্তের জেলার পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের। দুইয়ের মাঝে বাণিজ্যের হাল আরও খারাপ। শিবরাত্রির সলতের মতো মূলত কিছু অবাঙালি পড়ুয়া নিয়েই চলছে হিসেব শাস্ত্রের চর্চা।

জলপাইগুড়ি জেলায় উচ্চমাধ্যমিক পাঠের বেহাল দশার কারণ গোড়ায় গলদ, নাকি ম্যান মেড প্রবলেম সেই নিয়ে জোর তর্জা হতেই পারে। বিজ্ঞানের দুরবস্থার কারণ হিসেবে কিছুটা গোড়ায় গলদের তত্ত্বে সিলমোহর দিয়ে ধূপগুড়ি হাইস্কুলের ফিজিক্সের শিক্ষক পার্থ ঘোষের কথায়, 'স্কুলের বিজ্ঞানচর্চায় মূল সমস্যা অতিরিক্ত থিয়োরি নির্ভর সিলেবাস। দক্ষিণবঙ্গের তাবড় স্কুলগুলো যাও বা নিজেদের উদ্যোগে ফান্ড জোগাড় করে ল্যাব বানিয়ে ভালো ফল পাচ্ছে, আমাদের এদিকে সেসবের অবকাশ নেই। তাই ফলও নেই।'

এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৪২টি স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সুযোগ রয়েছে। এরমধ্যে সব স্কুলে আর্টস থাকলেও পছন্দের স্কোরিং সাবজেক্ট কম্বিনেশন বেশিরভাগ জায়গাতেই নেই।

হিসেবমতো জেলায় ২৫টির মতো স্কুলে কমার্স পড়ানোর অনুমোদন থাকলেও কোথাও পড়ুয়া, কোথাও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক আবার কোথাও দুটোই না থাকায়, তা চালু হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলের প্যারাটিচাররা অভাব পূরণ করছেন হায়ার সেকেন্ডারির বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক ঘাটতির। অনেক স্কুল আবার নিজস্ব তহবিল থেকে ক্লাসপ্রতি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করেছে হায়ার সেকেন্ডারি চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এনিয়ে ক্ষোভ উগরে জেলা প্যারাটিচার সংগঠনের সম্পাদক কমল বাড়ই বলেন, কোথাও পরিচালন সমিতির নেতা আবার কোথাও স্কুলে প্রধান শিক্ষক সহ অন্য স্থায়ী শিক্ষকরা মিলিতভাবে প্যারাটিচারদের চাপে ফেলে হায়ার সেকেন্ডারি সহ উঁচু শ্রেণির ক্লাস নিতে বাধ্য করছেন। এরফলে স্কুল এবং পড়ুয়া দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

লাটাগুড়ি হাইস্কুলে কয়েকজন পড়ুয়াকে নিয়ে চলছে বিজ্ঞানের ক্লাস।

যেসব স্কুলে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শী প্যারাটিচার নেই বা বাইরে থেকে ক্লাস চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয়নি তাদের অবস্থাটা শোচনীয় বললেও কমা বলা হয়। মালবাজার মহকুমার অন্যতম দুটি স্কুল সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের বেহাল দশার পেছনেও সেই শিক্ষক ঘাটতি। মহকুমা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২০২৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগে কেউ উচ্চমাধ্যমিকে বসেনি। ২০২৩ সালে একজন মাত্র বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল বটে, তবে সেও পাশ করতে পারেনি। বিজ্ঞান বিভাগে শুধুমাত্র রসায়নের একজন শিক্ষিকা এবং নীচু ক্লাসের শিক্ষিকাদের ভরসাতেই ২ পড়ুয়া নিয়ে চলছে বিজ্ঞান বিভাগ। প্রতিবেশী আদর্শ বিদ্যাভবনেও রসায়ন, জীববিদ্যার স্থায়ী শিক্ষক নেই। ফিজিক্সের একমাত্র শিক্ষকের ঘাড়ে টিচার ইনচার্জের গুরুদায়িত্ব পড়ায় তাঁর পক্ষেও ক্লাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

মাল মহকুমারই সুলকাপাড়া হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা বা গণিতের একজনও শিক্ষক নেই। দিনবদলের আশায় আপাতত ল্যাবরেটরি আগলে রেখেছেন টিআইসি সুদীপ্ত বিশ্বাস। ওদলাবাড়ি হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে তালা ঝুলছে গত দু'বছর যাবৎ। একটা সময় বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৮ সালে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সায়েন্স চালু হলেও বছর চারেক চলার পর ফের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে বিজ্ঞানের। টিচার ইনচার্জ নিরুমোহন রায় আপাতত পুনরুজ্জীবনের আশায় দিন গুনছেন।

যেসব স্কুলে বিজ্ঞানের দুয়ারে তালা পড়েছে তারা যেমন চাবির খোঁজে হন্যে, তেমনই অনেকেই তিলে তিলে ঘনিয়ে আসা বিপদ আন্দাজ করলেও অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি হাইস্কুলে বর্তমানে বিজ্ঞানের পড়ুয়া তিনজন। এভাবে চললে আর এক-দু'বছরে বিভাগটাই উঠে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঠিক যেভাবে কয়েক বছর আগে গয়েরকাটা হাইস্কুল, নাথুয়াহাট আশ্রম গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হাইস্কুল বা বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলে বন্ধ হয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ।

তালিকায় এবারে নতুন সংযোজন লাটাগুড়ি হাইস্কুল। প্রধান শিক্ষক গোপাল দাস অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে বিজ্ঞান বিভাগকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করলেও শিক্ষক বা পড়ুয়া পাননি।

জেলায় হায়ার সেকেন্ডারির বিজ্ঞান বিভাগের জৌলুস বলতে যা বোঝায় তা মূলত সীমাবদ্ধ রয়েছে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি শহরের এক-দুটি স্কুলে। কোথাও শহরতলির স্কুলে কিছুটা হাওয়া লাগলেও ব্লক বা প্রান্তিক স্কুলে কলা বিভাগের অস্তিত্ব সংকটে বিজ্ঞান নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই কারও। যাদের সামর্থ্যে কুলোচ্ছে তারা শহরে থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেলার পড়ুয়াদের বিজ্ঞান পড়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে মাধ্যমিক স্তরেই।

তথ্য সহায়তা- সন্তু চৌধুরী, অনুপ সাহা, রহিদুল ইসলাম, শুভ দত্ত, জিষ্ণু চক্রবর্তী, শুভজিৎ দত্ত, কৌশিক দাস

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে হস্তশিল্প শিখছেন বনবস্তির মহিলারা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : বনবস্তির মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ নিচ্ছে বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণের ভাবনাও শুরু হয়েছে। শীঘ্রই যাতে এই ব্যবস্থা করা যায় সেই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগে রয়েছে লাটাগুড়ির জঙ্গল। ওই জঙ্গল লাগোয়া বেশ কিছু বনবস্তি রয়েছে। এইসব বনবস্তির মহিলাদের হস্তশিল্পের বিভিন্ন কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করতে চাইছে বন দপ্তর। এগুলির মধ্যে অন্যতম হাজার চৌযট্টি বনবস্তি। রবিবার লাটাগুড়ি নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্পে ছিল যৌথ বন কমিটির সভা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, করোনার জন্য গত কয়েক বছর এই সভা হয়নি। অনেকদিন পর এদিন ফের সাধারণ সভা বসে। যেখানে নতুন কমিটি তৈরির পাশাপাশি এদের টাকাপয়সা ও আগামীদিনে বনবস্তিতে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ হবে তার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সেখানেই বনবস্তির রিতা রায়, হাসিনা বেগম, সুমিত্রা বর্মনরা জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি'র কাছে তাঁদের স্বনির্ভর করার জন্য হস্তশিল্পের কাজ শেখানোর আবেদন জানান।

ডিএফও জানান, স্বনির্ভর হওয়ার জন্য মহিলাদের আগ্রহে তাঁরা খুশির। এনিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। প্রাথমিকভাবে বনবস্তির মহিলাদের সেলাই, ধূপকাঠি তৈরি, আচার তৈরি, হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। এরপরেই গ্রামের মহিলাদের নিয়ে বসে তাঁরা কে কোন বিষয় শিখতে বেশি আগ্রহী তা জেনে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। ডিএফও জানান, গোটা বিষয়টির দায়িত্বে থাকছেন লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। শুধু সামগ্রী তৈরিই নয়, সেগুলি তাঁরা যাতে বিক্রি করতে পারেন সেই চেষ্টাও করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় দত্ত জানান, শীঘ্রই উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন ২০ জনকে নিয়ে হাজার চৌযট্টি বনবস্তির নয়া যৌথ বন কমিটি তৈরি হয়। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে মতি মোহাম্মদ ও মহাদেব রায়। এদিন বন দপ্তর থেকে যৌথ বন কমিটির সদস্যদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবুজ সাথী।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন সৌজন্য রায়চৌধুরী।*

জঙ্গলের পথে ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ শুরু

ক্ষুব্ধ টিপার মালিকরা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ফরমান জারি হয়েছিল আগেই। এবার সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হল। শনিবার রাত ১২টা থেকে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল পথে ডাম্পার চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে।

জঙ্গলের মাঝে তারঘেরা রেঞ্জের দুটি এবং আপালচাঁদ রেঞ্জের একটি চেকপোস্টে সিসিটিভি নজরদারিও শুরু করেছে বন দপ্তর। এদিকে, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম-এর জারি করা ফরমান কার্যকর হতেই ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন ওদলাবাড়ির টিপার মালিকরা।

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রবিবার থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওদলাবাড়ি ও গজলডোবার টিপার ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন ওই রাস্তায় কোনও ডাম্পার দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে ডিএফওকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি রিসিভ না করায় বক্তব্য মেলেনি। ইতিমধ্যে বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের মাধ্যমে বন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার নজরে এনেছে ওই সংগঠন বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাসেল সরকার। তাঁর কথায়, 'প্রয়োজনে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি তুলে ধরব।'

মূলত বন্যপ্রাণ সুরক্ষা এবং বন সংরক্ষণের তাগিদে গত ২৩ অগাস্ট ডিএফও ১১ দফা নিয়ম উল্লেখ করে নতুন ওই ফরমান জারি করেছেন। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওদলাবাড়ি থেকে তারঘেরা হয়ে কাঠামবাড়ি এবং ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা বন দপ্তরের ওই দুই চেকপোস্ট পেরিয়ে পূর্ত সড়ক দিয়ে বালি, পাথর ও বেডমিশালি বোঝাই ভারী যানবাহন বিশেষ করে ডাম্পার চলাচল করলে গাড়িগুলিকে প্রতি ট্রিপে এবং প্রতি ঘনমিটার হিসেবে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগকে ৫০ টাকা করে লেভি দিতে হবে।

পাশাপাশি রাত ১১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ডাম্পার চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জঙ্গলের ভেতরে ডাম্পারের গতিবেগ সর্বোচ্চ ২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হবে। বন দপ্তরের এলাকায় বালি, পাথর ইত্যাদি স্টক করা যাবে না।

আর ফরমান অমান্য করলে ভারতীয় বন সুরক্ষা আইন ১৯২৭ এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী ডাম্পার মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এতেই ক্ষুব্ধ টিপার মালিক সংগঠন। নির্দেশিকা কার্যকর হতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা শুরু করেছেন সংগঠনের কর্তারা।

প্রায় ১৫ হাজার মানুষের রুটিরুজির প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে ওদলাবাড়ির স্থানীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করার এই চক্রান্ত কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম পরামর্শদাতা তথা তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তমাল ঘোষ বলেন, 'আগামীদিনে এই ইস্যুতে মিটিং, মিছিলের পাশাপাশি আমরণ অনশন করা হবে।'

এদিকে, রাজা এম ইতিপূর্বে জানিয়েছেন, জঙ্গল বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক বিচরণে যাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ রেখে সমস্ত স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জোর তর্জা

- গত ২৩ অগাস্ট ডিএফও ১১ দফা নিয়ম উল্লেখ করে নতুন ওই ফরমান জারি করেছেন
- শনিবার রাত ১২টা থেকে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল পথে ডাম্পার চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর
- রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত টিপার অ্যাসোসিয়েশনের

গজলডোবা বিটের চেকপোস্টে সিসিটিভি নজরদারি।

সীমানা প্রাচীর ও বসার ঘর দাবি

রাজগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : ভোলাপাড়ায় কবরস্থানে সীমানা প্রাচীর ও প্রতীক্ষালয় না হওয়ায় ক্ষোভ এলাকাবাসীর। সীমানা প্রাচীর না থাকায় কবরস্থানে গোরু, ছাগল চরতে দেখা যায়। আবার প্রতীক্ষালয় না থাকায় কবর দিতে এসে খোলা আকাশের নীচে অপেক্ষা করতে হয়। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, বর্ষার সময় কবর দিতে আসলে সবথেকে বেশি সমস্যা হয়। বৃষ্টি শুরু হলে অসহায়ের মতো ভিজতে হয়।

ভোলাপাড়ার বাসিন্দা এরশাদ আলি বলেন, 'ভোলাপাড়া, পশ্চিম ঘোলাপাড়া, শোলমারি এবং নয়াবাড়ি এলাকার মতো ৪টি গ্রামের প্রায় দুই হাজার বাসিন্দা এই কবরস্থানের উপর নির্ভর করেন। এই বাসিন্দাদের কথা চিন্তা করেই এখানে সীমানা প্রাচীর দেওয়া ও প্রতীক্ষালয় তৈরি করা উচিত।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, সমস্যার কথা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এবং রাজগঞ্জের বিধায়ককে মৌখিকভাবে জানানো হলেও এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সমস্যা প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনোরঞ্জন দাসের আশ্বাস, 'বিষয়টি আমি পঞ্চায়েত সমিতিতে জানিয়েছি। এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজগঞ্জের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই এরকম কাজ করা হয়েছে। আশা করছি, খুব দ্রুত এখানেও সীমানা প্রাচীর তৈরি করা সম্ভব হবে।'

রোদ-ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে প্রতীক্ষালয়ের দিকটিও মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল মজিদ বলেন, 'বসার জন্য একটি ঘর বা শেড নির্মাণ করা খুবই জরুরি।' বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, কবরস্থানে বর্ষার ঘরের বিষয়টি এলাকার মানুষজন লিখিত আকারে জানালে অবশ্যই তিনি সমাধানের চেষ্টা করবেন।

সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে পথে তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ সেপ্টেম্বর : আরজি করের তদন্ত করতে সিবিআই দেরি করছে কেন? এই প্রশ্ন তুলে ফের জেলাজুড়ে তৃণমূলের কর্মসূচি চলল রবিবার। শাসকদল ক্রমশ আরজি কর ইস্যুতে নিজেদের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে।

এদিন জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শহরের কদমতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভের মঞ্চ থেকে সিবিআই কেন দেরি করছে, সেই প্রশ্ন তোলা হয়। বিজেপিকেও তুলোধোনা করেন বক্তারা। বিক্ষোভ অবস্থানে টাউন ব্লক তৃণমূল মহিলা সভাপতি লক্ষ্মী বাগচী, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল সহ অন্য মহিলা সদস্যরা ছিলেন। মেটেলি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রান্তি মোড়ে একই দাবিতে একদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে ছিলেন তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ।

ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব অবস্থান বিক্ষোভ করে লাটাগুড়ি বাজার নেতাজি সংঘের সামনে। পাশাপাশি এই দিন একটি মিছিলও বের হয়। মিছিল শেষে লাটাগুড়ি বাজারে পথসভায় ছিলেন তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায়, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণা রায় প্রমুখ। রাজগঞ্জে সন্ধ্যায় শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও মিছিল বের হয়। নেতৃত্ব দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক সেই মিছিলে অংশ নেন।

ধূপগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল মহিলার তরফেও শহরের বিআর কমপ্লেক্স মোড়ে ধর্না এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। নাগরাকাটায় ধর্না মঞ্চে তদন্ত নিয়ে সিবিআইয়ের ভূমিকার সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী, তৃণমূল মহিলার ব্লক সভানেত্রী মৌসুমি ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

রাজগঞ্জ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বেলাকোবার শিকারপুর অঞ্চলের সামনে আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে ফাঁসির দাবিতে ধর্না কর্মসূচি পালিত হয়।

নাগরাকাটার মহাদেব মোড়ে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধর্না।

ঝুমুর এলাকায় এদিন অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ধূপগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক গ্রামীণ কমিটির ডাকে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন শতাধিক মহিলা।

তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির কবীর বলেন, 'তদন্ত বর্তমানে সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। তাদের কাছে দ্রুত শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।' বিচারের দাবির পাশাপাশি বিজেপি যেভাবে আন্দোলনের নামে রাজনীতি করছে, সেটার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান ঘাসফুল শিবিরের নেতা-কর্মীরা।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সূচনা

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতাপাড়া এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হল। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় ও ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু রবিবার প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিডিও বলেন, 'ব্লকের যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গঠন করা যায়নি, সেগুলির কাজ দ্রুতই শুরু করা হবে।'

সীতাপাড়া এলাকায় ১৮ লক্ষ টাকা খরচে ২৩ ডেসিমাল জমিতে প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে। কয়েক দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ শুরু হবে। বর্জ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে তিনটি টোটো দিয়েছে। প্রকল্পটি চালানোর দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমলা রায় বলেন, 'গ্রামীণ এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা এই প্রকল্পটির সুবিধা পাবেন।' ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগেই সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবশংকর দত্ত, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায় প্রমুখ এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন।

পিঠে-বড়ার কদরে চাহিদা তালের

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১ সেপ্টেম্বর : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তেমনি একটি পার্বণ তালনবমী। ভাদ্র মাসের গরমে তাল পাকে কথাটা খুবই প্রচলিত।

গ্রাম হোক বা শহর, ভাদ্রে তালের বড়া, পিঠে, ক্ষীর খাওয়ার রীতি মানুষ আজও ভুলে যাননি। তার প্রমাণ এই মুহূর্তের তালের চাহিদা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তালের চাহিদা অনেকটা বেড়েছে। বিভিন্ন বাজারঘাটে তালের জোগান নেই সেইভাবে। এখন আর গ্রামেগঞ্জে তাল গাছ খুব একটা চোখে পড়ে না।

বিভিন্ন বাজারে যে তাল পাওয়া যাচ্ছে তার বেশিরভাগটাই অন্য জেলা বা রাজ্য থেকে আনা। বর্তমানে বাজারে একটি তাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ টাকায়।

বর্তমান প্রজন্ম পিঠে, পুলি কিংবা বিভিন্ন রকম সাবেকি খাওয়াদাওয়া থেকে অনেকটা দূরে। তারপরেও বাঙালির বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে রকমারি খাবারের সম্ভার চোখে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না কেউ। এই মুহূর্তে বাজারের ফলের দোকানে অন্য ফলের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে নানা আকারের তাল। তাল কিনতে দোকানে ক্রেতাদের ভালোই ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে।

আগামী কয়েক সপ্তাহ এই চাহিদা থাকবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন বাজারেও বিক্রি হচ্ছে নানা আকৃতির তাল। ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের ফল বিক্রেতা বিতেন রায় বললেন, 'তাল গাছ অনেক কমে গিয়েছে। কয়েকটি গাছে তাল থাকলেও চড়া দামে তা কিনতে হয়। ভাদ্র মাসে তালের চাহিদা থাকে তাই চড়া দামে হলেও কিনে বিক্রি করতে হচ্ছে। বিক্রিও ভালোই হচ্ছে।'

বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে তাল কিনতে আসা দক্ষিণ ধূপঝোরার প্রসন্ন রায় জানালেন, ভাদ্র মাসে তালের পিঠে, বড়া খাওয়া রীতি বহুদিনের।

ভাদ্র মাসে তালের পিঠে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। বাড়িতে তালের পিঠে ও বড়া খাবে বলে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। তাই বাজারে এসেছি তাল কিনতে।

কিন্তু গতবারের তুলনায় এ বছর তালের দাম অনেকটাই বেড়েছে।

চালসার মঙ্গলবাড়ি হাটের ফলের দোকানেও তাল বিক্রি করতে দেখা গেল। এখানেও ফলের দোকানগুলিতে তাল কিনতে ক্রেতাদের ভিড়ও লক্ষ করা যায়।

টুকরো খবর

পুরস্কার বিলি

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : জাতীয় ক্রীড়া দিবসের জন্য প্রাক্তন ও বর্তমান শ্রবণ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে রবিবার একটি বিশেষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কার পান অ্যাথলিট অন্তরা দত্ত ও ব্যাডমিন্টনে প্রত্যুষ ভট্টাচার্য। খেলা থেকে অবসর নেওয়ার জন্য বিশেষ সম্মান পান রিংকি কর, দেবপ্রিয়া চৌধুরী ও সোনালি রাহুত। আন্তর্জাতিক ডেফ অ্যাথলিট শাশ্বতী গুহ রায়ও বিশেষ সম্মান পান। ১৯তম রাজ্য ডেফ ফুটবল টুর্নামেন্টের জলপাইগুড়ি জেলা ডেফ ফুটবল দল রানার্স হয়েছে। ওই দলের সমস্ত খেলোয়াড়কে ট্রফি দেওয়া হয়।

কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রবিবার জলপাইগুড়ি লোকহিতৈষীর তরফে খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউনিয়াপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের নিয়ে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক প্রতাপ নিয়োগী জানান, শিক্ষার্থীদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের আর্জি

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : পয়েন্ট টু পয়েন্ট ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রবিবার 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর বার্তা দিতে অসম মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অসম মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টের রেড সিগন্যালে দাঁড়ানো প্রতিটি গাড়িচালক সহ যাত্রীদের শরবত খাওয়ানো হয়। বাইক চালালে হেলমেট ও গাড়ি চালালে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে আবেদন জানানো হয়।

সম্মেলন

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রবিবার ধূপগুড়ি কর্মচারী ভবনে বিশ্বেশ্বর বালা মঞ্চে বাম প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ-র ধূপগুড়ি ৩ নম্বর মণ্ডলের ৩৩তম বার্ষিক সার্কেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ি সার্কেল সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরী সম্মেলনের সূচনা করেন। জোনাল সম্পাদক ভবতোষ সরকার, জেলা সভাপতি বিপিনচন্দ্র রায় ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি হিসেবে শতাধিক শিক্ষক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে ১৯ জনের নতুন সার্কেল পরিষদ গঠন হয়।

নিখোঁজ বধূ

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : দুই ছেলেকে বাড়িতে রেখে গৃহবধূ নিখোঁজ হয়েছেন। ময়নাগুড়ি টেকাটুলি এলাকার ঘটনা। বধূর স্বামী সিকিমে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। রবিবার দুপুরে তিনি ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তিনি বলেন, 'গত শুক্রবার দুপুর নাগাদ স্ত্রী বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যান। তারপর থেকে আর তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি।' ওই দম্পতির বাড়িতে ১৫ বছর এবং ১০ বছর বয়সি দুই ছেলে রয়েছে।

কলকাতা এবং

পুলিশের ব্যাখ্যা

খান্না মোড়ের কাছে বাসচালকের থেকে ট্রাফিক সার্জেন্টের টাকা নেওয়ার ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরই ছবিটি একবছর আগের বলে ব্যাখ্যা দেয় কলকাতা পুলিশ।

খুনে ধৃত

নিউটাউনে ইকো পার্কের কাছে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের ঘটনায় তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে খুন বলে পুলিশের অনুমান।

সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা

আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় আসনা ও বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ সেভাবে প্রভাব ফেলবে না বাংলায়, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ।

গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

ন'বছরের এক আদিবাসী নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর থানা এলাকার একটি গ্রামে।

রাজ্য সরকারের পালটা কৌশল

চাপ ঠেকাতে ব্যবস্থার আভাস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকার কি কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে চলেছে? নারকীয় ওই ঘটনার প্রতিবাদে দিন দিন সর্বস্তরের মানুষের লাগাতার অন্দোলনে চাপ বাড়ছে। শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও এই নৃশংস ঘটনায় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এই অবস্থায় আরজি কর নিয়ে প্রায় সাঁড়াশি চাপে সরকার। চরম এই অস্বস্তি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখছে না সরকার। রবিবার দল ও প্রশাসনের খবর, সম্ভবত এই সপ্তাহেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে যাঁদের বিরুদ্ধে আঙুল উঠেছে, সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা ঘোষণা হবে। 'বিতর্কিত' প্রশাসন, লালবাজার, পুলিশ, স্বাস্থ্য প্রশাসন ও আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কয়েকজন পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করবে সরকার। এই ঘটনায় সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকেই প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে বেশ কয়েকজন পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের অন্দরে নেতৃত্বের একাংশ থেকে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদেরও দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে, অবিলম্বে তাঁদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নিক সরকার। দলের ভিতরে এই একাংশের দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

> **মিলছে ইঙ্গিত**
> - আরজি কর নিয়ে প্রায় সাঁড়াশি চাপে সরকার
> - চলতি সপ্তাহেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
> - বেশকিছু পদাধিকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপের অভিযোগ
> - অভিযুক্তের তালিকায় কলকাতার নগরপালও আছে

আরজি করের প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে উঠেছে, তার মধ্যে ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, দেবাশিস সোম সহ স্বাস্থ্য প্রশাসনের দু'একজন রয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একই অভিযোগ উঠেছে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সহ কয়েকজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধেও।

লাগাতার সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের চাপ, সেইসঙ্গে তৃণমূলের ভিতরে নেতৃত্বের একাংশের চাপেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। যদিও তাতে দল ও দলের বাইরে মানুষের ক্ষোভ কতটা প্রশমিত হবে তা নিয়ে দলেই প্রশ্ন রয়েছে। তবু দল ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এই ধরনের কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া এই পরিস্থিতিতে সরকারের আর উপায় নেই বলেও মনে করছে দল। সরকারের এই ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া কী হয়, জনমানসে সেটাও খতিয়ে দেখতে চায় দল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আবহে সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বিস্তারিত কথা হয়ে গিয়েছে। অভিষেক প্রথম থেকেই এই ঘটনায় পুলিশ, প্রশাসন, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। দল ও সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষায় সরকার এবার কড়া ব্যবস্থা নিক, এটাই দলের অন্দরে দাবি করেছেন তিনি। দু'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত আলোচনায় এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময়ও হয়েছে বলে খবর।

কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভে অভিনেত্রীরা। রবিবার। -সংবাদচিত্র

‘ফাঁসিতে ঝোলানোই বিচার নয়’

বাম আন্দোলনকে সুকান্তর কটাক্ষ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ডাক্তারদের ডাকা 'রাত দখল' কর্মসূচিকে খোলাখুলি সমর্থন জানাল বিজেপি। ২ সেপ্টেম্বর জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকেও সমর্থন জানিয়েছে তারা। আরজি কর ইস্যুতে বামেদের আন্দোলনকে এদিন কটাক্ষ করলেন সুকান্ত। বিজেপি সহ বিরোধীদের অভিযোগ, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে ডাক্তারদের ব্যর্থ করতে পথে নামছে তৃণমূল।

আরজি কর কাণ্ডের প্রথম দিন থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুলে আন্দোলন শুরু করেছেন। বিজেপির দাবি মেনে সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার পরেও তদন্তে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের ভূমিকায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপিও। যদিও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে সিবিআইয়ের মুখ রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এদিকে, প্রমাণ লোপাটের মতো অভিযোগ থেকে নিজেদের আড়াল করতে সিবিআইয়ের ওপর দায় চাপিয়ে ধর্ষণ দমনে নতুন বিল আনতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। আন্দোলনকারীদের মতে, মূল ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এসবই তৃণমূল ও বিজেপির চক্রান্ত। এই আবহে আন্দোলনকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে সুকান্তর সাফাই, 'মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণ দমনে নতুন বিল আনতে চান। ১৫ দিনের মধ্যে ফাঁসিতে লটকে দিতে চান অপরাধীকে। আমরাও অপরাধীর ফাঁসি চাই, কিন্তু এত তড়িঘড়ি বিচার হয় না। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডে সাত বছর লেগেছিল শাস্তি হতে। আর শুধু দোষীকে ফাঁসি দিলেই হবে না। এই সিস্টেমটা বদলাতে হবে। মহানগরীর বুকের ওপর হাসপাতালের মধ্যে যেভাবে একজন ডাক্তার ছাত্রীকে খুন হতে হয়েছে তা রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার প্রমাণ। তার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে। এই জন্যই আমরা জাস্টিসের সঙ্গে মমতার পদত্যাগ চাইছি।'

বিজেপির অভিযোগ, আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের মধ্যেই রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা কমার কোনও লক্ষণ নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় কোচবিহার থেকে হাওড়ায় অন্তত ৬টি ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে নারীনিগ্রহের এইসব ঘটনাকে তুলে ধরে কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন। এরই মধ্যে শুভেন্দু তাঁর পোস্টে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ দাসের একটি অডিও রেকর্ডের ক্লিপিং দিয়ে অভিযোগ করেছেন, ৪ সেপ্টেম্বর ডাক্তারদের 'রাতদখল' কর্মসূচি রুখতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল। এদিন ধর্নামঞ্চে শুভেন্দু বলেন, '২৮ অগাস্ট মেয়ো রোডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ফোঁস করতে বলেছিলেন। বদলা নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। পরেশের মতো নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশেই অনুসরণ করছেন।'

বিজেপির ধর্না মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার ধর্মতলায়।

ধর্ষণে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল। নেতৃত্বে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার কলকাতার পার্ক সার্কাসে।

নতুন ভোরের আশায় পথে

নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ বাংলাজুড়ে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। তবু পুজো নয়, রবিবার ছুটির দিনেও কলকাতা মিছিলনগরীই রয়ে গেল। সব রাস্তায় মিছিল, তার একটাই দাবি। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচার চাই।

৯ অগাস্ট রাতে আরজি করে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে স্বাধীনতার আগের রাতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল 'রাতদখল' দেখেছিল সারা বাংলা। এদিন যেন তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল রাজ্যজুড়ে। কলকাতা থেকে হাওড়া, দমদম থেকে নৈহাটি, কৃষ্ণনগর থেকে কাটোয়া সর্বত্রই প্রতিবাদমুখর বাংলার মানুষ। এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন টলিউডের নামীদামি শিল্পীরা। গোল পার্ক থেকে নন্দন পর্যন্ত মিছিলে শামিল হন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা।

এর আগে শ্যামবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিলে প্রখ্যাত অভিনেত্রী অপর্ণা সেনকে রীতিমতো হেনস্তার শিকার হতে হয়। তাঁকে 'চটি চাটা' বলে বিদ্রুপ করা হয়। সেইসব ভুলে আরজি করের নির্যাতিতার শাস্তির দাবিতে এদিন কলেজ স্কোয়ারের মিছিলে ফের শামিল হন অপর্ণা। আরজি করে দুর্নীতির আঁতাত ভাঙতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই জেরা করায় তিনি খুশি। বলেন, 'আশা রাখছি সুবিচার পাব। সেই আশাতেই রয়েছি।' মিছিলের পুরোভাগে থাকা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'নির্বাচিত সরকারের কাছে বিচার চাইছে জনগণ।' ঘটনার ২২ দিন পরেও বিচার না মেলায় ক্ষুব্ধ স্বস্তিকা বলেন, 'বিচারের দাবি থেকে আমাদের টলানো যাবে না।' অপর জনপ্রিয় অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল জানান, সেলেব্রিটি নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবে, বিবেকের টানে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছেন। অপরাজিতা আঢ্যর মূল দাবি, পরিকাঠামোর পরিবর্তন হোক। শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি। সুদীপ্তা চক্রবর্তীও দাবি জানান, কোনও কিছু যেন লুকোনো না হয়। গোটা বিষয়টি মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছেন ঊষসী চক্রবর্তী, গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তাররাও এই মিছিলে শামিল হন। মিছিলের বহর বেড়ে যায় সাধারণ মানুষের যোগদানে। এক মহিলা বলেন, 'পুজোর কেনাকাটা বাদ দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বিচার চাইতে এসেছি।' এদিন ধর্মতলায় রাতভর ধর্না চলবে বলে বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন।

গোল পার্ক থেকে নন্দন পর্যন্ত যে মিছিল হয় তাতে কালো পোশাক পরে যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' লেখা পোস্টারের পাশাপাশি মিছিলে রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দের ছবি ও বাণী সংবলিত ৮বি বাসস্ট্যান্ড, ভবানীপুর, হাজরা প্রভৃতি এলাকা থেকে মিছিল বের হয়। হুগলির চুঁচুড়ার মহসিন কলেজের গেট, উত্তরপাড়া মডেল স্কুলের প্রাক্তনীদের ডাকে ও আইএমএ-র উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে দুটি মিছিল হয়। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বারুইপুরের সোনার তরী, বারুইপুর গার্লস স্কুল, বেলুড়, আন্দুল, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, বর্ধমানের কার্জন গেট, বাঁকুড়া জেলা স্কুল, সুভাষগ্রাম, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গা থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয়। সব মিছিলের একটাই দাবি, নির্যাতিতার বিচার চাই। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদই বাংলায় নতুন ভোর আনবে বলে আশা বিক্ষোভকারীদের।

রাজ্যে থামছে না যৌন নির্যাতন

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আঁচ পড়েছে গোটা বাংলায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে কলকাতার রাজপথ যখন আন্দোলনমুখর, তখন জেলায় জেলায় ধর্ষণের অভিযোগ নারী সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। শনি ও রবিবারে বীরভূমের ইলামবাজার, হাওড়া, মধ্যমগ্রাম, নদিয়ায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ফলে একের পর এক যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কাঠগড়ায় প্রশাসন।

হাওড়ায় এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে ল্যাবকর্মীর বিরুদ্ধে। হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ বছরের কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার বুকে ব্যথার সমস্যায় এক কিশোরীকে হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। সিটিস্ক্যান করাতে ল্যাবে নিয়ে গেলে তাকে হেনস্তা করা হয়। ল্যাব থেকে বেরিয়ে পরিবারকে ঘটনাটি জানায় কিশোরী। বিষয়টি জানতে পেরেই প্রতিবাদ শুরু করে তার পরিবার ও অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রা। অভিযুক্ত ল্যাবকর্মীকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া থানার পুলিশ। ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে হাসপাতালের সুপারের ঘর ঘেরাও করা হয়। সেই কর্মসূচিতে দীপ্সিতা ধরের দাবি, ল্যাবে কেন কিশোরীর পরিবারের কোনও লোককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি? কেন মহিলা নার্স নেই ল্যাবে? এই অভিযোগের পর সিএমওএইচ কিশলয় দত্ত জানান, এই ঘটনায় হাসপাতালের সুপার অভিযোগ জানিয়েছেন। একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হচ্ছে। মধ্যমগ্রামেও ৭ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে।

কাজ বয়কট হাসপাতাল কর্মীদের

ইলামবাজারে রোগীর হাতে নার্সের শ্লীলতাহানি

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের ঠিক ২৩ দিনের মাথায় এবার হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সের শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল বীরভূমের ইলামবাজার। অভিযোগের তির এক রোগীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় কপালে ভাঁজ পড়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসনের। এখন থেকে নিরাপত্তা না পেলে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করবেন না বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়িকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে, সোমবার থেকে ইলামবাজার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।

খবর পেয়ে শনিবার রাতেই ইলামবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত রোগীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে তড়িঘড়ি পুলিশ পাহারায় প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রবিবার সকালেই 'নো সেফটি, নো ডিউটি' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে ইলামবাজার থানায় বিক্ষোভ দেখান।

এ ব্যাপারে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি বলেন, 'ইলামবাজার হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ রাজ্যকে বিষয়টা জানানো হয়েছে। পুলিশ যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে। নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে আমিও স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছি।'

ইলামবাজারের ব্লক মেডিকেল অফিসার সুবীরকুমার রায়চৌধুরী বলেন, 'খুবই অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। পথ দুর্ঘটনায় জখমকে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে প্রচুর লোক চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন। আমরা ছেলেরা কোনওরকম মানিয়ে নিলেও মহিলাদের নিরাপত্তা কে দেবে?'

গত ৯ অগাস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের উপর নৃশংস অত্যাচার ও খুনের ঘটনার পর ইলামবাজারের ঘটনায় মহিলা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জল্পনা কুণালের

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ এক পোস্টে তিনি বলেন, 'প্রশাসন এমন কোনও কাজ করবে কেন যে অবস্থা সামলাতে দলকেও বিচার চাই বলে কর্মসূচি নিতে হবে?' তাঁর এই আত্মসমালোচনামূলক পোস্ট নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধী বিজেপি। শুধু তাই নয়, ইলিশ উৎসব নিয়েও তিনি আয়োজকদের তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিন তাঁর পোস্টে কুণাল লেখেন, 'নাগরিকদের মিছিল, জুনিয়ার ডাক্তারদের মূল দাবি আমিও সকলের মতোই সমর্থন করি। বিচার চাই।' এরপরেই তিনি এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনকে দায়ী করেন। লেখেন, 'প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপকে মানুষ ভুল বুঝেছেন। সেখান থেকে বিরক্তি, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলেই নাগরিকদের পথে নামতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপে এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বও সরকারের।'

কুণালের মন্তব্য, দলের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। নাগরিকদের আন্দোলনে বিরোধিতা করা উচিত নয়। একইসঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতি তাঁর আবেদন, দোষীদের চরম শাস্তি হোক। যদি কেউ-কারা আড়াল করে থাকেন, চিহ্নিত হোক, শাস্তি হোক। কিন্তু বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক ইভেন্টের ফাঁদে পা দেবেন না।' এই ইস্যুতে সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির 'কুরাজনীতি' নিয়েও নাগরিক সমাজকে সতর্ক করেছেন কুণাল। বলেছেন, 'এই ঘটনায় নাগরিক সমাজের প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে। তার বিরোধিতা করব কেন? কিন্তু নাগরিকদের এই আবেগকে ব্যবহার করে সিপিএম, বিজেপির কুরাজনীতি বা মুখোশ পরে অরাজকতা তৈরির চেষ্টার বিরোধিতা করা জরুরি, তাই করছি। কারণ, এদের জমানার ঘটনাগুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তাই করছি। একটা শ্রেণির সুবিধাবাদী অবস্থানও সমালোচনার মতোই। সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস এই নিয়ে কুরাজনীতি করছে। তার প্রতিবাদ হবে। তারা আয়নায় মুখ দেখুক।'

কুণাল তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'আমি আমার অবস্থানে প্রথম দিন থেকে স্পষ্ট। দোষীদের চরম শাস্তি হোক।' কুণালের এই পোস্টের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি।

পুজোর বাজার শুনসান

রিমি শীল

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : একে মাস পয়লা, তায় রবিবার। প্রকৃতির সাজে ইতিমধ্যেই পুজোর আভাস। পাড়ায় প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধার কাজ তো অনেক আগেই শুরু। পুজোর আর বাকি মাত্র একমাস ৮ দিন। কিন্তু পসরা সাজিয়ে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের মন খারাপ। এরকম দিনেও তাঁদের আশা পূরণ হল না। শহর কলকাতা এখন আরজি কর কাণ্ড নিয়ে মিটিং-মিছিল-ধর্নায় ব্যস্ত। কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার, হাজরা মোড় থেকে গড়িয়াহাট মোড় ক্রমাগত বিক্ষোভের আঁচ লেগেছে। মহিলারা ব্যস্ত বিচারের দাবিতে মিছিল করতে, কেউ শ্যামবাজারে, কেউ হাজরা মোড়ে। তাই উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বা দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে রবিবারের চেনা কেনাকাটার ছবি নেই।

দুপুর ১টা। হাতিবাগানে পুজোর রকমারি পোশাক সাজিয়ে খদ্দেরের আশায় বসে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অফ সিজনে এখানে হাতেগোনা যে কজন খদ্দের থাকে, এদিনও তার চেয়ে বেশি ছিল না। মহিলাদের পোশাকের সম্ভার নিয়ে বসেছেন উমা পাঠক। বললেন, 'এবারে পুজোয় 'থ্রি পিস সেট'-এর চাহিদা রয়েছে। যাঁরা কিনতে আসছেন তাঁদের বেশিরভাগ এই কালেকশন কিনছেন। কিন্তু তাও হাতেগোনা। কেউ বলবে পুজোর বাজার শুরু হয়েছে? অন্য বছর এরকম সময় আমরা খাওয়ার সময়টুকুও পেতাম না।'

অদূরেই সঞ্জয় পোদ্দারের পাঞ্জাবির দোকান। দুপুরের খাওয়া সেরে দোকানের পাঞ্জাবি গোছাতে গোছাতে বললেন, 'শ্যামবাজার এখন প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া প্রায়দিনই মিটিং-মিছিলের জন্য বন্ধ থাকছে। তাই অনেকেই কেনাকাটার জন্য আসতে পারছেন না। যাঁরা দূর থেকে আমাদের মার্কেটে আসেন, এত ঝক্কি সামলে কেন আসবেন?' হাতিবাগানের অন্যতম পরিচিত শাড়ির দোকানগুলিতে বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন। বেচাকেনার কথা উঠতেই মিমো সাহা বলেন, 'এবছর পুজো পড়েছে মাসের প্রথমে। তাই এখন থেকেই বেচাকেনা শুরু হয়ে যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু মানুষ এখন প্রতিবাদে ব্যস্ত। নাহলে এই সময় আমরা এভাবে বসে গল্প করতে পারতাম না।' একই ছবি দক্ষিণ কলকাতাতেও। গড়িয়াহাটেও নেই সেই চোখে পড়ার মতো ভিড়। বেলা যত গড়িয়েছে মানুষজন এলেও দর শুনেই চলে যাচ্ছেন।

আজ লালবাজার অভিযান

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : বিচারের দাবিতে অনড় আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তাররা রবিবারও 'অভয়া ক্লিনিক'-এ রোগীদের চিকিৎসা করলেন। শনিবার আরজি কর হাসপাতালে রোগী দেখা শুরু করেন তাঁরা। রবিবার কলকাতার আরও ৭টি জায়গায় এই ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগী দেখেন। সোমবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে লালবাজার অভিযান করবেন বলে জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

এদিন সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেন আরজি করের প্রাক্তন মেডিকেল সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল (এমএসভিপি) সঞ্জয় বশিষ্ঠ। এর আগেও দু'বার হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে যে ডিএনএ রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, তাকে চূড়ান্ত বলে মানছে না সিবিআই।

অরূপ বনাম সুভাষের তর্জা

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১ সেপ্টেম্বর : কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের জেরে এখন গোটা রাজ্য উত্তাল। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। বিরোধীরা ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের অশোভন ভাষায় নিশানা শানালেন তৃণমূল সাংসদ। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বেনজির আক্রমণ করলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সাংসদের এমন মন্তব্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপিও।

আরজি কর কাণ্ডের পর প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল। এখনও সিবিআই তদন্তে অগ্রগতি হয়নি বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বহু দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদান ফেরত দিতে চেয়েছে। বিষয়টি কানে গিয়েছে তৃণমূল সাংসদের। তারই প্রেক্ষিতেই রবিবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অরূপ চক্রবর্তী বিরোধীদের অশোভনীয় বিশেষণে ভূষিত করে বলেন, 'এরা ... মতো গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। অনেক বেড়ে গিয়েছে, মিথ্যা অপপ্রচার করে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বলছে, কন্যাশ্রী, একশো দিনের কাজের টাকা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুর্গাপুজোর অনুদান চাই না। হিম্মত থাকলে এদের নিয়ে মিছিল করে দেখাও। তাহলে বাপের বেটা বলব।' একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের সাংসদের পরামর্শ, 'আপনাদের একটু ফোঁস করতে হবে বন্ধু'। উল্লেখ্য, গত ২৮ অগাস্ট কলকাতার মেয়ো রোডে দলীয় ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প শুনিয়ে ফোঁস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এদিন তিনি সিপিএম-বিজেপিকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে আক্রমণ শানান। তাঁর কথায়, 'সিপিএম লালঝান্ডা দেখিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। ওদেরকে ফোঁস করুন। দেখবেন কুকুরের মতো পালিয়ে যাবে, শিয়ালের মতো দৌড়োবে। এখন লালঝান্ডা দেখাচ্ছে, আর ভোটের সময় বিজেপিকে ভোট দেবে। তাই, বাংলাকে বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন। তৃণমূল কর্মীরা জাগুন। নিজ বিবেককে জাগান। প্রতিবাদে নেমে পড়ুন।'

দলের বড়জোড়া ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখোপাধ্যায় বেলিয়াতোড়ের সভায় সিপিএম ও বিজেপির হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কেও তীব্র কটাক্ষ করেন।

সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন, 'যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, যে পুলিশমন্ত্রীর পুলিশ প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করে এবং যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিরুদ্ধেই বিচার চেয়ে পথে নামেন তাঁর পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। তাই, বিরোধীরাই নন আপামর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছেন।' অরূপ চক্রবর্তীকে তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের পাশাপাশি যেভাবে বাঁকুড়াবাসী প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তাতে সাংসদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাঁর দলের কর্মীরাও প্রতিবাদের জেরে ঘুমিয়ে গিয়েছে। তাঁদের জাগাতে এখন সাংসদকে ফোঁস করতে বলতে হচ্ছে। কেউ বিষদাঁত দেখাতে এলে মানুষই সেই দাঁত ভেঙে দেবে।

সোমবার, ১৬ ভাদ্র ১৪৩১, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৬ সংখ্যা

নজর ভূস্বর্গের ভোটে

এত হানাহানি, রক্তপাত, অশান্তি সত্ত্বেও কাশ্মীর বললে এখনও মানুষের চোখে ভাসে ডাল লেক, শিকারা, শাম্মি কাপুর-শর্মিলা ঠাকুরের 'কাশ্মীর কি কলি', গুলমার্গ, পহেলগাম এবং সর্বোপরি কাশ্মীরিদের অতিথিপরায়ণতা। পার্সি কবি আমির খসরু লিখেছিলেন, 'এই পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।' সেই ভূস্বর্গে বেজে উঠেছে বিধানসভা ভোটের দামামা।

জম্মু ও কাশ্মীরে শেষবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৪-তে। সরকার গড়েছিল পিডিপি-বিজেপি জোট। মাঝের দশ বছরে ঝিলম দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। ২০১৯-এর ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে কেড়ে নেওয়া হয় কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা। কেড়ে নেওয়া হয় রাজ্যের স্বীকৃতিও। কাশ্মীর ও লাদাখ হয়ে যায় দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

অনেকের আশা ছিল, ভোটের আগে রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে কাশ্মীর। সেটা হয়নি। তবে ভোটের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে সকলে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরে ভোট করানোর নির্দেশ ছিল সুপ্রিম কোর্টের। পাকিস্তানের আক্রমণ একসময় রাজ্যটাকে মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত করে রাখত। নাহলে কাশ্মীর ছিল শান্তই। পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে আটের দশকে।

সেই দশকের ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধির সরকার থাকাকালীন বার্মিংহামে জঙ্গিহানায় খুন হন ভারতীয় কূটনীতিক রবীন্দ্র মাত্রে। কাশ্মীরি জঙ্গি নেতা মকবুল ভাট সুপ্রিম কোর্টের মৃত্যু দণ্ডাদেশে তখন তিহার জেলে। ফাঁসি হতে তখনও দেরি। কিন্তু মাত্রে হত্যার পর ইন্দিরার নির্দেশে ফাঁসিতে ঝোলানো হল মকবুলকে। সে বছরই শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হলেন ইন্দিরা। এরপর ১৯৮৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের মেয়ে রুবাইয়া জঙ্গিদের হাতে অপহৃত হলেন। পাঁচ কট্টর জঙ্গিকে জেল থেকে মুক্তির শর্তে রুবাইয়া ছাড়া পান।

সেই সময়ের আরেকটি বড় ঘটনা, জঙ্গিহানায় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মশির-উল-হকের হত্যাকাণ্ড। নয়ের দশকে কাশ্মীরে সন্ত্রাস আরও বাড়ে। '৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধে রক্তাক্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ। ২০১৭ সালে কেন্দ্রের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কাশ্মীরে মোট নিহতের সংখ্যা ৪১,০০০। এর মধ্যে সাধারণ মানুষ ১৪০০০, নিরাপত্তারক্ষী ৫০০০, জঙ্গি ২২০০০।

এই দীর্ঘ সময়ে দুটি ঘটনায় উত্তাল হয় কাশ্মীর, মৃত্যু হয় বহু মানুষের। এক) পরিবারকে আগাম না জানিয়ে ২০০১-এ সংসদ হানার অভিযোগে আফজল গুরুকে তিহারে ফাঁসিতে ঝোলানো, দুই) ২০১৬ সালে সেনার গুলিতে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যু। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল বুরহানের। শেষে হয়ে ওঠেন জেহাদি। সামাজিক মাধ্যম ছিল বুরহানের হাতিয়ার। তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন কাশ্মীরের পোস্টার বয়।

দশ বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে পুনর্বিন্যাসে জম্মুতে আসন বেড়েছে, কমেছে কাশ্মীরে। এতে বিজেপির লাভ হতে পারে সমতলে। পিডিপি একাই লড়ছে। টিকিট না পেয়ে দলে এত ক্ষোভ যে, বিজেপিকে তালিকা বদলাতে হল। ক্ষুব্ধ নেতারা নির্দল হয়ে লড়বেন। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রার্থী হবেন না। লড়বেন তাঁর মেয়ে। অন্যদিকে, আসন সমঝোতা করেছে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স। এনসি ৫১, কংগ্রেস ৩২, সিপিএম ও প্যান্থার্স পার্টি ১টি করে আসনে লড়বে। ৫ আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই কংগ্রেস-এনসি'র।

এবারের ভোটে সবচেয়ে বড় চমক, বেশ কিছু প্রাক্তন জঙ্গি ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ভোটে লড়ার লক্ষ্যে তেহরিক-ই-আওয়াম নামে একটি দল গড়ছেন। তাঁরা নির্দল হয়ে লড়বেন। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর ১৬ দিন পর প্রথম দফার ভোট। কাশ্মীরের সেই ভোটের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনে কুফল বেশি

পরিবেশবিরোধী অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ব্যবসার নেশায় একদল উদ্বাস্তুকে নিমজ্জিত করার বেনজির সরকারি উদ্যোগ চলছে।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

১০০ বছরের প্রাচীন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল ছিন্নমূল জনজাতি-বস্তিবাসীর জন্য নিজেদেরই তৈরি করা একটি উদ্বাস্তু কলোনিকে একটি 'আদর্শ হোমস্টে গ্রাম'-এ রূপান্তরিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। মোহময়ী পর্যটনের গোলকধাঁধায় পড়ে আপাত-বিভ্রান্ত ও দিশেহারা উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর বেকার তরুণকুল এক লক্ষ টাকা 'হোমস্টে অনুদান'প্রাপ্তির লোভে এই প্রকল্পে নাম লেখাচ্ছে! জনজাতি-উন্নয়ন বা পুনর্বাসনের কোনও টেকসই প্রকল্পের দিশায় না গিয়ে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশবিরোধী এবং সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত এক পর্যটন ব্যবসার নেশায় একদল উদ্বাস্তুকে নিমজ্জিত করার এই নজিরবিহীন সরকারি উদ্যোগ চলছে ডুয়ার্সের কালচিনির কাছে ভাটপাড়া ওরফে আচ্ছাপাড়া চা বাগানের সিঞ্চুলা পাহাড়তলির শ্যামলিমায়, 'বনছায়া বস্তি' নামক একটি সদ্যোজাত উদ্বাস্তু কলোনিতে। জলবায়ু সংকটের পাশাপাশি হোমস্টের ছদ্মবেশে হোটেলকেন্দ্রিক বিনোদন-পর্যটনের চাপে যখন মোহময়ী ডুয়ার্সের চিরাচরিত বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ ধ্বংসের মুখে তখন নতুন করে এ ধরনের উদ্যোগ যে আরেকটা অশনিসংকেত সেটা বলাই বাহুল্য। এটা তো এখন সকলেই বুঝে গিয়েছেন যে, জনজাতি অধ্যুষিত বনাঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনে সুফলের চাইতে কুফলই বেশি। দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলে তথাকথিত হোমস্টে-পর্যটকদের গাড়ি-বাইকের ধোঁয়া, প্লাস্টিক ও ডিজের ব্যবহার ইতিমধ্যেই অভূতপূর্ব শব্দ ও বায়ু দূষণ ছড়িয়েছে। বহিরাগতদের অবারিত অনুপ্রবেশের কারণে পাহাড় ও সমতলের সংরক্ষিত বনাঞ্চল লাগোয়া জনজাতি বস্তিগুলোর যা কিছু দেশজ লোকচর্যা ও স্থানিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল সেসব লুপ্ত হতে চলেছে। পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় ব্যক্তি বাদে স্থানীয় সাধারণ বনচারী মানুষরা এই ভিড়ের চোটে বিরক্ত। নতুন নতুন সড়ক, বৃক্ষচ্ছেদ করে নতুন নতুন সাজের পাকা ঘরবাড়ি মায় সুইমিং পুল ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এদিকে বাস্তুসংস্থানগত অবক্ষয় ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পথে। অনেকের হয়তো মনে আছে, ২০২০-র এপ্রিলে লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে আসা বহিরাগত এক পর্যটক পরিবারের হাত ধরেই তরাই-ডুয়ার্সে করোনা অতিমারি ছড়িয়েছিল। ডুয়ার্সে ক্রমবর্ধমান মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষের পেছনেও পর্যটনের একটা ভূমিকা আছে বলে পরিবেশপ্রেমীদের অনেকে মনে করেন। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার জমির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও স্থানীয় মানুষের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তিও যে এই পর্যটনেরই ফল সেকথা আজকে সুবিদিত। তরাই-ডুয়ার্সের মানব পাচার ও এখানে নানারকম অসামাজিক কুকর্ম বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্নরা অন্য অনেক কার্যকারণের পাশাপাশি এখানকার অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনকেও এখন দায়ী করে থাকেন। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও স্থানীয় লোকজীবনে এর প্রভাব নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় আরও অনেক ভয়ংকর তথ্য জানা গিয়েছে যা সত্যি উদ্বেগজনক!

যাই হোক, বাঘের আদর্শ বিচরণক্ষেত্র নিশ্চিত করতে 'ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি' ও 'গ্লোবাল টাইগার ফোরাম'-এর আন্তর্জাতিক ফরমান মেনে গত মার্চ মাসে রাজ্য বন বিভাগ যখন ডুয়ার্সের বক্সা বাঘবনের গহন অঞ্চল বা অন্যতম একটি মর্মস্থল থেকে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির ৬০/৭০টি বনবস্তিবাসী জনজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করছে, তখন ওই সংকটকালে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে ২০/২৫ একরের একটি সরকারি জমি চিহ্নিত করে সেখানে পাকা সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পার্ক, মায় হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের নজিরবিহীন ব্যবস্থা করেছিল তারা। বন বিভাগের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আর জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া বসবাসের জমি পেয়ে রাতারাতি এখন বনছায়া বস্তিতে গড়ে উঠছে নয়নাভিরাম বাংলো টাইপের বাড়ি। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চলেছে চা বাগান, অরণ্যশোভিত পাহাড়ের কোলে ছবির মতো দৃষ্টিনন্দন এই জনজাতি-কলোনি। কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন এবার এঁদের নিশ্চয়ই কোনও টেকসই স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পুনর্বাসিত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সে পথে না হেঁটে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন গোটা বনছায়া বস্তিটিকে একটি আস্ত 'নীল-হোমস্টে-গ্রাম' বা 'হোটেল-সাফারি' বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে! সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বনছায়া কাণ্ডের খবর জানতে পেরে এখন অনেকেই স্তম্ভিত!

প্রেক্ষাপট হিসেবে এখানে তরাই-ডুয়ার্সের বনবস্তি সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু বলা দরকার। ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ নদীর মধ্যবলয়ে পাহাড় ও সমতলে উত্তরবঙ্গের ১৭৮টি 'ফরেস্ট ভিলেজ' বা 'বনবস্তি' আছে। জঙ্গলের ভেতরের ওইসব বনবস্তি উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় মানবসংসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আজকে সিঙ্গালিলা, সিঞ্চুল, নেওড়াভ্যালি, মহানন্দা বন্যপ্রাণ উদ্যান থেকে শুরু করে চাপড়ামারি, চিলাপাতা, জলদাপাড়া, গরুমারা উদ্যান ও বক্সা বাঘবনের যে সবুজ শ্যামলিমা আমরা দেখি, সেসব বনাঞ্চল প্রসারে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন প্রায় বেগার শ্রমিক হিসেবে খেটে, শাল-সেগুন-শিরীষ-বনকাঁঠালি-জারুল-শিশুর কালচারাল ফরেস্ট্রি প্রসারে এঁরা কাজ করেছেন। কিন্তু নানান বন সংরক্ষণ আইন ও বন্যপ্রাণ উদ্যান ঘোষণার ফাঁপরে পড়ে এই বনবস্তিবাসীরা বন বিভাগের কাছে দুয়োরানি হয়ে গিয়েছেন। এই বনবস্তিগুলোতে যেমন ছোটনাগপুরীয় ওরাওঁ, মুন্ডা, খারিয়া, অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন তেমনি আছেন ইন্দো-মঙ্গোলীয় রাভা, মেচ (বোড়ো), গারো, ডুকপা, তামাং, লিম্বু, রাই এবং অন্যরা। এক অনিবার্য প্রাকৃতিক ব্যারিকেড ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনিশ্চিত জীবনের ঘেরাটোপে থেকেও চিপকো আন্দোলনের অনেক আগে, ১৯৬৮ সালে তরাই-ডুয়ার্সের এই বনবস্তিবাসীরাই ভারতের প্রথম বনবিদ্রোহ, 'টাঙ্গিয়া বিদ্রোহ' সংগঠিত করেছিলেন। এমন ইতিহাসসিক্ত দুটি বনবস্তি, গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তি।

সে যাই হোক, তথাকথিত হোমস্টের ছদ্মবেশে জঙ্গলের ভেতর আবাসিক হোটেল গজিয়ে ওঠার কারণে এসব বনবস্তির কোনও কোনওটিকে বাইরের লোকজন আজকাল চিনছেন, জানছেন। পঞ্চায়েতের নামে 'উন্নয়নের ভাইরাস' এবং ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের প্রসারের ফলে এই বনবস্তিগুলোতে কিঞ্চিৎ আধুনিক দুনিয়ার সাদা-কালো ও রঙিন আলো পড়ছে। বস্তিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনে সর্বগ্রাসী বাজারের নানা প্রলোভন ঢুকেছে, ঢুকছে। পর্যটন তাতে নবতম সংযোজন। এতে তাদের জনজাতীয় জীবনযাপনের যাবতীয় নিজস্বতা নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের সোনাদা'র কাছে, সিঞ্চুল অভয়ারণ্যের 'চটকপুর', বনবস্তি থেকে পুরোপুরি পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ওই বনবস্তির ২৪টি পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই এখন ছোটখাটো আবাসিক হোটেল ব্যবসায়ী। অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনের সুবাদে ইতিমধ্যেই দূষিত হয়েছে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, মেটেলি এলাকার মূর্তি উপত্যকা, আলিপুরদুয়ার জেলার চিলাপাতার আন্দু, বানিয়া, কুরমাই, কোদালবস্তি, মেন্দাবাড়ি, রাজাভাতখাওয়া, পানিঝোরা, বামনি, ২৮ মাইল, ২৯ মাইল, জয়ন্তী, বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা, গরমবস্তি, পোরোবস্তির চিরাচরিত পরিবেশ। এসব জায়গা এখন স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যবসায়ীদের হোমস্টে-কাম-হোটেল ও রিসর্টে রিসর্টে ছয়লাপ।

প্রসঙ্গে ফিরি। প্রশ্ন উঠছিল, বনছায়া বস্তি না হয় হল, এবার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক জীবনের কী হবে? এখানে তো আর আগের মতো বছরে লক্ষ টাকার সুপারি বাগান নেই! এখানে তো আর ফ্রি-তে জঙ্গলের কাঠ-লকড়ি, ফলমূল, কচু-কান্দা নেই! এখানে তো গোরু-ছাগল-শুয়োর-হাঁস-মুরগির অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি নেই!

এইসব কঠিন ও জরুরি প্রশ্নসমূহ এড়িয়ে, সবাইকে চমকে দিয়ে, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন এই সদ্যনির্মিত উদ্বাস্তু কলোনিকে জন্মলগ্নেই একটি 'নীল-হোমস্টে-গ্রাম'-এ পরিণত করতে চলেছে। আসন্ন পুজোর মরশুমেই যাতে এখানে পর্যটকের ঢল নামে তার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। আপাতত লক্ষ্য ৩০টি হোমস্টে। প্রশ্ন হল, টেকসই উন্নয়নের অন্য আরও নানান আধুনিক দিশায় না গিয়ে ভিটেমাটিহীন ও দিশেহারা একদল জনজাতি-উদ্বাস্তু মানুষকে পর্যটনবান্ধব অতি বিতর্কিত হোমস্টে বা, তথাকথিত হোটেল ব্যবসার দিকে ঠেলে না দিলেই কি চলত না? আজ হোক বা কাল, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনকে এই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে হবে!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

তথাকথিত হোমস্টের ছদ্মবেশে জঙ্গলের ভেতর আবাসিক হোটেল গজিয়ে ওঠার কারণে এসব বনবস্তির কোনও কোনওটিকে বাইরের লোকজন আজকাল চিনছেন, জানছেন। পঞ্চায়েতের নামে 'উন্নয়নের ভাইরাস' এবং ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের প্রসারের ফলে এই বনবস্তিগুলোতে কিঞ্চিৎ আধুনিক দুনিয়ার সাদা-কালো ও রঙিন আলো পড়ছে। বস্তিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনে সর্বগ্রাসী বাজারের নানা প্রলোভন ঢুকেছে, ঢুকছে।

আজ

১৯৪৬

১৯৪৬ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী।

২০১০

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জীবনাবসান হয় ২০১০ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

জুলাই ১৭৮৯... বাস্তিল দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনতাই ভেঙে দেয় সেই দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের। যা সব অর্থে ঐতিহাসিক।

- সুখেন্দুশেখর রায়
(তৃণমূল সাংসদ, জাগো বাংলা পত্রিকার সম্পাদক)

ভাইরাল/১

বৃষ্টি পড়ছে। ব্যস্ত রাস্তায় খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে চেয়ারে পা তুলে বসে এক ব্যক্তি। একটি ট্রাক চেয়ারে ধাক্কা মারতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। লোকটিকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের ঘটনা।

ভাইরাল/২

গুজরাটের ভদোদরায় একটি কুমিরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন দুই বনকর্মী। একজন স্কুটি চালাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কুমিরটিকে কোলে নিয়ে বসে অপরজন। কুমিরের মুখ কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা। কুমিরের স্কুটি চড়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

উন্নয়নের নামে কালিদাসগিরি

গাছ নাকি মানুষের প্রাণ বাঁচায়। পৃথিবীতে এমন একটা কথা অনেকের মুখে মুখে ফেরে বটে। সে গাছ নাকি ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন আমাদের উপহার দেয়, বিনা স্বার্থে। আর আমরা, তথাকথিত সভ্য এবং শিক্ষিত মানুষ (?)-এর দল শুধুই অর্থ এবং নিজস্ব স্বার্থের কথা ভেবে গাছ কাটি।

কথা হচ্ছিল কোচবিহারের সুপ্রাচীন হরেন্দ্রনারায়ণ রোডের উন্নয়ন নিয়ে। হতকুৎসিত চেহারার এই রাস্তা পঞ্চরঙ্গি থেকে তরুণদলের বাঁধ অবধি সুন্দর এবং চওড়া করার অজুহাতে আপাতত কেটে ফেলা হয়েছে এই পত্রলেখকের হাতে রোপণ ও লালন করা পূর্ণবয়স্ক পেয়ারা ও ঝাউ গাছ। বিভিন্ন স্তরে জানিয়ে এবং বাধা দেওয়ার সব চেষ্টা করেও সফল কেন হতে পারিনি জানেন? কতিপয় অদ্ভুত, পরিবেশ-অশিক্ষিত মানুষের হিংস্রতার জন্য। রাস্তার কোণে সামান্য একফালি জায়গা ছেড়ে ওদের বাঁচানো যেতেই পারত। এমন সদিচ্ছার রূপায়ণ সারা পৃথিবীর বহু স্থানে দেখা যায়। কিন্তু এখানে যে কালিদাসদের সংখ্যাই বেশি। এরা বৃক্ষরোপণ আর বৃক্ষ সংরক্ষণের কষ্ট স্বীকার করার অর্থ বোঝে না। বোঝে না কোভিড পরবর্তী মুহূর্তে নির্মমভাবে বৃক্ষচ্ছেদন নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারার শামিল।

নিছক মেকি উন্নয়নের গালভরা কর্মকাণ্ডের দক্ষযজ্ঞে এভাবেই আহুতি দেওয়া হচ্ছে আমাদের সব চাইতে কাছের দোসরদের, যারা শুধু বিলিয়েই যায়। বিনিময়ে মুখ ফুটে কিছু চায় না। একটু ভালোবাসা, মমত্ব বোধ শুধু ওদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবে না, স্থায়িত্ব বাড়াবে আমাদের সভ্যতার। সর্বস্তরে সচেতনতা আশা করি।

নীলাদ্রি বিশ্বাস, হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

সমস্যার নাম টোটো

২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদ সূত্রে জানতে পারলাম, প্রশাসন নতুন চার হাজার এবং পুরোনো এক হাজার, সর্বমোট পাঁচ হাজার টোটোর অনুমোদন বা নম্বর প্লেট দিতে চলেছে। এই টোটোগুলি আমাদের এই ছোট্ট শহরে সর্বসাকুল্যে ৫টি রাস্তা যথা স্টেশন ফিডার রোড, বর্ধমান রোড, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড ও বিধান রোড বরাবর চলাচল করবে। গড়ে প্রতি রাস্তায় এক হাজার টোটো, যানজট সমস্যা মিটবে তো? বর্তমানে নম্বরবিহীন টোটো অনুপস্থিত থাকায় কিছুটা হলেও ট্রাফিক সমস্যা কম আছে। আগামীতে এই পাঁচ হাজার টোটোই অধিক থেকে অধিকতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো?

দেবাশিস কুণ্ডু
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

অভিভাবকরা সচেতন হলে মুছবে এই ছবি

হাতে মোবাইল ধরিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে শর্টকাটে বড় করে তোলা নয়। ঘাম ঝরিয়ে সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া দরকার।

নীলাদ্রি বিশ্বাস

দাঁড়ান দাঁড়ান। দোষারোপ পালটা দোষারোপের খেলাগুলো বন্ধ হোক এবার। মূল সমস্যার গোড়া ধরে টান মারুন না ভাই। নীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ-এই শব্দেরা বনবাসে গিয়েছে বহুদিন তো হল। সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া দুর্নীতির ঘুণপোকারা এমনি এমনি তো বসে থাকবে না। প্রচুর ক্ষতি, অনেক রক্তক্ষরণ করে যাবে তারা। তাই ধর্ষক এবং ধর্ষিতা সৃষ্টি হওয়ার উৎকৃষ্ট এই সামাজিক যন্ত্রের রিমডেলিং প্রয়োজন।

বাড়ি থেকে তৈরি হয় প্রকৃত মানুষ। অভিভাবকদের তাই সচেতনভাবে প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতেই হবে। আজকের যাঁরা নব্য অভিভাবক তাঁদের দায়িত্বটাই তো সবচেয়ে বেশি। হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে শর্টকাট পদ্ধতিতে বড় করে তোলা নয়। একটু ঘাম রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের সুখের রুটিন যাপনকে ছেঁটে ছেলে বা মেয়েটাকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য আসুন না ঝাঁপাই।

সমাজের বদলে যাওয়ার শুরু যবে থেকে, সেই একান্নবর্তী পরিবারের চুরমার হওয়ার শুরুর সময় থেকেই ঘুণপোকারা তাদের কাজ শুরু করেছিল। নিরাময় শুরু হোক সে কথা ভেবে। অর্ধেক আকাশের দাবিতে রাত দখলের জন্য আজ সোচ্চার হতে হবে কেন? স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষ এবং মহিলারা রাত এবং দিনের কাজ ভাগ করে নিতেই তো পারেন। শুধু প্রয়োজন ইগো বিসর্জন এবং একে অপরকে সম্মানপ্রদর্শন। বর্তমান দূষিত পরিবেশ পরিমার্জন করে বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা বড় প্রয়োজন। এর সঙ্গেই খুব

প্রয়োজন শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ তৈরি করা। শুধুই মিড-ডে মিল খাওয়ার ব্যবস্থা নয়।

প্রকৃত ডিগ্রি পাক পরবর্তী প্রজন্ম কষ্ট করে অর্জনের মাধ্যমে। চাকরিপ্রাপ্তি, সাকার হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তৈরি হলেই লুম্পেনরাজ ধূলিসাৎ হতে পারে। নতুবা নয়। দশ-বারো হাজার টাকার মাইনের অস্থায়ী চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো উচ্চশিক্ষিত নবপ্রজন্ম চোখের সামনেই। এদের মধ্যে থাকা একটা গরিষ্ঠ অংশ এবং রাস্তায় জন্মানো ও বেড়ে ওঠা নর্দমায় মুখ গুঁজে জীবন শেষ করা একটা সামাজিক গোষ্ঠী কিন্তু আরজি করের সে রাতের বিপুল সরকারি ধ্বংসলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে আত্মসুখ অনুভব করে। তাই প্রত্যেক প্রতিবাদী কণ্ঠ নেমে পড়ুক পথে, নিজের পরিবার, পরিপার্শ্বকে শুদ্ধিকরণের কাজে। না হলে এই রাত দখলের কর্মসূচি শুধু প্রতীকী হয়েই থেকে যাবে। গুগা বাবার সেই রাজার মতো শাসকের কণ্ঠ থেকে শুধু শুনতে হবে, 'চেঁচাইছিলি কেনে?' এ কারণেই শিক্ষার আলো জ্বালাবার ভীষণ প্রয়োজন।

প্রয়োজন দালালরাজ কিংবা মিডলম্যানগিরি অবসানের। বিপুল বেকারসমস্যার কারণে এই ধান্দাটাতেই তো হাতের গুলি এবং বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো লোকগুলো সাধারণ মানুষদের চুষে যাচ্ছে। প্রতিবাদী হতে না চাওয়া এই নরম মানুষের দল এটাকেই সরকারি ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়ে বিপুল অর্থের অতিরিক্ত খরচে পরিষেবা গ্রহণ করছেন। এই সবধরনের বেনিয়মের বিরুদ্ধেই গোড়া থেকে সবাইকে শুদ্ধিকরণের পথে নামতে হবে। না হলে মাঝেসাঝে এমন দু'একটা রাত দখল কর্মসূচি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বীরপুংগবদের চ্যাঁচামেচি ছাড়া কাজের কাজ কিছু হবে না।

(লেখক কোচবিহারের সংস্কৃতিকর্মী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাকপটু, বাগীশ্বর, বাচস্পতি ৪। নিঃস্ব, যার সম্বল নষ্ট হয়েছে ৫। নতুন, ৯ সংখ্যা ৭। আদালতের পদস্থ কর্মচারী ৮। সবুজ রংয়ের মণি, সবুজ রংয়ের পান্না ৯। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, নিজের লোক ১১। সম্মান, আদর, খাতির ১৩। চাঁদ ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ ১৫। বন, সুরম্য উদ্যান।

উপর-নীচ : ১। প্রশংসা করা ২। পুঁটি মাছ ৩। প্রয়াত, লোকান্তরিত, মৃত ৬। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কাজের দায়িত্ব ও তার চুক্তি ৯। ভাত পচিয়ে তৈরি মদ, ধেনো মদ ১০। গোলমাল, ঝঞ্ঝাট ১১। মেঘজাত শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ১২। সাদা কন্দবিশেষ যা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সমাধান ■ ৩৯২৬

পাশাপাশি : ১। জবজবে ৩। হাকিমি ৫। কলমকারি ৭। কিচড় ৯। বানর ১১। মনমেজাজ ১৪। নহলা ১৫। তাকে তোলা।

উপর-নীচ : ১। জলচৌকি ২। বেবাক ৩। হাজাম ৪। মিছরি ৬। কামিন ৮। চন্দন ১০। রঙ্গশালা ১১। মহান ১২। মেখলা ১৩। জনতা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদিকে নিশানা উদ্ধবের ■ ভোটের আগে অস্ত্র শিবাজি

‘ক্ষমা চাওয়াতেও ঔদ্ধত্য’

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোটের ঢাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠি পড়ার আগেই একের পর এক ইস্যুতে রাস্তায় নেমে রাজ্যের শাসক জোট ‘মহায্যুতি’কে চেপে ধরার কৌশল নিয়েছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি বা এমভিএ। সিন্ধুদুর্গে শিবাজি মহারাজের মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে সামনে রেখে রবিবার ‘জুতো মারো’ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল বিরোধী শিবির।

হুতাত্মা চক থেকে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল বিরোধীরা। তাতে শিবসেনা (ইউবিটি) উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (এসপি) শারদ পাওয়ার এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে শামিল হয়েছিলেন। দু-দিন আগে পালঘরে একটি অনুষ্ঠানে এসে শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এমভিএ-শীর্ষ নেতৃত্বের অভিযোগ, মোদির সেই ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছিল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেন, ‘ক্ষমা প্রার্থনার সময় আপনারা প্রধানমন্ত্রীর ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেছিলেন? পুরোটাই ছিল ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী কীসের জন্য ক্ষমা চাইছিলেন? ৮ মাস আগে যে মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন, তার জন্য? নাকি সেটি নির্মাণে দুর্নীতির জন্য? শিবাজি মহারাজকে যাঁরা অপমান করেছেন, তাঁদের হারাতে এমভিএ ক্যাডারদের একযোগে কাজ করতে হবে। শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনায় মহারাষ্ট্রের আত্মা অপমানিত হয়েছে।’ তাঁর সাফ কথা, ‘দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতেই মোদি ক্ষমা চেয়েছেন। রাম মন্দির, সংসদ ভবন এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি, উনি যেখানেই হাত দিয়েছেন, সবকটিই নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়েছে।’

শারদ পাওয়ার মূর্তি ভাঙার ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, ‘ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি ভেঙে পড়াটা দুর্নীতির একটি উদাহরণ। এই ঘটনা শিবপ্রেমীদের অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।’ অপরদিকে নানা পাটোলে এই মূর্তি ভাঙার ঘটনায় বিজেপি ও একনাথ শিন্ডের সেনাকে সরাসরি শিবদ্রোহী বলে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে সেইজন্য আমরা অঙ্গীকার করেছি।

রাজ্যের নির্বাচনের কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন।’ পরে প্রদেশ দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এআইসিসি নেতা পবন খেরা বলেন, ‘যেভাবে পাথর মারা হয় সেইভাবে ক্ষমা চেয়েছেন মোদি। উনি কি দয়া করছেন? যে কাজ মোগলরা করতে পারেনি, সেটা বেইমানরা করেছে।’

এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাজির ছিলেন ছত্রপতি শিবাজির বংশধর তথা কোলাপুরের কংগ্রেস সাংসদ সাহু ছত্রপতি। অযোধ্যার রাম মন্দির ও নতুন সংসদ ভবনের ছাদ থেকে চুইয়ে জল পড়ার ঘটনার সঙ্গে মূর্তি ভাঙার তুলনা টানেন এমভিএ নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অবশ্য এমভিএ-র প্রতিবাদ কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেছেন, শিবাজিকে নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। এর আগে বদলাপুরে যৌন নিগ্রহের ঘটনাতেও পথে নামতে দেখা গিয়েছিল বিরোধীদের। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি নিয়ে মহায্যুতি সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া এমভিএ।

শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল মহারাষ্ট্রের বিরোধী জোট। ‘জুতো মারো’ অভিযানে ইন্ডিয়া গেটে ভিড় বিক্ষোভকারীদের।

অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষুব্ধ দ্রৌপদী

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর সহ দেশের একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনায় আবারও সরব হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়ারি’-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন তিনি। সেখানে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘আমাদের সামাজিক জীবনের একটি দুঃখজনক অধ্যায় হল, কিছু মামলায় অবস্থাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোকজন অপরাধ করার পরও নির্ভয়ে এবং স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান। অথচ যাঁরা তাঁদের অপরাধের শিকার হন তাঁরা সর্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত থাকেন। মনে করেন, তাঁরাই যেন কোনও অপরাধ করে ফেলেছেন। যে সমস্ত মহিলা অপরাধের শিকার হন, তাঁদের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয়। কারণ, সমাজ তাঁদের সমর্থন করে না।’ কলকাতার আরজি কর কিংবা কেরলে মি টু কাণ্ডের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আগেই

ফের সরব রাষ্ট্রপতি

বলেছেন, মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনায় দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। আরজি কর নিয়েও ন্যায়বিচারের দাবিতে সুর চড়ছে আমজনতার। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নাগরিক সমাজের অবস্থানকেই আরও মজবুত করল।

এদিকে রাজ্য সরকারের আইনজীবী তথা সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিবাল যে মন্তব্য করেছেন তার সমালোচনা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সিবাল আরজি করের ঘটনাকে সাধারণ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তার জবাবে রবিবার ধনকর বলেন, ‘কলকাতার ঘটনা সমগ্র মানবসভ্যতাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। মানবিকতা যেখানে লজ্জিত, সেখানে কিছু বিক্ষিপ্ত স্বর উদ্বেগের কারণ ঘটাচ্ছে। তারা শুধু যন্ত্রণাকেই বাড়িয়ে তুলছে। সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, সেগুলি আমাদের বিবেকবোধের ক্ষতে নুনের ছিটে দিয়েছে।’ রবিবার ঋষিকেশ এইমসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ধনকর।

ঝাড়খণ্ডে চাকরির পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

কনস্টেবল হতে গিয়ে মৃত ১১

রাঁচি, ১ সেপ্টেম্বর : ঝাড়খণ্ড সরকারের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় শারীরিক সক্ষমতা চলাকালীন মৃত্যু হল ১১ পরীক্ষার্থীর। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে চড়া রোদে তাঁদের দৌড়োতে হয়েছে বিভিন্ন শহরে। অসুস্থ হয়েছেন অজস্র পড়ুয়া। বিজেপি এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু জানার চেষ্টা চলছে। গোটা ঘটনায় চাপে হেমন্ত সোরেনের সরকার।

কনস্টেবল পদে নিয়োগের পরীক্ষা ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামৌ, গিরিডি, হাজারিবাগ, পূর্ব সিংভূম ও সাহেবগঞ্জ জেলায় হয়েছে। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, শারীরিকভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার সময় কয়েকটি কেন্দ্রে চাকরিপ্রার্থীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির অভিযোগ, পরীক্ষার্থীদের মাঝ রাত থেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পরের দিন চড়া রোদে দৌড়োতে হয়েছে। রাজ্যবিজেপি সভাপতি বাবুলাল মারান্ডির দাবি, রাজ্য সরকারকে মৃতদের পরিবারকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিজেপি যে অব্যবস্থার অভিযোগ করেছে, তা মানছে না রাজ্যপুলিশ। তাদের দাবি, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক দল, অ্যাম্বুল্যান্স, প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি সবরকম ব্যবস্থা ছিল।

স্বজনহারানো মুখ। ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে মৃতদের ছবি নিয়ে অসহায় আত্মীয়রা। রবিবার।

শীঘ্রই আসতে চলেছে বন্দে ভারতের স্লিপার কোচ। রবিবার সেই কোচ ঘুরে দেখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। বিইএমএল ওই স্লিপার কোচ তৈরি করছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

কিশোরীকে ধর্ষণ পিওনের

লখনউ, ১ সেপ্টেম্বর : বদলাপুরের পর উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ। পাঁচ মাস আগে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে স্কুলের এক পিওনের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। রাতে শৌচকর্মে বেরিয়ে পড়ুয়া বিপত্তিতে পড়েছিল। তাদেরই স্কুলের পিওন তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে চিৎকার করতে না পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে থাকা এক যুবক ছিল পাহারায়। পুলিশকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি থাকায় ছাত্রীটি কিছু জানায়নি। তার শারীরিক পরিবর্তনের ফলে পরিজনেরা জানতে পারেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ধর্ষণ ও পকসো আইনে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : দু’মাসে দু’বার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। অগাস্টের মতো সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনই এলপিজি’র বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ১,৬৯১ টাকা ৫০ পয়সা।

ইউনূস জমানায় বেড়েই চলেছে নিগ্রহ

পদত্যাগ করানো হল হিন্দু শিক্ষকদের

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর : ছোট থেকে শেখানো হয়, বাবা-মায়ের পর শিক্ষক-শিক্ষিকারাই হচ্ছেন সমস্ত ছেলেমেয়ের অন্যতম প্রধান অভিভাবক। তাঁদের হাত ধরেই শিশুরা বড় হয়ে ওঠে, মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিগ্রহ বাড়ছে, তাতে প্রশ্নের মুখে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। গত কয়েকদিনের ভিতর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের অন্তত ৫০ জন হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বলপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সবকটি ক্ষেত্রেই সাদা কাগজে শুধুমাত্র ‘আমি পদত্যাগ করলাম’ লিখে সই করিয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ইউনূস জমানা শুরুর সময় থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী সহ বাংলাদেশের একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের জানমালের আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। ২৯ অগাস্ট বরিশালের বাকেরগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শুক্লরানি হালদারকে একদল তথাকথিত ছাত্র ও জনতা জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। গোড়ায় আপত্তি জানালেও শেষমেশ মারমুখী ছাত্র-জনতার সামনে নতিস্বীকার করে সাদা কাগজে ‘পদত্যাগ করলাম’ লিখে সই করেন শুক্লরানি হালদার।

১৮ অগাস্ট আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল গীতাঞ্জলি বরুয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষক গৌতমচন্দ্র পাল, শারীরশিক্ষার শিক্ষক শাহনাজা আখতারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া। হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এভাবে পদত্যাগ করানোর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আওয়ামি লিগ। সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনও।

ইস্তফা নীতীশ ঘনিষ্ঠ ত্যাগীর

পাটনা, ১ সেপ্টেম্বর : জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পদে ইস্তফা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘনিষ্ঠ দলের প্রবীণ নেতা কেসি ত্যাগী। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শনিবারই জেডিইউ সভাপতির কাছে পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন তিনি। রবিবার দলের তরফে সেই কথা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্যাগীর জায়গায় রাজীবরঞ্জন প্রসাদকে জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ নেতা নিজেও নীতীশ কুমারকে জানিয়েছিলেন, তিনি দলের মুখপাত্রপদের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছিলেন ত্যাগী।

ত্যাগীকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই বিড়ম্বনা বাড়ছিল নীতীশ কুমারের। এনডিএ সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও ওয়াকফ সংশোধনী বিল, সিএএ, গাজার সংকট, ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিমের মতো একাধিক ইস্যুতে দলীয় লাইনের বিরুদ্ধে হেঁটে নিজস্ব মতামত পেশ করছিলেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সুরে সুর মিলিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই ত্যাগী মন্তব্য করতেন। সেই কারণে এনডিএ-র অন্দরের অশান্তি প্রকাশ্যে চলে আসে।

গাজা সংকট নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান বিরোধী সাংসদ একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন। তাতে সই ছিল ত্যাগীর।

হামলায় নিহত মা-মেয়ে

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর : অশান্ত মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় এক মহিলা এবং তাঁর ১২ বছরের মেয়ে নিহত হলেন রবিবার। দুজন পুলিশকর্মীও গুরুতর আহত হয়েছেন। সূত্রের খবর, ড্রোনের মাধ্যমে বোমা ফেলা হয়েছিল। তার আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে মা-মেয়ের। ইম্ফল পশ্চিমের কাডাংবান্দের কাছে কাংপোকপির নাখুজাং গ্রামে বেলা ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ হামলা চালানো হয়। মেইতেই সম্প্রদায়ের অভিযোগ, কুকি জঙ্গিরার হামলা চালিয়েছে।

বোমাতঙ্কে জরুরি অবতরণ

বেঙ্গালুরু, ১ সেপ্টেম্বর : জব্বলপুর থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর বিমানে মাঝ আকাশে বোমাতঙ্ক হওয়ায় বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করতে হল নাগপুরে। যাত্রীদের নামিয়ে জোর তল্লাশি চালানো হলেও কিছু মেলেনি। কোনও অঘটন ঘটেনি। রবিবারের ঘটনা। ইন্ডিগোর ৬ই ৭৩০৮ উড়ানের যাত্রীদের হায়দরাবাদে যাওয়ার জন্য অন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অসমে তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা রিপুন বোরার

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর : অসমে ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন রিপুন বোরা। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে দলীয় কর্মসূচিতে রিপুন বোরাকে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল। এদিন প্রদেশ সভাপতির পদত্যাগের কথা প্রকাশ্যে আসার কয়েকঘণ্টার মধ্যে দলের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়। তৃণমূলের দাবি, রিপুন বোরাকে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। রাজ্যসভায় প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি দল।

ওই যুক্তি অবশ্য মানতে চাননি রিপুন। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে নিজের ইস্তফার পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন তিনি। রিপুনের বক্তব্য, অসমে তৃণমূলের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দল হিসাবে তৃণমূলের ওপর আঞ্চলিকতার যে তকমা রয়েছে, তার ফলে অসমে তাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রের পালটা দাবি, অসমে বাঙালিদের দল হিসেবে তাদের গণভিত্তি ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। রিপুন বোরার পদত্যাগ সেই অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলতে পারবে না। কয়েকদিনের মধ্যে গুয়াহাটি যাচ্ছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অসমের তৃণমূলনেত্রী সুস্মিতা দেব। লোকসভা নির্বাচনে অসমে দলের খারাপ ফল নিয়ে রিপুন বোরার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। অসমের ৪টি আসনে দল মাত্র ৮০ হাজার ভোট পাওয়ার পরেই তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

‘গুপ্তচর’ তিমির রহস্যমৃত্যু

মস্কো, ১ সেপ্টেম্বর : নাম হলদিমির। লম্বায় ১৪ ফুট। ওজন ১,২০০ কেজি। পেশা গুপ্তচরবৃত্তি! বিপুলদেহি হলদিমির কোনও মানুষ নয়, একটি তিমি। ৩১ অগাস্ট নরওয়ে উপকূলে বেলুগা প্রজাতির সেই তিমির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। ২০১৯-এ যখন প্রথমবার হলদিমিরকে দেখা গিয়েছিল সেইসময় তার গলায় বকলসের মতো একটি যন্ত্র বাঁধা ছিল। বিভিন্ন মাধ্যমে দাবি করা হয়, তাতে না কি সেন্ট পিটার্সবার্গের নাম খোদাই করা ছিল।

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তিমিটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করত রাশিয়া। যদিও দাবির সমর্থন বা বিরোধিতায় কোনও বিবৃতি দেয়নি রাশিয়া। তবে হল্যান্ডের ‘হল’ ও রুশ নাম ‘ভ্লাদিমির’কে জুড়ে তিমির নাম হয়ে যায় হলদিমির।

মি টু : কেরল সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ১ সেপ্টেম্বর : হেমা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ‘মি টু’ বিতর্কে উত্তাল মালয়ালম সিনে দুনিয়া। রবিবার একধাপ এগিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বাম সরকারকে নিশানা করেছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘কেন হেমা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে দেরি করছে রাজ্য সরকার? তাদের কীসের দ্বিধা?... এটা এমন কিছু যা আপনারা লুকাতে চান কারণ আপনাদের লোকেরা জড়িত।’ নাড্ডা আরও বলেন, ‘আমি খুবই দুঃখিত যে হেমা কমিটির রিপোর্টে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জড়িত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এসে বলা উচিত যে আসলে কী ঘটেছে।’

মি টু কাণ্ডে নাম ছড়িয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা জয়সূর্যের। আমেরিকা থেকে লেখা খোলা চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন নিগ্রহের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন জয়সূর্য। অভিনেতার দাবি, মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

বিপর্যস্ত অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা, গুজরাটে উৎপাত কুমিরের

হায়দরাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর : বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার চালচিত্র। বর্ষাকালের শুরুর দিকে দেশজুড়ে তীব্র হয়েছিল অনাবৃষ্টির আশঙ্কা। বর্ষা শেষে শরৎ যখন হাজির হয়েছে, তখন জাঁকিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ছবিটা কমবেশি একরকম।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। দু’রাজ্যের একাধিক জেলা হড়পা ও ভূমিধসের কবলে পড়েছে। ব্যাহত সড়ক ও রেল যোগাযোগ। বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাঙ্গল লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বিজয়ওয়াড়া-খাম্মাম লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির কারণে কয়েকটি বিমানের সময় বদল করতে হয়েছে। তবে উড়ান বাতিলের খবর নেই। হায়দরাবাদে সব স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেলেঙ্গানা সরকার। কোথাপল্লিতে দেওয়াল ধসে ২ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রাজ্যের ১১টি জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা।

আগামী কয়েকদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

এই মাসেই অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হতে পারে।

অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার বেশিরভাগ নদীর জলস্তর আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বাড়বে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় জল কমিশন। অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যা-ভূমিধসের বলি কমপক্ষে ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন বিজয়ওয়াড়ার মোগলরাজাপুরমের বাসিন্দা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৃষ্টির ফলে শনিবার মোগলরাজাপুরমে ধস নামে। ২টি বাড়ি চাপা পড়ে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গুন্টুরে শিক্ষকের গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিল ২ পড়ুয়া। গাড়িটি জলের স্রোতে ভেসে যায়। মৃত্যু হয় ৩ জনের। নীচু এলাকার কয়েকহাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৪০ জন জলবন্দিকে উদ্ধার করেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে শনিবার থেকে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি জানান, বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিজয়ওয়াড়া, মছিলিপত্তনম, গুদিভাদা, কাইকালুরু, নরাসাপুরম, অমরাবতী, মঙ্গলাগিরি, নন্দিগামা এবং ভীমাভারম জেলা।

বন্যাকবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। রবিবার বিজয়ওয়াড়ায়।

গুজরাটের ছবিটাও আলাদা নয়। সেখানে বৃষ্টির বলি হয়েছেন ৪৫ জন। রাজ্যের নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধির পাশাপাশি নদী সংলগ্ন জনপদগুলিতে শুরু হয়েছে কুমিরের উৎপাত। জলের তলায় বরোদার বিস্তীর্ণ অংশ। সেখানেও হানা দিচ্ছে কুমিরের দল। বরোদার লোকালয় থেকে এপর্যন্ত ২৪টি কুমিরকে উদ্ধার করেছে বন দপ্তর। বরোদা রেঞ্জের বন আধিকারিক করণসিং রাজপুত বলেন, ‘বিশ্বামিত্রী নদী থেকে কুমিররা শহরে ঢুকছে। আমরা ২৪টি কুমির ও ৭৫টি অন্যান্য বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করেছি। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি কচ্ছপ। সেগুলির প্রতিটির ওজন প্রায় ৪০ কেজি করে। একটি শজারু ও বেশ কিছু বিষধর সাপকে উদ্ধার করা হয়েছে।’ বরোদা সংলগ্ন কামনাথনগর থেকে বৃহস্পতিবার ১৪ ফুট লম্বা একটি দানবাকৃতি কুমিরকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে ওই বন আধিকারিক জানিয়েছেন।

একনজরে

- বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাঙ্গল লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত
- বিজয়ওয়াড়া-খাম্মাম লাইন বন্ধ
- হায়দরাবাদে বন্ধ স্কুল-কলেজ
- দু’রাজ্যে বন্যা-ভূমিধসের বলি ১০
- বরোদা থেকে উদ্ধার ২৪টি কুমির

সুড়ঙ্গে দেহ উদ্ধার মার্কিন সহ ৬ পণবন্দির

জেরুজালেম, ১ সেপ্টেম্বর : জীবিত অবস্থায় নয়। দক্ষিণ গাজায় রাফার এক সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হল ৬ পণবন্দির মৃতদেহ। ইজরায়েলি সেনা হামাসের কবল থেকে তাঁদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারল না। রবিবার ইজরায়েলের

তরফে এখবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি নিয়ে কয়েক মাস ধরে টানাপোড়েন চলছে। সাধারণ মানুষ নেতানিয়াহুর সরকারকেই দায়ী করেছেন। পণবন্দি স্বজনদের জীবিত অবস্থায় না দেখতে পাওয়ায় এদিন তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আইডিএফ-এর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গের কাছে ইজরায়েলি সেনা পৌঁছোনোর আগে পণবন্দিদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে হামাস জঙ্গিরা। উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে ইজরায়েলি-মার্কিন হার্শ গোল্ডবার্গ পোলিনও আছেন। আমেরিকা বিষয়টির ওপর নজর রেখেছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ‘এই অপরাধের জন্য হামাসকে মূল্য চোকাতে হবে।’

এদিকে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পোলিও টিকাকরণের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে হামাস ও ইজরায়েলি সেনা সম্মত হলেও প্রস্তুতি চলাকালীন শনিবার ইজরায়েলি হানায় গাজায় ৪৮ জনের মৃত্যু হল। গাজার স্বাস্থ্য বিষয়ক উপমুখ্যমন্ত্রী আবু অল-রীশ জানিয়েছেন, পোলিও টিকা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য টিকাকরণের টিম গাজার বিভিন্ন জায়গায় যতটা সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করবে।

পাকা চুল তোলা উচিত নয়। এতে ফলিকলগুলি সংক্রামিত হতে পারে, যা থেকে ফুসকুড়ি হতে পারে। তাছাড়া বারবার চুল তুললে নির্দিষ্ট অংশে আঘাত লাগার পাশাপাশি দাগ বা পোস্ট-ইনফ্ল্যামাটরি হাইপারপিগমেন্টেশন হতে পারে।

সুস্থ থাকুন

বাইরে হাঁটার সময় পাচ্ছেন না বলে হতাশ হয়ে পড়ছেন? ঘরেই হাঁটা শুরু করুন। শুধু ঘরেই কেন, অফিসের মধ্যে বা শপিং কমপ্লেক্সের মধ্যে হাঁটতে পারেন, সিঁড়ি ভাঙতে পারেন – যেখানে খুশি। কিন্তু হাঁটুন। ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মতে, আউটডোর ওয়াকিং ও ইন্ডোর ওয়াকিংয়ের উপকারিতা সমান।

শিশুকে না বকে বরং বুঝিয়ে দিন

বাবা-মায়েদের কী করা উচিত

মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি শব্দ যতটা আজ কঠিন মনে হয়, তার শুরু কিন্তু হয় সহজভাবে, শিশুর বিকাশের একবারে গোড়ায়। লিখেছেন শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাইকোলজিস্ট রীমা মুখার্জি

দিন কুড়ি আগে আরজি কর হাসপাতালের এক জুনিয়ার ডাক্তারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ মায় গোটা দেশ উত্তাল। সাধারণ মানুষ 'বিচার' চেয়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বিচারব্যবস্থায় চরম গাফিলতি, অগুনতি ভুল, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা গিয়েছে। এবং সবচেয়ে জরুরি যেটা, সেটা হল শুধু একটা খুন-ধর্ষণে ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। নির্লজ্জ রকমের দুর্নীতির একটা অন্ধকার দিক খুলে গিয়েছে এই ঘটনায়। সেই দুর্নীতির জাল থেকে কিছু মুখ বেরিয়ে আসছে যারা কিন্তু ঠিক ভাড়া করা গুন্ডা নয়, বরং তাঁরা হলেন সমাজের সবচেয়ে পূজনীয় ডাক্তার সম্প্রদায়ের মানুষ। কেন হল এমন? কেন এই অবক্ষয়? মানুষের মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, বিবেকবোধ এসব কোথায় গেল? যাঁদের আমরা উচ্চ আসনে রাখি, সম্ভ্রমের চোখে দেখি, তারা কীভাবে এই অপরাধে যুক্ত হতে পারলেন? আসলে গলদ গোড়াতে। এবারে একটা গল্প বলি।

গল্প ১। তিন বছরের বাচ্চা আভা তার বন্ধু টিনার পুতুল নিয়ে খেলছে এবং সেটা সে আর ফেরত দেবে না কিছুতেই। ফলে টিনাও কান্না শুরু করেছে। আভার মা এসে আভাকে বললেন, 'দেখো, তোমার জন্য তোমার বন্ধু টিনা কষ্ট পাচ্ছে। এটা টিনার পছন্দের পুতুল। তুমি ফেরত দিলে ওর কষ্ট কমবে।' ধীরে ধীরে আভা পুতুলটা টিনাকে ফেরত দিয়ে তার নিজের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একটু পরেই সব ভুলে সে তার নিজের খেলনা নিয়ে আবার টিনার কাছে যায় একসঙ্গে খেলবে বলে।

গল্প ২। এরপর আভার বয়স হয়েছে ১১ বছর। একটা নিউজ চ্যানেলে সে দেখেছে, সাইক্লোনে দিঘার খুব কাছের একটা গ্রামের মানুষজন ঘরহারা হয়ে কান্নাকাটি করছেন। সে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তার মাকে ক্রমাগত জিজ্ঞেস করতে থাকে, কীভাবে সেই মানুষজনকে সাহায্য করা যায়। তাদের তার নিজের বাড়িতে এনে রাখা যায় কি না ইত্যাদি।

এই এগারো বছরের আভা তিন বছর বয়স থেকে বুঝতে শুরু করেছে অন্যের কষ্ট, অন্যের ন্যায্য অধিকার, অন্যের অনুভূতি। অর্থাৎ একদম শিশু অবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বিবেকবোধ এসব তৈরি হতে থাকে।

সাইকো অ্যানালিটিক থিওরি অনুযায়ী, এই নৈতিকতার একটা ইমোশনাল দিক আছে। আমরা যখন খুব ভেতর থেকে কাউকে অনুভব করি তখন অন্যের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আবার নৈতিকতার একটা কগনিটিভ দিক আছে, অর্থাৎ বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বোঝাপড়াগুলো যত বাড়ে তত কিন্তু এই নৈতিকতা বোধগুলো বাড়ে। এতে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়। আবার সোশ্যাল লার্নিং থিওরি বলে নৈতিকতা বোধ বাড়লেই আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

আমরা যদি বিবর্তনবাদের দিকে চাই সেখানেও কিন্তু আমরা দেখব, সামাজিকতা গড়ে ওঠার পেছনে কিন্তু এই মূল্যবোধ রয়েছে। বিভিন্ন রিসার্চ থেকে দেখা গিয়েছে, শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে দলগতভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। যদি একটা পুরুষ শিম্পাঞ্জি কোনও মেয়ে শিম্পাঞ্জিকে আক্রমণ করে, তাহলে গোটা দলটা কিন্তু একসঙ্গে চিৎকার করে কিংবা তাড়া করে। এগুলো হাতি, নেকড়ে বা অন্যান্য সামাজিক প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রাচীন ট্রাইবাল গ্রুপে এই ধরনের অগুনতি উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে কোনও মানুষ সমাজের স্বার্থেই একটা কাজ করছে নিজের কথা না ভেবে। অর্থাৎ, আমাদের জিনে কিন্তু মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি স্বাভাবিক গুণগুলো বর্তমান ছিল। প্রশ্ন হল, তাহলে কোথায় পরিবর্তন হল?

ডারউইন বলেছেন, একই পরিবারের যমজ দুটি বাচ্চাকে আলাদা পরিবেশে মানুষ করলে তাদের চরিত্র আলাদা হয়। অর্থাৎ তার আশপাশের পরিবেশ ও সমাজের ভূমিকা কিন্তু চরিত্র গঠনে বিরাট কাজ করে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, অন্যের অনুভূতি বোঝা ইত্যাদি সূক্ষ্ম ইমোশনাল অনুভূতিগুলো মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সে তৈরি হয়, যা জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। শিশুর জীবনের প্রথম ১০০০ দিন নিয়ে আজকাল প্রচুর কথা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জন্ম থেকে প্রথম আড়াই বছর বয়স অবধি শিশুর বেড়ে ওঠাকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে কারণ ওই সময়ে শিশুর মস্তিষ্ক বাড়ছে দ্রুতগতিতে। সাইকো অ্যানালিটিকাল থিওরি এবং সোশ্যাল লার্নিং থিওরি- দুটোই আবার ইন্টারনালাইজেশন বা আত্তীকরণের কথা বলে। এই আত্তীকরণ কীভাবে হবে তা নির্ভর করে শিশুটির নিজের বৈশিষ্ট্য, তার বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য, তার পরিবেশ ইত্যাদির ওপর। অর্থাৎ আমাদের জোর দিতে হবে প্যারেন্টিং ও পরিবেশের ওপর।

■ শিশুর প্রাথমিক বিকাশের ক্ষেত্রে অ্যাটাচমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর সঙ্গে অন্তত একজন কেয়ারগিভারের অ্যাটাচমেন্ট বাড়াতে হবে। মা-বাবার সঙ্গে শিশুর অ্যাটাচমেন্টের ভিত ভালো থাকলে সে মা-বাবার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।

■ শিশুকে ছোটবেলায় না বকে তাকে সবসময় বুঝিয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন। তার জন্য অন্য কারও কষ্ট হচ্ছে- এই অনুভূতি আমরা দুই বছর বয়স থেকেই শেখাতে পারি। ইন্ডাক্টিভ ডিসিপ্লিন বলে সাইকোলজিতে একটা কথা আছে। এই ডিসিপ্লিন বলে যে, কোনও মা যখন তার বাচ্চাকে শেখায় যে অন্যের দুঃখ হচ্ছে এবং তোমার জন্যই দুঃখ হচ্ছে, তখন কিন্তু তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে কী করা উচিত বা তার কাছ থেকে আমরা কী ব্যবহার আশা করি, সেটাও তাকে শেখালে সে শিখবে। যেটা আমরা তিন বছরের আভার গল্পে দেখেছিলাম।

■ এডওয়ার্ড থর্নডাইকের তত্ত্ব অনুযায়ী, একটা ভালো ব্যবহারের জন্য গুড রিইনফোর্সমেন্ট (অর্থাৎ প্রচুর প্রশংসা বা অন্য কিছু যা শিশুটির ভালো লাগে) পেলে শিশুটি বারবার সে কাজ করতে শেখে।

■ আলবার্ট বান্দুরা সোশ্যাল লার্নিং থিওরিতে বলেছেন, শিশু যা দেখবে তাই নকল করবে। মা, বাবা কিংবা শিক্ষক যার সঙ্গে শিশুর অ্যাটাচমেন্ট বেশি, তাকে শিশু নকল করবে। তাই শিশুর কাছে যিনি রোল মডেল- তার কাজ ও কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা ভীষণ প্রয়োজন।

■ এবার আসি শাস্তির কথায়। জোরে চেঁচালে, বাচ্চাকে মারলে বা খুব বেশি রকমের কিছু করলে শিশু তখনকার মতো চুপ করে যায় হয়তো, কিন্তু বাচ্চার শেখা হয় না। কোনও কোনও মা শিশু অন্যায় করলে কথা বন্ধ করে দেন। কিন্তু এ ধরনের শাস্তি শিশুর অবসাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাদের মধ্যে 'আমাকে কেউ ভালোবাসে না' বা 'আমি কিছুই পারি না' এ ধরনের চিন্তাভাবনা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

■ শিশুরা বড়দের সব কথা যেমন শুনবে, তেমনই শিশুদের কোনও কথায় যুক্তি থাকলে সেটা কিন্তু মা-বাবাদের শুনতে হবে। যেমন, ফ্রিজে একটি কেক রাখা আছে অন্য কারও জন্য, কিন্তু শিশু কোনও গরিব মানুষকে দেখে কেকটি দিয়ে দিল। এসব ক্ষেত্রে শিশুটির কাজের একটা যৌক্তিকতা আছে যা প্রশংসার যোগ্য।

■ মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন কোনও পোশাক কোথায় পরা যেতে পারে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা অনেক সময়েই মায়েরা দিয়ে থাকেন। এতে তারা সমাজের নিয়মকানুন শিখতে পারে। কিন্তু তাদের কোনও ভিন্ন মত থাকতেই পারে। সেটাতে সম্মান জানাতে হবে। শুনতে হবে তাদের কথা।

সবশেষে বলি, সামাজিক অবক্ষয় একদিনে হয় না এবং তাই এর প্রতিকারও একদিনে সম্ভব নয়। কোনও মা-ই তাঁর ছেলেমেয়েকে খারাপ পথে যেতে নির্দেশ দেন না। তবু ভুল হয়ে যায়। আজকের এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদেরকেও চুলচেরা বিচার করতে হবে। বাবা-মা হিসেবে সেই দায় আমাদের নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে সেই দায় আমাদের উপর পড়ে বইকি। তাই চলুন, আবার শুরু করি। যে শিশু আজ পৃথিবীতে পদার্পণ করল, তাকে যেন দিতে পারি আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের বিবেকবোধ। সে যেন মাথা উঁচু করে আমাদের সামনে দাঁড়ায়।

নিষিদ্ধ ওষুধ খেয়ে ফেললে কী হবে

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৫৬টি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি) ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে, যার মধ্যে চেস্টন কোল্ড ও ফোরাসেটের মতো জনপ্রিয় ওষুধও রয়েছে। এই দুটি ওষুধ যথাক্রমে সর্দিজ্বর ও ব্যথার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারের মতে, এই এফডিসি ওষুধগুলি অযৌক্তিক এবং এদের কোনও থেরাপিউটিক সুবিধা নেই।

এফডিসিএস এমন ওষুধ যাতে একাধিক সক্রিয় উপাদান থাকে। এতে থাকা রাসায়নিক যৌগ শরীরে প্রভাব ফেলে। যক্ষ্মা ও ডায়াবিটিসের রোগী, যাদের নিয়মিত একাধিক ওষুধ খেতে হয় তাদের জন্যই এই এফডিসি ওষুধ। অর্থাৎ এফডিসিগুলো প্রতিদিন খেলে ওষুধের সংখ্যা কমবে এবং চিকিৎসাতেও সাহায্য করতে পারে।

নিষেধের তালিকায় রয়েছে- অ্যাসিক্লোফেন্যাক ৫০ এমজি + প্যারাসিটামল ১২৫ এমজি, মেফেনামিক অ্যাসিড + প্যারাসিটামল ইনজেকশন, সেটিরিজাইন এইচসিএল + প্যারাসিটামল + ফেনিলেফ্রিন এইচসিএল, লিভোসেট্রিজাইন + ফেনিলেফ্রিন এইচসিএল + প্যারাসিটামল, প্যারাসিটামল + ক্লোরফেনির্মাইন মালেট + ফেনিল প্রোপানোলামিন এবং ক্যামিলোফিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড ২৫ এমজি + প্যারাসিটামল ৩০০ এমজি সহ একাধিক ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, খিঁচুনি এবং উদ্বেগজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্লোনাজেপাম ট্যাবলেট, অ্যান্টি-হাইপারটেনশন ড্রাগ টেলমিসার্টন সহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং কিছু মাল্টিভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের মান খারাপ। এগুলি ব্যবহার করার আগে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

এখানে প্যারাসিটামল, সেট্রিজিন বা কিছু ভিটামিনের নাম দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ, মূল ওষুধ নয়, বরং এদের মিশ্রণ বা ককটেল ওষুধ নিষিদ্ধ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নিষিদ্ধ ওষুধগুলো কি এখনও পাওয়া যাবে? সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রস্তুতকারকদের অবিলম্বে এইসব ওষুধের উৎপাদন, মজুত ও বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। যদিও সেগুলো মার্কেটে কিছুদিন পাওয়া যেতে পারে। এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, 'আমরা দেখেছি, এই ধরনের অর্ডারের পর কোম্পানিগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতও মার্কেটে মজুত করা ওষুধগুলি বিক্রির অনুমতি দেয়।'

তাই বলে কেউ নিষিদ্ধ এফডিসি ওষুধ খেয়ে ফেললে আতঙ্কিত হবেন না। কারণ, এই সব ওষুধ বছরের পর বছর ধরে মার্কেটে থাকতে পারে এবং হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে সেগুলি খেয়ে ফেলেছেন। তাই এখন খেলেও ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তাহলে এগুলোকে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন কী ছিল? কারণ, এগুলোতে থাকা উপাদান হয় একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করে না কিংবা সেই সব উপাদান রোগীর একসঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবথেকে বড় কারণ, অ্যান্টিবায়োটিকের মিশ্রণকে প্রচলন থেকে বের করে দেওয়া। কারণ, অ্যান্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে সামান্য অসুখে এমনকি সাধারণ সংক্রমণেও উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাই এগুলো না খাওয়াই ভালো।

মাম্পসে পথ্য হতে পারে ফলের রস, খিচুড়ি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

মাম্পস আসলে ভাইরাল সংক্রমণ। সাধারণত বাচ্চারাই এতে আক্রান্ত হয়। রোগীর বয়স সাধারণত দুই থেকে দশ বছর। প্রাথমিকভাবে এই ভাইরাস প্যারোটিড গ্রন্থি সহ বিভিন্ন লালাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। সেখান থেকেই এই সংক্রমণ হয়। কারও হাঁচি বা কাশির ড্রপলেট থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস।

উপসর্গ

প্রধান উপসর্গ গলা, চিবুক ফুলে যাওয়া, সঙ্গে ব্যথা ও জ্বর। কারও ক্ষেত্রে প্রথমে একদিকে ফুললেও পরে আরেক দিকেও ফুলে যেতে পারে। সঙ্গে বমি, খেতে না পারা, মেজাজে পরিবর্তন, দুর্বলতা ইত্যাদি নানা উপসর্গ থাকে। এর সঙ্গে অনেক শিশুরই অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস, এনসেফ্যালাইটিস, অর্কাইটিস অর্থাৎ মস্তিষ্কে প্রদাহ ও অণ্ডকোষে প্রদাহ, প্যানক্রিয়াটাইটিসেও আক্রমণ হচ্ছে।

ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তিন-চারদিন পর থেকে উপসর্গ দেখা দেয়। ইমিউনিটি ভালো থাকলে অনেকের কোনও উপসর্গ থাকে না। এই অবস্থায় বাচ্চারা অনেকেই স্কুলে যায়, খেলা করে। সেখান থেকে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। তবে সচেতনতার অভাবও রয়েছে।

চিকিৎসা এবং করণীয়

মাম্পসের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বাচ্চাদের দেওয়া হয় না। সরকারি স্তরে শুধু হাম ও কলেরার প্রতিষেধক না দিয়ে মাম্পসের প্রতিষেধকও এর সঙ্গে যুক্ত করা একান্ত জরুরি। ব্যথার কারণে বাচ্চারা খেতে না চাইলে দুধ, ফলের রস, খিচুড়ি খাওয়াতে হবে। সঙ্গে বেশি পরিমাণ জল। সাধারণত মাম্পস

সারতে দু'সপ্তাহ সময় লাগে। ততদিন আপনার বাচ্চাকে সুস্থ বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখুন। সব বাচ্চাকেই তিনটি ভ্যাকসিন দিতে হবে যাতে তাদের মাম্পস না হয়। বাচ্চার উপসর্গের দিকে নজর রাখুন। সামান্য খিঁচুনি, বমি, ভুল বকা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। একে উপেক্ষা করলে বাচ্চার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বাচ্চাকে ওষুধ দেবেন না।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

রবিবার পুলিশ দিবসে জলপাইগুড়ি শহরের একটি ভবনে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। চোখ, ইএনটি সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন হলে পুলিশের তরফে দায়িত্ব নিয়ে করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরে আসা মানুষগুলোকে ওষুধ কিনে দুপুরে খাইয়ে তাঁদের টোটোয় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন পুলিশকর্মীরা। আগের দিন রাতে পুলিশ সুপার সরেজমিনে নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন।

গভীর রাতে পাশে ছিল পুলিশ, কৃতজ্ঞ পূর্ণিমা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : মাসখানেক আগের কথা। রাত তখন প্রায় ১১টা। কোতোয়ালি থানার নম্বরে ফোন আসে। ফোনের ওপাশ থেকে মহিলা কণ্ঠে বলা হচ্ছে, 'আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে। আপনারা কি কেউ একটু আসতে পারবেন?' জিডি রুমে থাকা ডিউটি অফিসার দ্রুত মহিলার নাম-ঠিকানা জেনে নেন। মহিলার কণ্ঠস্বরে পুলিশ অফিসার বুঝতে পারেন তিনি মারাত্মক যন্ত্রণায় কাতর। মহিলা পুলিশকর্মী সহ একটি টিম দ্রুত পাঠিয়ে দেন মহিলার বাড়িতে। কোতোয়ালি থানার টিম মহিলার বাড়ি পৌঁছে দেখেন একা ওই বৃদ্ধা বাড়ির বিছানায় পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য সময় নষ্ট না করে পুলিশের গাড়িতে করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। একদিন ভর্তি থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। তারপর থানা থেকে নিয়মিত লোক পাঠিয়ে যেমন বৃদ্ধার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল, একইভাবে থানার তরফে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন পুলিশকর্মীরা। রবিবার পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে সেদিন রাতের ঘটনা জানালেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূর্ণিমা সরকার।

এদিন জানা গেল, কেবল পূর্ণিমাদেবী নন, তাঁর মতো পুর এলাকার ১৫৬ জন বয়স্ক নাগরিক, যাঁদের বাড়িতে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি নেই, তাঁদের নাম পুলিশ প্রণাম প্রকল্পে নথিভুক্ত করে স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন অসুবিধায় ২৪ ঘণ্টা পাশে থাকার দায়িত্ব নিয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে পূর্ণিমাদেবী জানালেন, ১০ বছর আগে স্বামী মারা গিয়েছেন। কোনও সন্তান নেই। বাড়িতে একাই থাকেন। সেদিন রাতে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে পুলিশকর্মীরা নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দিতেন। তিনি বলেন, 'সেদিন যদি পুলিশ না আসত, হয়তো আমি বিনা চিকিৎসায় বাড়িতেই মরে যেতাম। সেদিনের পর থেকে পুলিশই আমার ভরসার জায়গা।' স্বাস্থ্য শিবিরে তাঁর পাশে বসে থাকা সেনপাড়ার কল্যাণী রায় বললেন, 'আমারও বাড়িতে কেউ নেই। বয়সের কারণে ঠিকঠাক চলাফেরা করতে পারি না। ওষুধের প্রয়োজন হলে এক সিভিক ভাই রয়েছে তাকে জানাই। সে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।'

প্রবীণ নাগরিকদের দেখভালের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে দু'তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। যাঁরা মাঝেমধ্যে এই বয়স্ক মানুষগুলোর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেন। এছাড়াও ওয়ার্ড হিসেবে প্রণাম প্রকল্পের জন্য অফিসারদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া আছে। এক বছর ধরে চলছে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পুলিশের প্রণাম প্রকল্প।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যে প্রবীণ নাগরিকরা বাড়িতে একা থাকেন, তাঁদের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, অসুস্থ হলে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। একাকিত্ব কাটাতে উৎসবের দিনগুলোতে এই বৃদ্ধ মানুষগুলোর মনে একটু আনন্দ দেওয়া পুলিশের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর পুজোতে এই প্রবীণ নাগরিকদের মণ্ডপে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ।

এদিন পুলিশ দিবসে শহরের একটি ভবনে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। চোখ, ইএনটি সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন হলে পুলিশের তরফে দায়িত্ব নিয়ে করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরে আসা মানুষগুলোকে ওষুধ কিনে দুপুরে খাইয়ে তাঁদের টোটোয় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন পুলিশকর্মীরা।

পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বয়স্ক নাগরিকদের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রণাম প্রকল্প আমরা জলপাইগুড়ি শহর দিয়ে শুরু করেছি। আজ তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীতে জেলার প্রতিটি থানাতেই এই প্রকল্প চালু করার ইচ্ছে রয়েছে।'

পুলিশের আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে প্রবীণরা। রবিবার।

> বয়স্ক নাগরিকদের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রণাম প্রকল্প আমরা জলপাইগুড়ি শহর দিয়ে শুরু করেছি। আজ তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীতে জেলার প্রতিটি থানাতেই এই প্রকল্প চালু করার ইচ্ছে রয়েছে।
>
> **-খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> পুলিশ সুপার

জলপাইগুড়ি শহরে শনিবার রাতে নিরাপত্তা পরিদর্শনে পুলিশ সুপার এবং কোতোয়ালি থানার আইসি। -সংবাদচিত্র

নিরাপত্তা কেমন, রাতে শহরে টহল এসপি'র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : জেলা হাসপাতালের নার্সিং ট্রেনিং কলেজের হস্টেলের পেছন দিকের রাস্তা থেকে রাজবাড়িপাড়ার অলিগলিতে জনাকয়েক তরুণ রাত সাড়ে ১০টায় রাস্তায় বসে মদ্যপান করছিলেন। হঠাৎ সিভিল ড্রেসে স্বয়ং এসপি তাঁদের সামনে হাজির। তাও আবার সাইকেলে চেপে। তিনি কে, বুঝতে না পারলেও পাশেই পুলিশের পোশাকে কোতোয়ালি আইসি-কে দেখে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করতেই পুলিশ তাঁদের ধরে ফেলে। শনিবার রাতে জেলা হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন থেকে মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের নিরাপত্তা সঙ্গী আইসি সঞ্জয় দত্তকে নিয়ে পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

এদিন গেস্টহাউস থেকে সাইকেলে চেপে শহরের হালহকিকত দেখতে বেরিয়েছিলেন পুলিশ সুপার। বড় ডাকঘর মোড়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান জেলা সদর হাসপাতালে। সেখানকার প্রশাসনিক ভবন ও প্রশিক্ষণরত নার্স এবং চিকিৎসকদের আবাসন, যাত্রী প্রতীক্ষালয় ঘুরে দেখেন। নার্সদের হস্টেলের পেছনের গলিতে অন্ধকার থাকে। নিঝুম রাতে অনেক ছেলে সেখানে আড্ডা মারে। সেখানকার বাইরের এবং ভেতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। নার্সদের হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গেও কথা বলেন এসপি।

জেলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সামনের রাস্তা দিয়ে তাঁরা চলে যান মেডিকেল কলেজে। যাওয়ার রাস্তায় ফের সেই অলিগলিতে বসে মদ্যপান, চুটিয়ে আড্ডা মারার ঘটনা দেখেন। সেদিনকার মতো সকলকেই সাবধান করে ছেড়ে দেন। মেডিকেল কলেজের ভেতরের ও প্রবেশপথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক নজরদারি করার উপর জোর দেন এসপি। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের সঙ্গেও আলোচনা করেন তিনি। মেডিকেল কলেজের বাইরে রাস্তার পাশে থাকা দোকানগুলিতেও নজরদারি চালান।

আবার সাইকেলে চেপে বেগুনটারি, শান্তিপাড়া হয়ে দিনবাজারে পৌঁছান এসপি। এক মাস আগেই এই দিনবাজারের রাস্তায় বহিরাগত দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছিল। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার অবস্থান থেকে পুলিশের নৈশকালীন প্রহরার দিকগুলি খতিয়ে দেখেন এসপি। প্রায় ১৫ কিমি রাস্তা এদিন সাইকেলে ঘোরেন এসপি। পুলিশের টিম শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাজার, আবাসন, হাসপাতাল সর্বত্র কেমন ডিউটি করছেন সেটাও দেখে নেন।

পুলিশ সুপার বলেন, 'গাড়িতে করে পুলিশের পোশাক পরে সবসময় ডিউটি করে থাকি। কিন্তু সাইকেলে চেপে অলিগলির ভেতরে খুব সহজেই চলাফেরা করা যায়। বাজার, হাসপাতাল, নার্সিং হস্টেল ছাড়াও শহরে গুরুত্বপূর্ণ জনবসতি এলাকায় কেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে তা দেখতেই বেরিয়েছিলাম। কিছু রাস্তায় পথবাতির আলো নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। হাসপাতাল ও নার্সিং ট্রেনিংদের হস্টেল এবং সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেছি। যারা রাতে অলিগলির রাস্তায় বসে আড্ডা মারেন তাদের এরপর অহেতুক উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা গেলে পুলিশ আটক করতে বাধ্য হবে।'

থামছে না প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ সেপ্টেম্বর : কোথাও পথনাটক, কোথাও প্রতিবাদ মিছিল। কোথাও আবার ইউটিউবার ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রতিবাদ। আরজি কর কাণ্ডে সরগরম রইল জলপাইগুড়ি শহর।

এদিন নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের নাটক 'দ্রোহকাল' এবং জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর 'আজও অন্ধকার' অভিনীত হল শহরের পান্ডাপাড়া প্রতাপ সংঘ ও বৌবাজার অঞ্চলে। অন্যদিকে, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চের তরফে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে।

এছাড়া এদিন শহরের ইউটিউবার এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের উদ্যোগে কদমতলা মোড়ে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সন্ধ্যার দিকে ফকল্যান্ড কালীবাড়ি থেকে মুন্ডাবস্তি পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান এলাকার সাধারণ মানুষ।

ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের সামনে থেকে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বেগুনটারি মোড় পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলও বের হয় এদিন সন্ধ্যায়। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে লাটাগুড়ি যুবসমাজও একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

অন্যদিকে, আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন আদিবাসী অধ্যুষিত মুন্ডাবস্তির মহিলারা সরব হলেন। রবিবার বেলা ৪টা নাগাদ মুন্ডাবস্তিতে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গোটা মুন্ডাবস্তি পরিক্রমা করে।

পাশাপাশি, লাটাগুড়ি বাজারে একটি এদিন একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সন্ধ্যায় বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে মিছিল করল কিশোরী, তরুণী ও মহিলারা। মিছিলটি বাতাবাড়ি কিষান মান্ডি থেকে শুরু হয়ে বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার হয়ে তরুণ সংঘ পরিক্রমা করে কিষান মান্ডিতে এসে শেষ হয়।

ডাক্তারি পড়ুয়ার ন্যায্য বিচারের দাবিতে এদিন সন্ধ্যায় শহরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করে ধূপগুড়ি মহকুমা ক্লাব সমন্বয় কমিটি। মহকুমা এলাকার দুটি ব্লক এবং পুর এলাকার সমস্ত ক্লাবগুলোর সদস্য সমর্থকরা এই মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দান থেকে শুরু হয়ে চৌপথি মোড় এলাকায় শেষ হয়।

এছাড়া এদিন জেলার মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দিঘি বাজারে আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। অন্যদিকে, মাল শহরের ক্যালটেক্স মোড় থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত মিছিল করে সমাজসেবী সংগঠন গাউ সমাজ।

আরজি করে চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি। জলপাইগুড়িতে রবিবার।

সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। রবিবার।

পুনর্মিলনে স্মৃতিচারণ

স্যারের বেতই দাঁড় করিয়ে দিল জীবনে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : স্যরদের হাতে মার খাওয়াটা তখন তেতো লাগত। এখন ষাটোর্ধ্ব জ্যোতির্ময়, বিকাশরা বোঝেন, সেটা আসলে আশীর্বাদই ছিল। রবিবার জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তরফে আয়োজিত হয় শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে এল প্রায় ৪৯ বছর আগের স্মৃতি। সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কখনও চোখে জল চলে এল। কখনও আবার সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'সালটা ওই ৭৩ কি ৭৪। অশোক স্যর ক্লাসে ঢুকেই পড়া ধরলেন। পড়া না করে আসায় সোজা পাঠিয়ে দিলেন ক্লাসের বাইরে। কড়া নির্দেশ, ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত নীলডাউন! সোজা হয়ে দাঁড়ালে আর ছুটি নেই। শুধু তাই নয়, পড়া না করে আসায় দু'-একবার পিঠে পড়েছিল বেতও', বললেন ১৯৭৫ সালের প্রাক্তনী তথা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'সেসময় বুঝিনি, আজ বুঝি, ওটা ছিল স্যরদের আশীর্বাদ। ওই আশীর্বাদ না পেলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না।'

শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে বয়স্ক 'ছাত্র'দের মুখে শোনা গেল, শিক্ষা ব্যবস্থা সুন্দর করে তুলতে শিক্ষকদের হাতে বেত ফিরে আসা উচিত। আরেকদিক থেকে বিকাশ মালাকার বলে উঠলেন, 'স্কুল পালিয়ে একবার রূপশ্রী সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। টিকিট না পেয়ে ক্লাসে লেট করে ঢুকতে শংকর স্যর বলে উঠলেন, কীরে টিকিট পেলি না?'

রবিবার জলপাইগুড়ি মোহন্তপাড়ার বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ও কালচার ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উঠে আসে পুরোনো অনেক কথা, স্মৃতি। শিক্ষক অশোক মিত্র বললেন, 'এখন আফসোস হয়, তোদের কত মেরেছি, বকেছি। তাও তোরা আমাদের ভুলে যাসনি। এটাই প্রাপ্তি।' আবেগে ভাসলেন আরেক শিক্ষক অজয় গুহ রায়ও। তাঁর কথায়, 'পুরোনো ছাত্রদের ডাক পাওয়াটা পুজোয় বোনাস পাওয়ার মতো। এখানে এসে চোখে ভাসছে, ক্লাসরুমে একদিকে আমরা, আমাদের সামনে সেই ছোট ছাত্ররা।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৭
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৬
ও নেগেটিভ	–	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	১০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১৭
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৮
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৯
এবি নেগেটিভ	–	০

■ এফএফপি

এ পজিটিভ	–	২৫
এ -নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২৬
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩০
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২০
এবি নেগেটিভ	–	০

■ প্লেটলেট

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১

ফের ফুটপাথের দখল ব্যবসায়ীদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান থামতেই ফের ফুটপাথে দোকান বসানোর হিড়িক পড়েছে। ধূপগুড়ি শহরের চুড়িপট্টি, কলেজ রোড, ডাকবাংলো রোড প্রভৃতি এলাকায় ব্যবসায়ীরা দ্রুতগতিতে ফুটপাথে দোকান দিচ্ছেন। পুলিশ ও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শহরবাসী। এই পরিস্থিতিতে অনেকেরই প্রশ্ন, তবে কি প্রশাসন পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে দখলদারিতে? ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'পুলিশ ও পুরসভা সাধারণ মানুষের স্বার্থেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নেমেছিল। আমরা চেয়েছিলাম দখলরাজ উঠে যাক। সেই নির্দেশ না মানলে আগামী সময়ে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রশাসন দখলদারিতে কাউকে উৎসাহ দিচ্ছে না।'

জবরদখল উচ্ছেদে পুলিশ ও প্রশাসনের রণংদেহি মূর্তি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও তাজা। মাস দেড়েক আগে অসংখ্য ঝুপড়ি দোকান ভেঙে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়। অবশ্য এখন ধূপগুড়ির ছবি দেখে বোঝা যাবে না যে, এখানে দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযান চলেছিল। ফুটপাথে এসে বসেছে পরোটা ভাজার উনুন থেকে রকমারি পণ্যের দোকান। বাজারের রাস্তার দু'পাশের দোকানদার গলি আটকে বসেছেন।

অভিযানের আগে ও পরের

ধূপগুড়ি বাজারের গলিপথে ফের জাঁকিয়ে বসছে জবরদখল।

ছবিতে তফাত অবশ্য আছে। আগে যেখানে বাঁশের খুঁটিতে প্লাস্টিক বেঁধে দোকানদারি চলত, এখন সেখানেই সিমেন্টের খুঁটি পুঁতে পাকা কাঠামো গড়ে উঠছে। শহরবাসীর অনেকেই বলছেন, জবরদখল উচ্ছেদের সবটুকুই ছিল লোকদেখানো নাটক। মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যে ফুটপাথের ভোল বদলে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা পেশায় ব্যাংককর্মী অসিত চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'প্রশাসন যেভাবে তেড়েফুঁড়ে নামল, তাতে আশা করেছিলাম এবার স্বচ্ছন্দে রাস্তায় চলতে পারব। এখন মনে হচ্ছে ওই উচ্ছেদ অভিযান একটা গটআপ গেম ছিল।' দেড় মাস আগের পুলিশ ও পুরসভার অভিযানকে কটাক্ষ করছে জনসাধারণ। ফের দখলদারি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্তারা। ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'উচ্ছেদ অভিযানে প্রশাসনের ভূমিকাকে আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে হঠাৎ করে কিছু বদল করা যায় না। নিয়মিত নজরদারি ছাড়া ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখা সম্ভব নয়।'

রাজনৈতিক মহল বলছে, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে চাপে রয়েছে সরকার। ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে এমনিতেই ফুঁসছে মানুষ। ওই পরিস্থিতিতে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা পথে নামলে সরকারের চাপ বাড়বে। তাই জবরদখল ইস্যুতে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। অবশ্য বিজেপি অভিযোগ করছে, উচ্ছেদ অভিযানের সবটুকুই শাসকদলের পরিকল্পনা। বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্তের বক্তব্য, 'ফুটপাথ দখলমুক্ত করাটা ছিল তৃণমূলের একটা স্টাইল। মানুষজনকে চাপে রেখে ভয় দেখাতে চায় ওরা। সমস্যা জিইয়ে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তোলাই আসল উদ্দেশ্য তৃণমূলের।'

গানে গাছ লাগানোর বার্তা বাউল গণেশের

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : একেক বাউল একেক আঙ্গিকে তাঁদের গান পরিবেশন করে থাকেন। সেই গানের কথায় অনেকক্ষেত্রেই থাকে সমাজের প্রতি নানারকম বার্তা। একতারা কিংবা দোতারা আর ডুগি বাজিয়ে সেই গানের বোলে যেন জাদু ঢেলে দেন তাঁরা। ময়নাগুড়িতে সিদ্ধা গোপাল নামে এক বাউল ছিলেন। বেশ নামডাক ছিল তাঁর। সিদ্ধা গানের মাধ্যমে সবুজ পৃথিবী গড়ার ডাক দিতেন। কয়েক বছর আগে তিনি প্রয়াত হন। যদিও তাঁর অবর্তমানে একই কাজের মধ্যে দিয়ে একই বার্তা দিয়ে চলেছেন তাঁর তরুণ ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম বাউল গণেশ সিদ্ধা।

ময়নাগুড়ি ব্লকের দ্বারিকামারি গ্রামের বাসিন্দা গণেশরা। বাবার মৃত্যুর পর বাবার দেখানো পথেই প্রকৃতিকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে নিজেদের বাঁধা লোকগীতির মাধ্যমে গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে জনসাধারণকে সচেতন করে চলেছেন গণেশ। তাঁর বিভিন্ন গানের মধ্যে একটি গানের বোল- 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও, গাছ না থাকলে আমরাও একদিন বিলুপ্ত হব, যেভাবে বিভিন্ন জায়গাতে অবিচারে গাছ কাটা হচ্ছে তার পরিণাম ভয়াবহ, তাই আরও গাছ লাগাবার দরকার..।' এটি তাঁর বাবার লেখা।

কথাপ্রসঙ্গে গণেশ জানালেন, ছোটবেলাতেই বাবার হাত ধরে সংগীত জগতে প্রবেশ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় কখনও ভায়োলিন, কখনও দোতারা নিয়ে ঘুরে বেড়ান গণেশ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যান। পায়ে সমস্যা থাকার দরুন চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও অদম্য জেদে ছুটে বেড়ান। চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে নতুন বাদ্যযন্ত্র কেনার সামর্থ্য নেই তাঁর। পুরোনোগুলি দিয়েই চলছে তাঁর জীবন সংগ্রাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্রের অভাব সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে জানালেন গণেশ। পথেঘাটে গান গেয়ে, অনুষ্ঠান করে যা রোজগার হয় তা দিয়েই চলে সংসার। প্রতিবন্ধী ভাতার এক হাজার টাকা পান। তবে আর কোনও সুযোগসুবিধা জোটেনি।

গণেশের মা পার্বতীদেবী জানান, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রশাসনের তরফে কোনও সহায়তা আজ অবধি পাননি। আগে তাঁর স্বামী শিল্পীভাতার এক হাজার টাকা অনুদান পেতেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ভাঙা জরাজীর্ণ ছাপড়া ঘরে কোনওরকমে জীবন কাটছে তাঁদের। প্রশাসন মুখ তুলে তাকাক, এমনটাই দাবি পার্বতীদেবীর।

নিজের বাড়িতে চর্চায় গণেশ। -সংবাদচিত্র

বাংলার সিলেবাস ছাড়াই ক্লাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : কিছুদিন আগেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন কলেজে স্নাতক স্তরে তৃতীয় সিমেস্টারের নতুন সিলেবাসের ক্লাস শুরু হয়েছে। কলেজগুলিতে তৃতীয় সিমেস্টারের সমস্ত বিষয়ের নতুন সিলেবাস পাঠানো হলেও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনও বাংলার সিলেবাস পাঠানো হয়নি। এর জেরে অধ্যাপকদের পাশাপাশি পড়ুয়ারাও সমস্যায় পড়েছেন। কলেজগুলিতে তৃতীয় সিমেস্টারের বাংলার ক্লাস কার্যত প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে। পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (আর্টস) তথা বাংলার বিভাগীয় প্রধান জ্যোতিপ্রসাদ রায় বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়েই আমরা সিলেবাস শেষ করে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর কাছে জমা দিই। এ বিষয়ে যা বলার তা তিনিই বলতে পারবেন।' রবিবার বহুবার ফোন করলেও সাড়া না দেওয়ায় উপাচার্য ডঃ নিখিলচন্দ্র রায়ের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গত বছর থেকে স্নাতক স্তরে প্রথম চার বছরের কোর্স শুরু হয়। গত বছর এই সময়ে যাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন তাঁরা এখন কার্যত তৃতীয় সিমেস্টারে উঠেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারের সিলেবাস ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সিমেস্টারে নতুন সিলেবাসে ক্লাস হচ্ছে। কিন্তু বাংলার সিলেবাস সংক্রান্ত সমস্যায় অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। এবিএন শীল কলেজের বাংলার অধ্যাপক রাতুল ঘোষ বললেন, '১২ অগাস্ট থেকে কলেজে তৃতীয় সিমেস্টারের ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার সিলেবাস এসে পৌঁছায়নি।' কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সিলেবাস না আসায় সেটা নিতে পারছি না।'

বাংলার নতুন সিলেবাস তৈরিতে আর্টসের ডিন মাসখানেক আগে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। তাতে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ১৫টি কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে আগত একজন আধিকারিক ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আধিকারিকরাও সেই বৈঠকে ছিলেন। সেই বৈঠকে সকলে একমত হননি। এ কারণে বাংলার তৃতীয় সিমেস্টারে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

প্রচণ্ড গরমে ফেটে গিয়েছে ধানের জমি। রাজগঞ্জে। -সংবাদচিত্র

ধানের জমি ফেটে চৌচির

রোয়া চারা শুকিয়ে যাওয়ার শঙ্কা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে রাজগঞ্জ ব্লকের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টি নেই। ফলে, চারা রোয়া জমির মাটি ফেটে যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে চলা তীব্র গরমে রোয়া চারা শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। তাঁদের অনুমান, আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে ধানের রোয়া চারা শুকিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে জলও ক্রমাগত শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে।

রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্তরপাড়ার কৃষক লক্ষ্মীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'এ বছর কয়েক বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করেছি। বৃষ্টি ভালোই হচ্ছিল। রোয়া চারার চেহারাও ভালো ছিল। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে। তিন-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে রোয়া চারা শুকিয়ে যাবে। দেরিতে বৃষ্টি হলেও ফলন অর্ধেকে নেমে যাবে।' বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক ব্যোমকেশ রায় জানান, জমিতে শ্যালো বসানো নেই। প্রচুর খরচের জন্য পাম্পসেট দিয়ে জল দিতে পারব না। পাঁচ-ছয় বিঘা জমিতে আমন ধান লাগানো। আবহাওয়া ক্রমশ চিন্তা বাড়াচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

রাজগঞ্জ ব্লকের সীমান্ত ঘেঁষা সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়ার চাষি আলিয়ার রহমানের কথায়, 'দুই-এক বিঘা জমিতে শ্যালো থেকে জল তুলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাত-আট বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব না। বেশ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় জমি ফেটে যাচ্ছে। আশঙ্কা করছি, দুই-একদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে চড়া রোদে ধানের রোয়া চারা শুকিয়ে যাবে।' গ্রামের আরেক কৃষক আইজুদ্দিন মোহাম্মদ জানান,

> গত এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে। তিন-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে রোয়া চারা শুকিয়ে যাবে। দেরিতে বৃষ্টি হলেও ফলন অর্ধেকে নেমে যাবে।
>
> **লক্ষ্মীন্দ্রনাথ রায়** কৃষক

প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে তিনি আমন ধানের চাষ করেছেন। আশা করেছিলেন ফলন ভালো হবে। কিন্তু বৃষ্টি না হলে ফলন অর্ধেকে নেমে যাবে বলে তাঁর দাবি।

এ প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ ব্লক কৃষি দপ্তরের এক কর্তা জানান, কৃষকরা যেসব এলাকায় জল নেই তা চিহ্নিত করে স্মারকলিপি দিলে তাঁরা সেচ দপ্তরকে জল ছাড়ার কথা বলবেন বলে জানানো হয়। আর যেখানে সেচের সুবিধা নেই সেখানে কিছু করা যাবে না বলে প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

ব্যস্ত পথে দিব্যি কালোমাথা কাস্তেচরা

সাগর বাগচী

নকশালবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি বাজারের ঘাটানি মোড়। ব্যস্ত রাস্তায় মুখোমুখি বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দুটি বাস। রাস্তার দু'পাশে তখন যাত্রী তোলার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি টোটো। ওই দুটি বাসের পেছনে আরও কিছু যানবাহন এসে দাঁড়ায়। চারদিক থেকে তখন ভেসে আসছে হর্নের শব্দ।

অথচ অবাক কাণ্ড! কোলাহলে পরিপূর্ণ ওই এলাকায় একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়বে, তিনটি গাছে বাসা বেঁধে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বক। চরম হইহট্টগোলের মাঝেও গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে নকশালবাড়ির ওই এলাকার গাছগুলিতেই কেন প্রত্যেক বছর তারা এসে বাসা বাঁধছে, মিলিত হচ্ছে কিংবা প্রজনন করছে, সেই উত্তর এখনও অজানা। তবে খোঁজার চেষ্টা চলছে।

ঘাটানি মোড়ে অসমাপ্ত বহুতলের ওপরে সদস্যরা গণনার কাজ করছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই বকের দলে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় কালোমাথা কাস্তেচরা। তারা এই মুহূর্তে সেখানে কত সংখ্যায় রয়েছে, তা জানতে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, নকশালবাড়ি বিজ্ঞান ক্লাব যৌথভাবে রবিবার থেকে গণনার কাজ শুরু করেছে।

এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কার্সিয়াং বনবিভাগ। এদিন দেখা গেল ঘাটানি মোড়ে একটি অসমাপ্ত বহুতলের ওপর উঠে সংগঠনগুলির সদস্যরা গণনার কাজ করছেন।

নকশালবাড়ি বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক প্রাণগোবিন্দ নাগ বলছেন, 'গত শতকের শেষের দিকে নকশালবাড়ির প্রসাধুজোত এলাকায় এই পাখি দেখা যেত। কিন্তু পরে ওই এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি হতেই কালোমাথা কাস্তেচরার দল ঠিকানা বদলে ঘাটানি মোড়ের ওই গাছগুলিতে চলে আসে। কিন্তু এখানে কোলাহল অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও কী করে বকগুলি রয়েছে, তা বোঝা কঠিন।'

তবে বিলুপ্তপ্রায় কালোমাথা কাস্তেচরা কতদিন এভাবে ওই গাছগুলিতে থাকবে, তা স্পষ্টভাবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলছেন, 'এমন পরিবেশে এত সংখ্যায় কীভাবে তারা রয়েছে, তা সত্যিই অবাক করে। এরা মূলত নেপাল থেকে আসে। এই গাছগুলিতে সারাবছর বিভিন্ন প্রজাতির বক থাকে। সেই কারণেই হয়তো প্রজননের জন্য এই গাছগুলিকেই বেছে নিচ্ছে কালোমাথা কাস্তেচরা।' তাঁর সংযোজন, 'এরা যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারে সেজন্য বন দপ্তর ও নকশালবাড়ি বাজার কমিটি কাজ করছে।'

এর আগেও বেশ কয়েকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন কালোমাথা কাস্তেচরা গণনার কাজ করেছে। তার মধ্যে ঐরাবতের নাম উল্লেখযোগ্য। ওই সংগঠনের সদস্য অভিযান সাহা বলেন, 'মানুষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সহাবস্থান করে ফেলেছে কালোমাথা কাস্তেচরা। তাই এই গাছে থাকতে ভয় পায় না ওরা। তাছাড়া, নকশালবাড়ির আশপাশে প্রচুর চাষের জমি, নদী, জলাধার ইত্যাদি রয়েছে। সেই কারণে এদের খাবার জোগাড় করতেও সমস্যা হয় না।'

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রবিবার।

পর্যটন প্রসারে ভুটানকে পাশে চান উত্তরের ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের অস্থিরতায় নজরে ভুটান। পর্যটনের প্রসারে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে জোর দিচ্ছেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রবিবার যা স্পষ্ট হয়েছে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাসো শেরিং তোবগের সঙ্গে ভারতের পর্যটন ব্যবসায়ীদের কয়েকটি সংগঠনের বৈঠকে। সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে ভুটান প্রশাসনও। এনিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী।

তিনি বলছেন, 'প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাইছি। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারে এক মঞ্চে এসেছিল ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপাল। গঠিত হয়েছিল বিবিআইএন। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ দেখায়নি ভুটান। ফলে বাস্তবের মুখ দেখেনি সার্কভুক্ত চারটি দেশের সম্মিলিত উদ্যোগ। কিন্তু ভারতের সঙ্গে পর্যটনের প্রসারে আগ্রহ দেখাল ভুটান। এশিয়ার মধ্যে কোয়ালিটি ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ দেশটি। পাশাপাশি কার্বনমুক্ত পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিয়েছে ভুটান। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাতটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা রবিবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ছিলেন ভুটানের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। সূত্রের খবর, ক্রস বর্ডার এবং কোয়ালিটি ট্যুরিজম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর দাওয়া গ্যালপো শেরপা ছোট ছোট ট্রেক রুটের প্রস্তাব দেন। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিং পাহাড়ের মতো ভুটানেও যদি ট্রেক রুটগুলিকে ছোট করা যায়, তবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ভুটান আরও প্রসার লাভ করবে।' বর্তমানে বাংলাদেশে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই দেশের পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে আসতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে ভুটানে বেড়াতে আসা দেশ-বিদেশের পর্যটকরা যাতে উত্তরবঙ্গেও আসেন, সেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। দেবাশিস বলছেন, 'বাংলাদেশের পর্যটকরা আসতে পারছেন না, এর প্রভাব তো উত্তরবঙ্গ সহ গোটা দেশেই পড়ছে। সেকারণে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে নজর।'

অমৃত ভারত শেষের লক্ষ্যমাত্রা

চাপ দিচ্ছেন রেলের কর্তারা

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : আগামী ছয় মাসের মধ্যে অমৃত ভারত রেলস্টেশনের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করল রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। আর সেই কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে।

খোদ রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রতি শনি ও রবিবার কাজ চলা স্টেশনগুলো পরিদর্শন করতে ছুটছেন। কতটা কাজ হয়েছে, কোনও ফাঁক রয়েছে কি না, কীভাবে কাজের গতি বাড়বে তা নিয়ে নির্দেশও দিচ্ছেন তাঁরা। অমৃত ভারত প্রকল্পে এই ডিভিশনে সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি) অঙ্কিত গুপ্তা বলেন, 'অমৃত ভারত রেলস্টেশন তৈরির কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। প্রথমে স্টেশনগুলোতে নতুন রেল ওভারব্রিজ করা হচ্ছে। তারপর যে কাজগুলো ভাঙচুর না করে করা যায়, সেগুলো করা হচ্ছে। শেষে স্টেশন ভবনগুলোর কাজ করা হবে। যাতে কাজ চলাকালীন যাত্রীদের সমস্যা না হয়।'

দিনহাটা স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে।

কী কারণে কাজের গতি কমেছে? এই প্রশ্ন করতে তিনি জানান, এই অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হওয়ার জন্য কাজ করতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে বলে আশ্বাস তাঁর।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে ১৫টি স্টেশন নতুন অমৃত ভারত রেল প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। ২০২২ সালে এই প্রকল্পের ঘোষণা হয়। এরপর ২০২৩ সালে জুলাই মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের যে ১৫টি স্টেশন অমৃত ভারত প্রোজেক্টের মধ্যে রয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের ১০টি স্টেশন রয়েছে। অসমে পড়ছে ৫টি রেল স্টেশন। উত্তরবঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি, দিনহাটা, নিউ আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, হাসিমারা, দলগাঁও, বিন্নাগুড়ি এবং নিউ মাল জংশন স্টেশন রয়েছে। অসমে পড়ছে গোঁসাইগাঁও, ধুবড়ি, গৌরীপুর, কোকরাঝাড় ও ফকিরাগ্রাম রেলস্টেশন।

অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পে যুক্ত হওয়া স্টেশনগুলোর একেবারে খোলনলচে পালটে ফেলা হচ্ছে। নতুন ভবন তৈরির পাশাপাশি পার্কিং জোন তৈরি করা, ফুড কোর্ট, বসবার জায়গা, অত্যাধুনিক আলোর ব্যবস্থা করা, গোটা স্টেশন চত্বরকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা সহ নানা কাজ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

জলপাইগুড়িতে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

আজ আসছেন বিচারপতিরা

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সোমবার চারজন বিচারপতি বসবেন। এবার আসবেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, বিচারপতি অপূর্ব সিনহা, বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায় এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়। বেশ কয়েকটি মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

আটক স্বামী

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ওই মহিলার ওপর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ব্যাপক অত্যাচার শুরু করেন। তা সত্ত্বেও ওই মহিলা সমস্তই মুখ বুজে সহ্য করছিলেন। কিছুদিন আগে থেকে শ্বশুর ওই বধূর ওপর যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চালানো শুরু করেন বলে অভিযোগ। তিনি ওই মহিলাকে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ওই বধূ গোটা বিষয়টি তাঁর স্বামী ও শাশুড়িকে জানালেও লাভ হয়নি। উলটে স্বামী ও শাশুড়ি মিলে ওই বধূর ওপর চূড়ান্ত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। ওই বধূকে তাঁর বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বাপের বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ওই বধূর ছয় মাসের একটি ছেলে ও সাত বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। দিন দুয়েক আগে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে বধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা গোটা বিষয়টি জানতে পারেন। তাঁরা গিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ওই বধূকে উদ্ধার করে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই বধূ বাপের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন। দ্রুত ঘটনার কিনারা করে দোষীদের শাস্তির দাবি জোরালো হয়েছে।

ভালোবাসিনি আমরা

প্রথম পাতার পর

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় কতজন ফিলিস্তিনি নারী ইজরায়েলি সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হচ্ছেন, তার খবর রাখি আমরা? সভ্য-উন্নত ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানরা কখনও ওই ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে মুখ খুলেছেন কোথাও?

আমাদের দেশের ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের কথাই ধরুন। এই ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখছিলাম, প্রায় প্রতি রাতেই ইটভাটার কমবয়সি মহিলা শ্রমিকদের ম্যানেজার অথবা সর্দারের লালসার শিকার হতে হয়। প্রতিবাদ করলে ইটভাটায় কাজ করে সামান্য যে ক'টা টাকা রোজগার হয় সেই কাজটাও চলে যাবে। অতএব, পেট চালাতে রোজ রাতে পুরুষের লালসা মেটাতে বাধ্য হন এই ইটভাটার নারী শ্রমিকরা।

আজ যখন আরজি করের হতভাগিনী নিহত চিকিৎসকের জন্য প্রতিবাদ করব আমরা, বলতে হবে এঁদের কথাও। বলতে হবে চা বাগানের ফুলমণি এবং চটকলের লছমির কথাও। বলতে হবে বহুজাতিক সংস্থায় ভালো মাইনের চাকরি করা সেই মহিলা কর্মীর কথাও। বলতে হবে, প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্তে সব ধরনের পেশাতেই মহিলারা আজও অসুরক্ষিত। তাঁদের সুরক্ষার আয়োজন এই পুরুষশাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনওদিন করে উঠতেই পারেনি।

সমস্যাটা আসলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার। এই মানসিকতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এই মানসিকতায় রাজনৈতিক পার্টিও পরিচালিত হয়। সেখানেও নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এই যেমন আরজি কর কাণ্ডে যে সিপিএম নারী সুরক্ষার দাবিতে চিলচিৎকার করছে নিত্যদিন, সেই সিপিএমের মহিলা নেত্রী বৃন্দা কারাত কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, তাঁর দলে মহিলারা যোগ্য মর্যাদা পান না। আরজি কর নিয়ে যখন সিপিএম আন্দোলন করছে, তখন সিপিএমেরই রাজ্য স্তরের এক নেতাকে দল সাসপেন্ড করেছে। কারণ ওই নেতাটির বিরুদ্ধে এক মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন। বা আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদী আর একটি দল বিজেপির কথাই ধরুন। গুজরাটে বিলকিস বানো ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের এই দলের নেতারাই গলায় মালা পরিয়ে 'সংস্কারী' বলে সংবর্ধনা দিয়েছে। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে এই বিজেপিই সাংসদ পদে জিতিয়ে আনতে দ্বিধা করেনি।

এমনকি আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে যখন সারা রাজ্য, তখন পানিহাটির এক বিজেপি নেতা জনৈকা নার্সকে বাড়িতে আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই মানসিকতা থেকেই তো এই রাজ্যের বিরোধী দলের তথাকথিত শিক্ষিত নেতারা রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অনায়াসেই 'বস্তির মেয়ে' বলতে পারেন। দিল্লির শাসকদলের তথাকথিত সংস্কারী নেতারা বিরোধী দলের নেত্রীকে 'ইতালিয়ান জার্সি গোরু' বলে অশ্লীল ইঙ্গিত করতে পারেন।

আসলে নারীকে দমন করার এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা আমাদের সকলের ভিতর ছড়িয়ে আছে। যে কোনও সংবাদপত্রের রবিবারের পাত্র চাই পাত্রী চাই পাতাটি একবার খুঁটিয়ে পড়বেন। দেখবেন, মনে হবে আপনি যেন গোরু কেনাবেচার হাটে প্রবেশ করেছেন। পাত্রকুলকে প্রলুব্ধ করতে নিজের বাড়ির কন্যার বিজ্ঞাপনে বাধছে না বাবা-মায়ের। শুধু পুরুষরা নন, মহিলাদের ভিতর এক বড় অংশও এই পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। বালিকা বয়স থেকে পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা পড়ে থেকে নিজেদের অবচেতনে তাঁরা কখন এই পুরুষতন্ত্রকেই মেনে নিয়েছেন। আমার এক সহকর্মীর কথা বলি। মফসসলের মেয়ে। প্রথমদিকে তো একা মেয়েকে এই কলকাতা শহরে কেউ ঘরভাড়াই দিতে চায়নি। সহকর্মী বলেছিল, যেখানে ঘরভাড়া নিতে যাই সকলে সন্দেহের চোখে তাকায়। অনেক কষ্টে ঘরভাড়া মিলেছিল। বাড়ির মালকিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাত করে বাড়ি ফেরা চলবে না। কোনও ভদ্রঘরের মেয়েরা বেশি রাত অবধি ঘরের বাইরে থাকে না। আশা করি, আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের হত্যাকারীরা ধরা পড়ে যাবে। তারপর? তারপর? তারপর কি সত্যিই পালটে যাবে চা বাগানের ফুলমণি আর চটকলের লছমিদের জীবন? মফসসল থেকে আসা চাকুরে মহিলাকে সানন্দে কি ঘরভাড়া দেবেন শহরের কেউ? তাঁকে কি আর শুনতে হবে না, ভদ্রবাড়ির মেয়েরা বেশি রাত অবধি বাড়ির বাইরে থাকে না? ব্রিজভূষণদের হাতে কি সত্যিই হাতকড়া পড়বে? আমরা ক'জন জানি সুধা রায়, সুকুমারী চৌধুরী, দুখমত দিদি, সন্তোষকুমারী দেবীর কথা? ক'জন জানি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় এঁদের অগ্রণী ভূমিকার কথা। জানি না। কারণ, পুরুষের রাজনীতিতে এঁরা তো বরাবর ব্রাত্যই। মাও সে তুং বলেছিলেন, 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ'। আমরা তো সেই অর্ধেক আকাশটিকে ভালোবাসতেই শিখিনি।

চিকিৎসকের

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, এখানেও কলেজ কর্তৃপক্ষের ঢিলেঢালা মনোভাবের সুযোগ নিয়ে, অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন মদতেই উত্তরবঙ্গ লবি অন্যায়ভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। কোন ডাক্তারি পড়ুয়া পাশ করবে, কাকে অকৃতকার্য করাতে হবে তা মোটা টাকার বিনিময়ে উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

এমনকি পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দেওয়া, কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

এবার উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকদের এই কলেজে ঢোকা বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

বিশেষভাবে সক্ষমদের সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : জাতীয় ক্রীড়া দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে অ্যাথলিট অন্তরা দত্ত, ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রত্যুষ ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড় রিঙ্কি কর, দেবপ্রিয়া চৌধুরী ও সোনালি রাউতদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ডেফ অ্যাথলেটিক্সে ভালো পারফরমেন্সের জন্য শাশ্বতী গুহ রায়ও সম্মানিত হলেন। রাজ্য ডেফ ফুটবলে রানার্স জলপাইগুড়ি জেলা দলকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিশেষ কোচের সম্মান পেয়েছেন উজ্জ্বল দাসচৌধুরী।

চ্যাম্পিয়ন বামনপাড়া

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের কৃষ্ণকুমার কল্যাণী ও মহেন্দ্র প্রসাদ (চাচা) ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বামনপাড়া যুবক সংঘ। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে গোল করেন ডেনিয়াল বিদেনী ও পীযূষ ঠাকরে। ফাইনালের সেরা ক্যামেনিল। প্রতিযোগিতার সেরা পীযূষ। এদিন বিস্ময়করভাবে চতুর্থ রেফারির জায়গায় বসেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুই কর্মী এবং রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব।

জয়ী মোহিতনগর

মৌলানি, ১ সেপ্টেম্বর : মৌলানি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ডুয়ার্স কাপ মহিলা ফুটবলে মোহিতনগর স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে শিলিগুড়ি উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। গোল করেন স্বপ্না রায়, সুষেনি রায় ও মৌসুমি দাস। মঙ্গলবার ফাইনাল।

সেমিতে বুড়িখোলা

চালসা, ১ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের গুনোবালা রায় ও ফুচু

জেলার খেলা

সোরেন ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বুড়িখোলা এফসি। রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে বিভাগ মহাবাড়িকে হারিয়েছে। গোল করেন নবীন খাওয়াস, রেওয়াস রাই ও কিরণ রাই। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে সনগাছি চা বাগান ও কারবালা এফসি।

চ্যাম্পিয়ন আরিয়ান

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রেলগেট নবোদয় সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আরিয়ান এফসি রাজগঞ্জ। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব ঘুঘুডাঙ্গাকে হারিয়েছে। গোল করেন ফাইনালের সেরা গৌরব সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা ঘুঘুডাঙ্গার সুশান্ত রায়। সর্বাধিক গোলস্কোরার ঘুঘুডাঙ্গার কমল রায়। সেরা গোলরক্ষক রাজগঞ্জের বিকি।

এমপি কাপ শুরু

নাগরাকাটা, ১ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স ডায়না টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ও গ্রাসমোড় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স এমপি কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কাদম্বিনী চা বাগান ২-০ গোলে জয়বীরপাড়া চা বাগানকে হারিয়েছে। গোল করেন অজয় খেরোয়াড় ও রবীন্দ্র বর্মন। সোমবার খেলবে লুকসান কাঞ্চন ক্লাব ও কোহিনুর এফসি।

সেমিতে মেটেলি

নাগরাকাটা, ১ সেপ্টেম্বর : পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ ফুটবলে থানা পর্যায়ের ছেলেদের খেলায় সেমিফাইনালে উঠল মেটেলি। তারা সাডেন ডেথে হারিয়েছে নাগরাকাটা থানাকে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য ছিল।

সেমিতে ব্ল্যাক প্যান্থার

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ব্ল্যাক প্যান্থার গয়েরকাটা। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গুড মর্নিং ক্লাব ময়নাগুড়িকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল।

সেমিতে ডামডিম

মালবাজার, ১ সেপ্টেম্বর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ডামডিম চা বাগান ফুটবল ক্লাব। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে ৩/৯ জিআর আর্মিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। আর্মির দামোদর থাপা ও ডামডিমের অনমোল লামা গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন ব্রাদার্স

রাজগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জ মোঘাপাড়ার সুকান্ত পাঠাগার ও ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাদার্স ইউনাইটেড। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে কামাখ্যাগুড়ির টাকুয়ামারি যুব গোষ্ঠীকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার দীপ। সেরা ডিফেন্ডার তাপস, সেরা গোলকিপার শঙ্কু।

জয়ী শীতলকুচি

ওদলাবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি শান্তি কলোনির মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কোচবিহারের শীতলকুচি একাদশ ৩-০ গোলে ইউএলএসএফকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন জিজিং থাপা। অন্যটি শুভজিৎ বর্মনের। সোমবার খেলবে ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি ও সরস্বতীপুর এফসি।

জোড়া গোল

চালসা, ১ সেপ্টেম্বর : কিলকোট চা বাগানের মহাত্মা গান্ধি স্পোর্টিং ক্লাবের জাক্রু মাহালি ও বাহুরান তিরকি ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ওদলাবাড়ি চা বাগান ২-০ গোলে নাকটি চা বাগানকে হারিয়েছে। আয়ুষ ছেত্রী জোড়া গোল করেন। সোমবার নামবে বিভান মহাবাড়ি ও তোতাপাড়া চা বাগান।

সাসপেন্ড এএসআই

কিশনগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : ২০ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে কিশনগঞ্জ সদর থানার এএসআই জয়রাম বিন্দকে রবিবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার সাসপেন্ড করেছেন। এদিন পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অভিযোগ, জয়রাম একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্থানীয় মহম্মদ আশফাক আলমের কাছে ২০ হাজার টাকা ঘুষ চান। অভিযুক্ত মোবাইলে আশফাককে বলেন, ২০ হাজারের মধ্যে ১০ হাজার থানার আইসি-কে এবং ৫ হাজার মুন্সিকে দিতে হবে। আশফাক এই কথাবার্তা রেকর্ড করে পেন ড্রাইভে ভরে পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার ডিএসপি-কে (সদর) তদন্তের নির্দেশ দেন। ডিএসপি'র রিপোর্টের ভিত্তিতে এইদিন পুলিশ সুপার জয়রামকে সাসপেন্ড করেছেন।

খেলায় আজ

১৯৮০ : তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে পাঁচদিনই কোনও না কোনও সময়ে ব্যাটিং করার নজির গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার কিম হিউজ। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টটি অবশ্য ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

লাই ডিটেক্টর টেস্টে অজি ক্রিকেটাররা

প্যাট কামিন্স, মিচেল মার্শ, উসমান খোয়াজা, জোশ হ্যাজেলউড ও মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে লাই ডিটেক্টর টেস্টের আয়োজন করেছিল অস্ট্রেলিয়ান টিভি চ্যানেল। সেখানেই ফাঁস হয়ে যায় গতবছর ওডিআই বিশ্বকাপের গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে অজি টিম ম্যানেজমেন্টের মিথ্যাচার। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাক্সওয়েলের নামতে না পারা নিয়ে গলফ কার্ট দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছিল। তাঁকে নাকি হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি ছাড়া পান। কিন্তু লাই ডিটেক্টর টেস্টে জানা গিয়েছে, এই গলফ কার্ট দুর্ঘটনার কথা মিথ্যা। ম্যাক্সওয়েল অন্য কোনও কারণে ইংল্যান্ড ম্যাচে খেলতে পারেননি।

ভাইরাল

সাক্ষীর ধূমপান

গ্রিসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষী। সেখানেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। সাক্ষীর সঙ্গেই সফরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না। সেই ছবি তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার পর সমালোচনা শুরু হয় সাক্ষীর।

উত্তরের মুখ

দ্বারিকামারি বিশ্বভারতী সংঘের ফুটবলে দীপিকা ওরাওঁ ও পূজা ওরাওঁ জোড়া গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁদের দল বনচুকামারি জীবনদীপ উইমেন্স ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে গয়েরকাটা তেলিপাড়া একাদশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

সংখ্যায় চমক

৪-৪-০-১

টি২০ বিশ্বকাপের এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে হংকংয়ের আয়ুষ শুক্লা ৪ ওভারের বোলিং কোটার প্রতিটিই মেডেন রাখেন। একমাত্র উইকেটটি তিনি পেয়েছিলেন প্রথম ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে তাঁর আগে কানাডার সাদ বিন জাফর ও নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন চার ওভার মেডেন করেছিলেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্টে পাঁচদিনই ব্যাটিং করার নজির আছে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের। কী নাম তাঁদের?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া,
২. আর্সেন ওয়েঙ্গার।

সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, অর্কদীপ সাহা, স্নিগ্ধা বসাক, রত্নদীপ লাহিড়ি।

জকোভিচের চোখে ফেভারিট সিনার

নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বর : ২০০৬ সালের পর প্রথমবার ইউএস ওপনের তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন তিনি। সেটাও আবার অস্ট্রেলিয়ার অখ্যাত অ্যালেক্সি পপিরিনের কাছে হেরে। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও জকোভিচের মন পড়ে ফ্লাশিং মিডোয়। এবারের ইউএস ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব জয়ের দাবিদারও বেছে ফেললেন নোভাক।

জকোভিচ, স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া বিদায় নেওয়ায় বিশেষজ্ঞরা বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য বিশ্বের পয়লা নম্বর জানিক সিনারকে এগিয়ে রাখছেন। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক জকোর তালিকাতেও ইতালির তারকা সিনার সবার উপরে রয়েছেন। শুক্রবার পপিরিনের কাছে হারের হতাশা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নোভাক বলেছেন, 'পপিরিন যোগ্য হিসেবেই আমার বিরুদ্ধে জিতেছে। ওর সার্ভিস আমাকে সমস্যায় ফেলেছিল। এই সার্ভিস যদি পপিরিন বজায় রাখে, তাহলে এবারের ইউএস ওপেন জয়ের অন্যতম দাবিদার হতে উঠতেই পারে। আলকারাজও ছিটকে গিয়েছে। ফলে এবারের টুর্নামেন্টে একাধিক বিস্ময় রয়েছে। তবে আমার চোখে খেতাব জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার সিনার। পাশাপাশি টেলর ফ্রিৎজ, ফ্রান্সিস টিয়াফোরা আছে। ভালো টেনিস খেলছে।'

দৌড় অব্যাহত বোপান্নাদের

জকোভিচের পূর্বাভাস মতো সিনারও চ্যাম্পিয়নের মেজাজে ছুটছেন। শনিবার প্রি-কোয়ার্টারে উঠতে সিনার সময় নিলেন মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ও'কনেলকে উড়িয়ে দিলেন ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে। শুরু থেকেই আগ্রাসী মুডে থাকা সিনার কোনও ব্রেক পয়েন্টের মোকাবিলা না করে গোটা ম্যাচে ১৫টি 'এস' ও ৪৬টি উইনার মারেন। যার ফলে মরশুমের ৫১ নম্বর জয় পেতে সিনারকে কোনও ঘাম ঝরাতে হয়নি। শেষ ষোলোয় সিনারের প্রতিপক্ষ টমি পল। ২০২২ সালেও ইউএস ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছেছিলেন সিনার। সেটাই তাঁর এই টুর্নামেন্টে সেরা পারফরমেন্স। এবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে নিজের পরিসংখ্যান উন্নতির জন্য মুখিয়ে থাকবেন সিনার।

কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার এক মরশুমে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর সিনার বলেছেন, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ খেললাম। আজকে আমার সার্ভিস ঠিকঠাক কাজ করেছে। জানতাম গোটা ম্যাচে আমাকে সলিড পারফরমেন্স দিতে হবে। নিজের খেলায় আমি খুশি।'

ভারতীয়দের জন্যও রয়েছে সুখবর। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন বর্ষীয়ান তারকা রোহন বোপান্না। পোল্যান্ডের আলদিয়া সুতজিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ০-৬, ৭-৬ (৭/৫), ১০-৭ গেমে জন পিয়ার্স-ক্যাটেরিনা সিনিয়াকোভাকে হারিয়েছেন। শেষ আটে বোপান্নাদের প্রতিপক্ষ ম্যাথু এবডেন-বারবোরা ক্রেজিকোভা।

এবডেনের সঙ্গেই বোপান্না আবার পুরুষদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। তারা ৬-২, ৬-৪ গেমে রবার্তো কারবালেস বায়েনা-ফেডেরিকো কোরেয়ার বিরুদ্ধে জয় পান।

মহিলাদের সিঙ্গলসে সহজেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেক। তিনি ৬-৪, ৬-২ গেমে আনাসতাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভাকে হারিয়েছেন। চতুর্থ রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করেছেন বিটরিজ হাদ্দাদ মাইয়া। তিনি ৬-৩, ৬-১ গেমে অ্যানা কালিনস্কায়ার বিরুদ্ধে জয় পান।

একটা দুর্দান্ত ম্যাচ খেললাম। আজকে আমার সার্ভিস ঠিকঠাক কাজ করেছে। জানতাম গোটা ম্যাচে আমাকে সলিড পারফরমেন্স দিতে হবে। নিজের খেলায় আমি খুশি।
- জানিক সিনার

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ও'কনেলের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী মেজাজে জানিক সিনার।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পালটা গাভাসকারের

'স্মিথ-বধে স্পেশাল অস্ত্রে শান অশ্বীনের'

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর : লড়াই শুধু মাঠে নয়। মাঠের বাইরেও।

রোহিত শর্মা ব্রিগেডের হয়ে মনস্তাত্ত্বিক যে যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এদিন ব্যাট ধরলেন সুনীল গাভাসকার। নিশানায় ব্যাগি গ্রিন ব্রিগেডের সেরা ব্যাটার স্টিভেন স্মিথ। ভারতীয় কিংবদন্তির দাবি, স্মিথের জন্য স্পেশাল অস্ত্রে শান দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

সিরিজ শুরুর অনেক আগেই প্যাট কামিন্সের দলের হয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে প্রাক্তনদের অজি ফৌজ। জন বুকানন, জেফ লসন, রিকি পন্টিংদের মুখে 'বদলার' হুংকার। দাবি, ভারতের হাতে টানা চার সিরিজে (এরমধ্যে ঘরের মাঠে জোড়া সিরিজ) হারের ক্ষতে নাকি প্রলেপ পড়বে নভেম্বরের দ্বৈরথেই।

বুকাননদের যে হুংকারের জবাবে একাই একশোর মেজাজে গাভাসকার। টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার রানের ক্লাবে পা রাখা ভারতীয় কিংবদন্তির যুক্তি, অস্ট্রেলিয়াগামী বিমান ধরার আগে ঘরের মাঠে গোটা পাঁচেক টেস্ট খেলবে রোহিতের দল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি এবং তারপর নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিনটি ম্যাচ। কঠিন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নিজেদের গুছিয়ে নিতে যা গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধা হবে ভারতের।

মাঠের বাইরে পন্টিংদের শুরু করা মৌখিক যুদ্ধের দিকে নিশানা করে গাভাসকারের সংযোজন, ইতিমধ্যেই অজিরা মাইন্ড গেম শুরু করে দিয়েছে। প্রাক্তন এবং বর্তমান উভয় তোপ দাগতে শুরু করেছে। বলে দিচ্ছে সিরিজের কী ফলাফল হবে। হয়তো গ্লেন ম্যাকগ্রাথের মতো একাধিপত্যের হুংকার তাঁরা দিচ্ছেন না। কিন্তু সবার মুখে এক স্বর-অস্ট্রেলিয়া জিতবে। অজিরা মাইন্ড গেমে ওস্তাদ। দুঃখের বিষয়, রবি শাস্ত্রী ছাড়া কোনও ভারতীয় প্রাক্তনকে এখনও অজিদের পালটা দিতে দেখা যায়নি।

এরপরই কার্যত অশ্বীন-বোমা ফাটান গাভাসকার। হুংকার 'বিশেষ ডেলিভারি' নিয়ে কাজ করছে ভারতীয় অফস্পিনার। যে অস্ত্রে ঘায়েল হবে প্যাট কামিন্স শিবিরের সেরা ব্যাটার। গাভাসকার বলেছেন, 'রবিচন্দ্রন অশ্বীনই সম্ভবত আমাদের জানাবে স্মিথের জন্য ওর স্পেশাল ডেলিভারির কথা। আরও উন্নতির জন্য যে ডেলিভারিতে শান দিচ্ছে এখন। স্মিথ যদি ওপেনিংয়ে খেলা চালিয়ে যায় এবং নতুন বলে জসপ্রীত বুমরাহর হাত থেকে বেঁচেও যায়, ওরজন্য থাকবে অশ্বীনের বিশেষ অস্ত্র।' প্রসঙ্গত, স্টুয়ার্ট ব্রডের পর (১১ বার) সবাধিক আটবার স্মিথকে আউট করেছেন অশ্বীন।

ভারত-অজি দ্বৈরথের ফলাফল নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গাভাসকারের বিশ্বাস, পাঁচ ম্যাচের সিরিজে দাপট দেখাবে ভারতই। বলেছেন, 'ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পাশাপাশি ওদের মিডল অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে। আমার বিশ্বাস ৩-১ জিতবে ভারত। সেনা সফরে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) ভারত সবসময় স্লো স্টার্টার। সেদিক থেকে প্রথম টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে নামতে হবে।'

স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

'সতীর্থ' কোহলিকে নিয়ে আবেগতাড়িত ধোনি

বিরাটের ধারেকাছে নেই বাবর : দানিশ

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : ২০০৪ সালে প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপান মহেন্দ্র সিং ধোনি। শুরুটা ওডিআই দিয়ে। বাকিটা ইতিহাস।

বিরাট কোহলি যখন ২০০৮ সালে জাতীয় দলে পা রাখেন, ততদিনে ভারতীয় ক্রিকেট আলোকিত মাহি-আলোয়। বয়সের ব্যবধান আট বছর। যদিও সেই তফাত কখনও সমস্যা হয়নি। প্রথমে দাদার মতো গাইড করেছেন। অধিনায়ক হিসেবে ভরসা জুগিয়েছেন। ক্রমে বন্ধুত্বের সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান। মাঠ ও মাঠের বাইরে হাজারো স্মৃতি। বছর পঁয়ত্রিশের 'বন্ধু' বিরাটকে নিয়ে এদিন কিছুটা আবেগে ভাসতে দেখা গেল 'বরফশীতল' মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। বিরাট-সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে মাহি-জবাব রীতিমতো ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

ক্যাপ্টেন কুল যেখানে বলেছেন, '২০০৮-'০৯ থেকে একসঙ্গে খেলছি। দুইজনের মধ্যে বয়সের তফাত রয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের সম্পর্ককে কী বলব জানি না। বড় ভাই নাকি টিমমেট? যাই বলুন, দিনের শেষে আমরা খুব ভালো সতীর্থ।' বিরাটের দক্ষতা নিয়েও প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাহি। বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ভারতের হয়ে খেলছে। বিশ্ব ক্রিকেট ধরলে নিশ্চিতভাবেই বিরাট অন্যতম সেরা।'

> ২০০৮-'০৯ থেকে একসঙ্গে খেলছি। দুইজনের মধ্যে বয়সের তফাত রয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের সম্পর্ককে কী বলব জানি না। বড় ভাই নাকি টিমমেট? যাই বলুন, দিনের শেষে আমরা খুব ভালো সতীর্থ।
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

বিরাটের যে শ্রেষ্ঠত্বকে বারবার ওজনদারিতে তোলা হয়েছে। তুলনায় কখনও জো রুট, স্টিভেন স্মিথ, এমনকি বাদ যায়নি বাবর আজমও। যদিও বিরাটের সঙ্গে বাবরের তুলনা অবান্তর বলে মনে করেন প্রাক্তন পাক তারকা দানিশ কানেরিয়া। প্রাক্তন স্পিনারের দাবি, তুলনা দূর, বিরাটের ধারেকাছে আসে না বাবর। কানেরিয়ার স্পষ্ট জবাব, 'ওদের মধ্যে কে বা কারা তুলনা করে? আমি এসব শুনতে শুনতে ক্লান্ত। তুলনা করার আগে বিরাটের রান, রেকর্ডে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে বলব সবাইকে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে রান করেছে। কোহলি বিশাল মাপের ক্রিকেটার। যার ধারেকাছেও আসে না বাবর। আসলে নিজেদের 'খবর' বিক্রির জন্য চ্যানেলগুলি এসব ফালতু তুলনা করে।'

এসিসি প্রধান হতে পারেন পাকিস্তানের নকভি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে সব ঠিকমতো চললে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হতে চলেছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে আজ এমন দাবি করা হয়েছে।

জয় শা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়ে গিয়েছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন জয়। আইসিসির শীর্ষ পদে বসার জন্য যেমন জয়কে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিবের পদ ছাড়তে হবে, তেমনই এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধানের পদ থেকেও ইস্তফা দিতে হবে।

জয়ের শূন্যস্থান পূরণ কে করবেন, তা নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে ক্রিকেট সমাজে। বিসিসিআইয়ের নয়া সচিব পদের জন্য যেমন অরুণ সিং ধুমলের নাম দৌড়ে সবার আগে রয়েছে। তেমনই এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির পদে বসার জন্য পাকিস্তানের নকভির নাম সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, আগামী অক্টোবরে শ্রীলঙ্কায় এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক রয়েছে। সেখানেই জয়ের উত্তরসূরি নির্বাচনের কাজ হবে। বর্তমান পিসিবি প্রধান নকভির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সমর্থন রয়েছে বলে খবর। বিসিসিআই নকভিকে এশীয় ক্রিকেটের প্রধানের পদের জন্য সমর্থন দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

লিটনের শতরানে লড়াইয়ে টাইগাররা

পাকিস্তান-২৭৪ ও ৯/২
বাংলাদেশ-২৬২

রাওয়ালপিন্ডি, ১ সেপ্টেম্বর : ২৭৪-এর জবাবে একসময় বাংলাদেশ ২৬/৬।

'ডু অর ডাই' ম্যাচে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের উৎসাহে রীতিমতো ফুটছে পাকিস্তান শিবির। গত ডিসেম্বরে স্টিভেন স্মিথের উইকেট নিয়ে টেস্ট কেরিয়ার শুরু করা খুররাম শেহজাদের (৯০/৬) গতি-সুইংয়ে কেঁপে গিয়েছে বাংলাদেশ টপ অর্ডার।

সাদমান ইসলাম (১০) ছাড়া টপ সিক্সের কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ। জাকির হোসেন (১), অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (৪), মোমিনুল হক (১), সাকিব আল হাসানদের (২) ঠকঠকানিতে বাংলাদেশের উৎসাহ ততক্ষণে চুপসে গিয়েছে।

হাফ সেঞ্চুরির আগে পুরো ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া আতঙ্ক বাড়িয়ে ব্যর্থতার মিছিলে প্রথম টেস্টের নায়ক মুশফিকুর রহিমও (৩)। ২৬/৬ থেকেই স্বপ্নের প্রত্যাঘাত লিটন দাসের লড়াকু ব্যাটিংয়ের কাঁধে ভর করে। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন, পালাবদলের পর্বে লিটনকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি পর্যন্ত উঠেছে। প্রথম টেস্টের পর ফের সমালোচিত লিটনের চওড়া ব্যাটই ভরসা জোগাল।

গত টেস্টে লিটনের সঙ্গে জুটিতেই প্রতিরোধ গড়েছিলেন মুশফিকুর। তারপর মেহেদি হাসান মিরাজকে নিয়ে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করেন। আজ মুশফিকুরের জায়গায় নেতৃত্বে লিটন। দোসরের ভূমিকায় ফের মিরাজ। ৫ উইকেট নিয়ে গতকাল পাক ইনিংসকে ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সতীর্থদের ব্যাটিং ধসের মাঝে ব্যাট হাতেও প্রাচীর হয়ে উঠলেন মিরাজ।

তৃতীয় দিনে সপ্তম উইকেটে মিরাজকে নিয়ে ১৬৫ রানের জুটিতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন লিটন। ব্যাকফুটে থাকা টাইগারদের লড়াইয়ের ট্র্যাকে ফেরান। ১২৪ বলে ৭৮ করেন মিরাজ। লিটনের সঙ্গে ৪০ ওভারের বেশি ক্রিজে কাটিয়ে যখন ফেরেন ২৬/৬ থেকে বাংলাদেশ ১৯১/৭ পৌঁছে গিয়েছে।

মিরাজ ফেরার পরও লিটনের লড়াই জারি থাকে। তাসকিন আহমেদ (২) বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি। তবে হাসান মাহমুদকে (অপরাজিত ১৩) সঙ্গী করে নবম উইকেটে ৬৯ রান যোগ করেন। যার সুবাদে ২৬২-র স্বস্তিদায়ক স্কোরে প্রথম ইনিংস শেষ করে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের থেকে মাত্র ১২ রানে পিছিয়ে। রেকর্ড বলছে, ৫০ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারানোর পর কোনও দলের এটাই সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংস। আগের নজির ছিল পাকিস্তানের। ৪১/৬ থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৫৫ করেছিল তারা। ১৯৬৭ সালে গড়া পাকিস্তানের যে রেকর্ড এদিন ভেঙে খানখান বাংলাদেশের হাতে।

শতরানের পর লিটন দাস।

সুযোগ হাতছাড়া পাকিস্তানের

এরমধ্যে লিটনের একারই ১৩৮। সলমন আলি আঘাকে এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে সাইম আয়ুবের দুরন্ত ক্যাচে ফিরতে হয়। ২২৮ বলের ইনিংসে ১৪টি চার ও ৪টি ছক্কা-ইতিবাচক ক্রিকেটে ততক্ষণে চাপ অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন লিটন। খুররামের হাফডজন শিকারের পাশে দুটি করে উইকেট নেন মীর হামজা ও সলমন। চর্চার কেন্দ্রে থাকা লেগস্পিনার আবরার আহমেদ ৩১ ওভার হাত ঘুরিয়েও উইকেটহীন।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে ফের খোঁড়াচ্ছে পাকিস্তান টপ অর্ডার। ৯ রান তোলার ফাঁকে ২ উইকেট খুইয়ে বসেছে। মাহমুদের জোড়া শিকারে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন আবদুল্লাহ শফিক (৩) ও খুররাম (০)।

রাহানের শতরান

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপে শতরান করলেন আজিঙ্কা রাহানে। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন্সের মাঠে লিস্টারশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। প্রথম ইনিংসে দারুণ শুরুর পরও ৪২ রানে ফিরতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা মিডল অর্ডার ব্যাটারকে। আজ লিস্টারশায়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে পরপর দুইটি বাউন্ডারি মেরে শতরান করলেন রাহানে। ১৯৩ বলে করা ১০২ রানের ইনিংস নিয়ে বিলেতের সংবাদমাধ্যমেও আলোচনা চলছে। জিক্সসের (রাহানের ডাকনাম) ইনিংসে রয়েছে মোট ১৩টি বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কা।

রাহানে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছেন এক বছরেরও আগে। ভারতীয় টেস্ট দলে এখন তিনি আর নিয়মিত নন। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতেও কোনও দলে নেই তিনি। এমন অবস্থায় বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে শতরান করে রাহানে প্রমাণ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ রাহানের শতরানের বার্তা অজিত আগরকারদের নতুনভাবে ভাবায় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

গেইলের রেকর্ড ভাঙলেন পুরান

পোর্ট অফ স্পেন, ১ সেপ্টেম্বর : স্বদেশীয় ক্রিস গেইলের রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির গড়লেন নিকোলাস পুরান। কুড়ির ক্রিকেটে এক বছরে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নয়া নজির গড়লেন তিনি।

২০১৫ সালে টি২০ ক্রিকেটে এক বছরে মোট ১৩৫টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন গেইল। কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান ওপেনারের সেই রেকর্ড চলতি বছরে চার মাস বাকি থাকতেই ভেঙে দিলেন পুরান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের পর চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন নিকোলাস। সেই ছন্দ ধরে রেখে চলতি বছরে টি২০ ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই মোট ১৩৯টি ছক্কা মেরে ফেলেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, সংখ্যাটা আরও বাড়বে। এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডোয়েন ব্রাভো আজ ঘোষণা করেছেন, চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পরই ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি অবসরে চলে যাবেন তিনি। আগামী অক্টোবরে ৪১ বছরে পা দিতে চলেছেন ব্রাভো। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ভালো ফর্মেও রয়েছেন তিনি। তার মধ্যেই আজ এই ঘোষণা করে ব্রাভো বুঝিয়ে দিয়েছেন, সব ভালোরই শেষ রয়েছে।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নিকোলাস পুরান।

উন্নতি দরকার, মানছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : তাঁর দলের সব বিভাগে অনেক বেশি উন্নতি করতে হবে, একথা নিজেই স্বীকার করে নিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

শনিবার রাতটা আপামর মোহনবাগানিদের জন্য ছিল বেশ খারাপ। দুপুরেই কাস্টমস জিতে যাওয়ায় কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে ওঠার আর কোনও সুযোগ ছিল না তাদের। তবু ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে তাঁরা বলতেই পারতেন, কলকাতা লিগের মতো ছোট টুর্নামেন্টকে তাঁরা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোচের ভুল এবং মাঝমাঠ ও ডিফেন্সের দোষে ২ গোলে এগিয়ে থেকেও ট্রফি দিয়ে আসতে হয় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে।

ফাইনালে হারের পর হোসে মোলিনাকে সান্ত্বনা নর্থইস্ট কোচ বেনালির।

স্বাভাবিকভাবেই অখুশি ক্লাব সমর্থকরা। সেটা না বোঝার মতো বোকা নন কোচ-ফুটবলাররা। তাই ম্যাচ শেষে গোটা দলকেই মাথা নীচু করে স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে আলবার্তো রডরিগেজের চোট। ম্যাচের প্রথমার্ধে চোট পেয়ে উঠে যাওয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে সম্ভবত আইএসএলের প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না মোহনবাগান। মুম্বই সিটি এফসি-র মতো কঠিন ম্যাচে তাঁকে না পাওয়া যে চাপের হতে পারে, এই কথা বুঝতে পারছেন সবাই। প্রীতম কোটালের সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মিটে গেলেও তাঁকে কেন ৩১ অগাস্ট রাতের মধ্যে নেওয়া গেল না, তা এখনও কারও কাছেই পরিষ্কার নয়। যদিও অন্দরের খবর, প্রীতমকে নাকি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ফ্রি ফুটবলার করিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। তবে কোচ যেভাবে এই দুর্বল ডিফেন্স নিয়ে ৩-৫-২ ছকে খেলিয়ে চলেছেন সেটা কতটা যৌক্তিক, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। মোলিনা অবশ্য এর উত্তর দিতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'প্রথমার্ধে আমরা কি খারাপ খেলেছি? আমরা দ্বিতীয়ার্ধে পারিনি কারণ সেই তীব্রতাটা হারিয়ে ফেলি। যেভাবে সকলে মিলিতভাবে একইভাবে খেলছিলাম, সেটা পারিনি আমরা। সেটা করা সম্ভব হলে এই ৩-৫-২ ফর্মেশনে কোনও সমস্যা নেই। সবাইকে মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে।' এরপরেই তিনি বলেছেন, 'আমাদের এখন প্রতিটি বিভাগে উন্নতি করতে হবে। প্রথমার্ধে দল দারুণ খেলেছে। এখন দরকার, সেই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখা। দ্বিতীয়ার্ধেও একইরকম ভালো খেলতে হবে।'

গত কয়েকবছর ধরে মোহনবাগানের যা পারফরমেন্স এবং যেভাবে দলগঠন হয় তাতে সমর্থকরা ধরেই নেন, তাঁদের প্রিয় দল চ্যাম্পিয়ন হবে। এবার মোহনবাগানকে আইএসএল এবং এএফসি কাপের মতো দুটি কঠিন টুর্নামেন্ট একসঙ্গে খেলতে হবে। ফলে কোচকেও কোনটায় বাড়তি গুরুত্ব দেবেন, তা ঠিক করে নিতে হবে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি উত্তর দিতে রাজি হননি। মোলিনার মন্তব্য, 'কোন টুর্নামেন্ট আমাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাবে, এটা বলা যায় না এভাবে। প্রতিটি খেলাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঘরের মাঠের সুবিধা সবসময় নিতে হবে। ফুটবলার বাছাইয়ে ভারসাম্য আনতে হবে। সেই ম্যাচের জন্য যেটা সেরা একাদশ হবে, সেটাই নামানোর ভাবনা রয়েছে।' আইএসএলের প্রথম ম্যাচের আগে আর দিন ঠিকঠাক ধরলে দিন দশেক তিনি পাবেন প্রস্তুতির জন্য। তার মধ্যে ডিফেন্স এবং মাঝমাঠের নড়বড়েভাব কতটা কাটাতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

হ্যাটট্রিক করে নয়া নজির হাল্যান্ডের

ড্র চেলসির, টানা দ্বিতীয় হার ইউনাইটেডের

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : অপ্রতিরোধ্য আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। গোল করাটা যেন তাঁর কাছে জলভাত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকেই অনবদ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন তিনি। শনিবার নরওয়ের এই গোলমেশিনের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডকে হারাল ম্যান সিটি। ইপসউইচ টাউনের বিরুদ্ধে যেখানে শেষ করেছিলেন, এদিন সেখান থেকেই শুরু করলেন তিনি। ১০ মিনিটে প্রথম গোল নরওয়ের এই গোলমেশিনের। ৩৩ ও ৮৩ মিনিটে আরও দুইটি গোল করেন তিনি। এই নিয়ে টানা দুইটি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন হাল্যান্ড। আপাতত প্রিমিয়ার লিগে আটটি হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। ইপিএলে হ্যাটট্রিক করার তালিকায় তিনি রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। তিনি ছুঁয়েছেন থিয়েরি অরি, হ্যারি কেন ও মাইকেল ওয়েনকে। প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিক রয়েছে হাল্যান্ডের উত্তরসূরি সের্জিও আগুয়েরোর।

গোলের পর উচ্ছ্বাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর। রবিবার।

হাল্যান্ডে মুগ্ধ ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও। তিনি বলেছেন, 'হাল্যান্ড অপ্রতিরোধ্য। ওকে আটকানোর ক্ষমতা কোনও ডিফেন্ডারের নেই। গত মরশুমটা ওর ভালো যায়নি। কিন্তু এই মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'হাল্যান্ড সবসময় চায় ফাইনাল থার্ডে ওকে আরও বেশি পাস দেওয়া হোক। ও সবসময় গোল করতে চায়। এদিন ওর পারফরমেন্সে আমি খুশি। আরও একটা হ্যাটট্রিক করেছে হাল্যান্ড।' আপাতত টানা তিন ম্যাচ জয় পেয়ে লিগশীর্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ম্যান সিটির পরের খেলা শনিবার। ওইদিন ঘরের মাঠে ব্রেন্টফোর্ডের মুখোমুখি হবেন হাল্যান্ডরা।

এদিকে, গত ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিরুদ্ধে ৬-২ গোলে জয়ের পর রবিবার ইপিএলে আটকে গেল চেলসি। ঘরের মাঠে এদিন তারা ১-১ গোলে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ড্র করেছে। ২৫ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন চেলসিকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ৫৩ মিনিটে এবেরেচি এজের গোলে চেলসি পুরো পয়েন্ট তুলতে পারেনি।

প্রিমিয়ার লিগে বিপর্যয় চলছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। এদিন লিভারপুলের কাছে ০-৩ গোলে হেরে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের মুখ দেখল তারা। ৩৫ মিনিটে লুইস দিয়াজ এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। ৪২ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। এরপর ৫৬ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোল ইউনাইটেডের ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এদিন জিতে লিভারপুল ৩ ম্যাচ ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ব্রোঞ্জ জয় প্রীতির, ফাইনালে সুহাস

প্যারিস, ১ সেপ্টেম্বর : চলতি প্যারালিম্পিক থেকে ভারতের ঘরে ষষ্ঠ পদকটি এসে গেল। মহিলাদের টি৩৫ ক্যাটিগোরির ২০০ মিটার দৌড় থেকে রবিবার ব্রোঞ্জ এনে দিলেন প্রীতি পাল। প্রতিযোগিতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ। এর আগে তিনি ১০০ মিটার দৌড়েও পদক জিতেছেন। একইসঙ্গে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারালিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের নজির গড়লেন।

ব্যাডমিন্টনে দ্বিতীয় পদক নিশ্চিত করল ভারত। পুরুষদের এসএল৪ ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে উঠেছেন সুহাস ইয়াথিরাজ। সেমিফাইনালে তিনি ২১-১৭, ২১-১২ পয়েন্টে স্বদেশীয় সুকান্ত কদমকে হারিয়ে দেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে এসইউ৫ ক্যাটিগোরির সেমিফাইনালে উঠলেন ১৯ বছরের মনীষা রামদাস। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে হারালেন জাপানের মামিকো টয়োডাকে। ম্যাচের ফল ২১-১৩, ২১-১৬। সেমিফাইনালে মনীষা খেলবেন স্বদেশি তুলসীমতী মরুগেসানের। ফলে এই ইভেন্ট থেকেও একটা পদক নিশ্চিত ভারতের। মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে মনদীপ কাউর ও পলক কোহলি ছিটকে গিয়েছেন। এসএল৩ ক্যাটিগোরিতে নাইজিরিয়ার মরিয়ম এনিওলার কাছে ৮-২১, ৯-২১ পয়েন্টে বিধ্বস্ত হয়েছে মনদীপ। অন্যদিকে, পলক এসএল৪ ক্যাটিগোরিতে ইন্দোনেশিয়ান শাটলার খালিমাতুস সাদিহার কাছে ১৯-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে হেরেছেন।

শুটিংয়ে হতাশ করেছেন অবনী লেখারা ও সিদ্ধার্থ বাবু। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড ইভেন্টে এসএইচ১ ক্যাটিগোরিতে ১১ নম্বরে শেষ করেছেন অবনী। সিদ্ধার্থ পেয়েছেন ২৮তম স্থান। দুইজনেই ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ। শুক্রবার প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারালিম্পিকে জোড়া পদক জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন। কিন্তু এদিন অবশ্য তার সেই পারফরমেন্সের ধারেকাছে যেতে পারেননি।

মোদি চাইলে ভারত আসবে : বাসিত

লাহোর, ১ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে গিয়ে ভারত কি খেলবে?

প্রশ্নটা ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে উথালপাতাল ক্রিকেট বিশ্ব। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানে দল না পাঠানোর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনড় অবস্থানে টুর্নামেন্ট ঘিরেই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাসিত আলি মনে করেন, চলতি এই অনিশ্চয়তা একজনই কাটাতে পারেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাক্তন পাক ব্যাটারের দাবি, মোদি চাইলে মুমকিন হ্যায়। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পাকিস্তানে খেলতে পাঠাতে দ্বিধা করবে না বিসিসিআই। মূল কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কী চাইছেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে বাসিত বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপরই পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে। উনি যদি রাজি থাকেন, তাহলে হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে পাকিস্তানে খেলতে আসতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। নাহলে বল আইসিসি-র কোর্টে। সেক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে নেওয়া জয় শা-র পক্ষে সহজ হবে না।'

আরেক প্রাক্তন পাক তারকা দানিশ কানেরিয়া যদিও সাফ জানাচ্ছেন, পাকিস্তানে আসাই উচিত নয় ভারতের। পাকিস্তান ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই পাকিস্তানে দল পাঠানো ঠিক হবে না। এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলেই হোক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিতরা তাঁদের ম্যাচগুলি খেলুক দুবাইয়ে। এদিকে পাকিস্তান দলের নির্বাচক কমিটির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ শোয়েব মালিককের। জানান, ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের আগে পিসিবির তরফে তাঁকে নির্বাচক কমিটিতে থাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও তা ফিরিয়ে দেন। যে প্রসঙ্গে শোয়েব বলেছেন, 'তখনও আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিইনি। খেলার সঙ্গে নির্বাচকের দায়িত্ব! যাদের সঙ্গে খেলছি, তাদেরকে নির্বাচিত করব, এটা হয় নাকি।' জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও কিছুদিন খেলতে চান শোয়েব। বলেছেন, 'আগেও বলেছি, পাকিস্তানের হয়ে আর খেলতে আগ্রহী নই। টেস্ট ওডিআই থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছি। টি২০ পাক দলেও প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছি না। তবে আরও কিছুদিন ঘরোয়া পর্যায়ে খেলতে চাই। চাই খেলার পাশাপাশি নতুনদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিতে।'

নির্বাচকের প্রস্তাবে অবাক শোয়েব

বৃষ্টিতে স্থগিত ম্যাচ, সুপার সিক্সে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : ফের বৃষ্টির কবলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে মেসারার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল সাদা-কালো শিবির। ম্যাচের ৬ মিনিটে লালথানকিমার ব্যাক সেন্টার থেকে লালগাহিসাকা গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ২৬ মিনিটে ইসরাফিল দেওয়ানের শট মেসারার্স গোলরক্ষক না বাঁচালে ব্যবধান বাড়তে পারত। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে ৫৮ মিনিটের পর আর খেলা হয়নি। পরে অবশ্য আইএফএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে স্থগিত হওয়া ম্যাচটি পরে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে চলতি কলকাতা লিগে বৃষ্টির জন্য সুরুচি ও মহমেডান ম্যাচ ফের স্থগিত হয়েছিল।

এদিকে, ম্যাচ স্থগিত হয়ে গেলেও সুপার সিক্সে চলে গেল হাকিম সেগুন্ডোর ছেলেরা। এদিন লিগের অন্যম্যাচে বিএসএসের কাছে ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস। ফলে ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়ে গেল মহমেডান। ইউনাইটেড ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থস্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে। এদিকে মহমেডান তাদের সিনিয়ার দল থেকে পাঁচ ফুটবলার তন্ময় ঘোষ, সজল বাগ, জেমস সিং, ট্যাংভা রেগুই ও অ্যাসলে কোলিকে লোনে ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের প্রস্তুতি শিবিরে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

ড্রতে পট ওয়ান লক্ষ্য ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়ার পর এবার নতুন কোচের অধীনে ফের একবার মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। আগেই বাকিরা যোগ দিলেও এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলাররা দলের সঙ্গে শিবিরে যোগ দেন।

ইগর স্টিমাককে কোচ হিসাবে বিদায় দিয়েছে এআইএফএফ। সেখানে আবার নিজেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন সুনীল ছেত্রী। ফলে নয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে সম্পূর্ণ নতুন এক জাতীয় দল দেখা যাবে দীর্ঘ সময় পর। স্প্যানিশ কোচের প্রথম টুর্নামেন্ট হায়দরাবাদে হতে চলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ হলেও আসল লক্ষ্য ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করা। এই তিন ফিফা উইন্ডোতে ভালো ফল করতে পারলে ডিসেম্বরের ড্রতে পট ওয়ান পেতে পারে ভারত। সেই কথা জানিয়েও দেন নতুন কোচ, 'আমরা কাদের বিরুদ্ধে খেলছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এক নম্বর পটে থাকা।' মানোলোর ২৬ জনের দলে বেশকিছু নতুন মুখের সঙ্গে চিঙ্গলেসানা সিং ও ইয়াসির মহম্মদ, আশিস রাই, রোশন সিং নাওরেম দলে ফিরেছেন। তেমনি কিয়ান নাসিরি, প্রভসুখান সিং গিল ও লালথাঙ্গা খাওলারিং সিনিয়ার দলের অভিষেকের দিকে তাকিয়ে। হেড কোচ বলেছেন, 'একসঙ্গে সবাইকে একই দিশায় কাজ করতে হবে সঠিক এবং যোগ্য দল তৈরি করে মাঠে নামাতে।' তবে তাঁর দলে ফর্মে থাকা বিশাল কেইথ ডাক না পাওয়ায় অসম্ভব সমালোচিত এই বর্ষীয়ান কোচ।

এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব

এরইমধ্যে সুনীলের মতো তারকার অনুপস্থিতিতে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের মতো ফুটবলারদের। তিনি বলেছেন, 'আমরা যেহেতু বাড়তি সময় পাচ্ছি না, তাই এরইমধ্যে নিজেদের সেরাটা কীভাবে একযোগে বার করে আনা যায় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পরই আমরা ভিয়েতনামে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট খেলব। কোনওরকম আত্মতুষ্টিতে ভোগা চলবে না। বরং শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। কারণ সামনেই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব আছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে মানোলো মার্কুয়েজই সঠিক মানুষ যিনি কোচ হিসাবে জাতীয় দলকে সঠিক দিশা দেখাতে পারেন।' এদিনই তিনি আবার নিজের ক্লাব দল থেকেও পেলেন সুখবর। এই মরশুমে অধিনায়ক হিসাবে ছাঙ্গতের নাম ঘোষণা করল মুম্বই সিটি।

লখনউয়ে আজ ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : যতই প্রীতি ম্যাচ হোক ম্যাচটা কিন্তু ডার্বি। তাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল, দুই দলই জিততে মরিয়া। এই প্রথমবার লখনউয়ে ভারতের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাব এখনও পর্যন্ত ভারতের ২২টি শহরে মোট ৩৪০ বার মুখোমুখি হয়েছে। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছে। তাতে শেষ হাসি হেসেছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। সেই ম্যাচ অবশ্য অতীত। মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'ডার্বি সবসময়ই সমর্থকদের উত্তেজিত করে, সেটা যে শহরে খেলা হোক না কেন। আমরা ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি। এই ম্যাচটা জিতে কলকাতায় ফিরতে চাই।' অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'দুই দল মুখোমুখি হলে সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফুটবলারদেরও একই অবস্থা। একটা খুব ভালো ম্যাচ হতে চলেছে।' সোমবার কেডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে দুই দল খেলতে নামবে। খেলা শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়।

রুট ভাবছেন না শচীনের টেস্ট রানের রেকর্ড নিয়ে

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : ব্যবধান আর ৩৫৪৪ রানের। যা টপকে যেতে পারলে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে টেস্টে সর্বাধিক রানের মালিক হবেন জো রুট। লর্ডস টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির পর সেই সম্ভাবনা রুট আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। যদিও রুট রেকর্ড নিয়ে ভাবছেন না বলেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু খেলতে চাই। দলের জন্য আরও বেশি রান করতে চাই। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারার চেয়ে ভালো অনুভূতি আর কিছু নেই। দলের জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত শতরান বাড়তি প্রাপ্তি। আমি এগুলি নিয়ে খুশি আছি। এর বাইরে কোনও রেকর্ড নিয়ে ভাবছি না।'

রুট ইতিমধ্যেই অ্যালিস্টার কুকের ৩৩টি শতরানের রেকর্ড। যার সুবাদে রুট পৌঁছে গিয়েছেন ১২,৩৭৭ রানে। আর মাত্র ৯৭ রান করতে পারলে সর্বাধিক টেস্ট রানের নিরিখেও তিনি পেছনে ফেলবেন কুককে। এই পরিস্থিতিতে কুক ও মাইকেল ভন স্বীকার করছেন রুটই সর্বকালের সেরা ইংরেজ ব্যাটার। ভন বলেছেন, 'শুধু ক্রিকেটার নয়, মানুষ হিসেবেও রুট অসাধারণ। রোল মডেলও। তাই ও-ই সর্বকালের সেরা।' অন্যদিকে অ্যালিস্টার কুকের মন্তব্য, 'নিঃসন্দেহে রুট ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটার। আজ ও

সিরিজ ইংল্যান্ডের

যখন ৬ রানে অপরাজিত তখনই আমি বলেছিলাম সেঞ্চুরি করবে। হলও তাই।'

কুকের সঙ্গে রুটের সম্পর্ক বহুদিনের। ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইয়র্কশায়ারের হয়ে রুটের অভিষেক ম্যাচে বিপক্ষ দল এসেক্সে ছিলেন কুক। আবার ৩ বছর পর কুকের অধিনায়কত্বেই ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় রুটের। সেই দিনের প্রসঙ্গে কুক বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ তৈরি ছিল। আমার একমাত্র প্রশ্ন ছিল চাপ নিতে পারবে কী না? সেদিন মুখে চাওড়া হাসি নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিল রুট। প্রথম কয়েকটা বল দেখেই আমি বলেছিলাম, এই ছেলে বহুদিন খেলবে। দশ হাজার রান করবে। এই কথা কাকে বলেছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু বলেছিলাম।'

রুটের মঞ্চে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড। ৪৮৩ রানতাড়া নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কা অল আউট হয় ২৯২ রানে। ৬২ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন পেসার গাস অ্যাটকিনসন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ক্রিস ওকস (৪৬/২) ও ওলি স্টোন (৫৬/২)। ইংরেজ পেসারদের দাপটের মাঝে শ্রীলঙ্কার হয়ে পালটা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন দীনেশ চাণ্ডিমল (৫৮)।

ইমপ্যাক্ট নিয়ম মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে : রোডস

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ক্রিকেট বিশ্ব।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের দাবি, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অলরাউন্ডারদের ওপর। অলরাউন্ডার হওয়ার আগ্রহ হারাবে নতুন প্রজন্ম। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো অনেকে আবার সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। জন্টি রোডস কিন্তু বিরাট-রোহিতদের দলে। পরিষ্কার জানালেন, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম অলরাউন্ডারদের 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজিয়ে দেবে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের ফিল্ডিং কোচ রোডস বলেছেন, 'অলরাউন্ডারদের নিয়ে আমি চিন্তিত। ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অলরাউন্ডাররা। টেস্ট ক্রিকেট, ওডিআই বা টি২০, সব ফরম্যাটে একজন অলরাউন্ডারের ভূমিকা দলে ভারসাম্য আনে। সেদিক থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের ভক্ত নই আমি। কারণ, এই নিয়ম শেষ করে দেবে অলরাউন্ডারদের।'

দলীপ নিয়ে বোর্ডের প্রশংসায় চেতন

> অলরাউন্ডারদের নিয়ে আমি চিন্তিত। ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অলরাউন্ডাররা। আমি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের ভক্ত নই। কারণ, এই নিয়ম শেষ করে দেবে অলরাউন্ডারদের।
>
> **জন্টি রোডস**

আইপিএল নিলামে 'রাইট টু ম্যাচ' নিয়ম নিয়ে আপত্তি নেই। জন্টির যুক্তি, কতজন প্লেয়ার ধরে রাখতে পারবে, তা একটা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটা দল গড়ে তুলতে সময় লাগে। প্লেয়ার, কোচিং স্টাফদের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ফলে বাড়তি প্লেয়ার ধরে রাখতে পারলে উপকৃত হবে দল।

কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের সাফল্য নিয়েও আত্মবিশ্বাসী। শুরুটা ভালো-মন্দে মিশিয়ে হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সফরে টি২০ সিরিজ জিতলেও হার ওডিআই দ্বৈরথে। তবে রোডসের যুক্তি, পালাবদলের পর্বে শুরুতে এই রকম হয়। ভারতীয় দলের যা শক্তি, যা প্রতিভা, তাতে শীঘ্রই হেডকোচের নয়া দায়িত্বে দৌড়োবে গম্ভীরের বিজয়রথ।

এদিকে, ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চেতন শর্মা। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা নির্বাচক কমিটির প্রধান বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খেলোয়াড়দের কাজ হল খেলা। তাই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পেলে না বলা উচিত নয়।'

বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা প্রথম ভারতীয় বোলার চেতন শর্মার কথায়, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কখনও সহজ নয়। প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কও রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত করতে হবে।'

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়

ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষা

[The Prohibition of Employment As Manual Scavengers And Their Rehabilitation Act, 2013]

সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে,

- খাটা পায়খানা ব্যবহার বা খোলা নর্দমায় মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- ওই প্রকার শৌচাগার সাফাইয়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- ০২.০৯.২০২৪ থেকে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম এবং শহরে ওই প্রকার শৌচাগার (Insanitary Latrine) এবং তা সাফাইয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে।
- এই প্রকার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা পেতে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত/ পৌরসভা অথবা স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এ যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে যে, এ-সম্পর্কিত কোনও তথ্য আপনাদের জানা থাকলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত/ পৌরসভার গোচরীভূত করুন।

মাল পৌরসভা কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা লালমোহন পাত্র - কে 01.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 91A 60937 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মাত্র স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে আমার জীবনধারা উন্নত হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই রকম একটি স্কিম চালু করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে একজন কোটিপতিতে রূপান্তরিত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।